১৯৩৩-এর ডায়েরি

১লা জানুয়ারি ১৯৩৩। ১৭ই পৌষ, ১৩৩৯। রবিবার

আগের দিন চালকী এসেচি। জাহ্নবীর অসুখে এবার বড় বিপদে ফেলেচে। একা ১৩/১৪ দিন nurse করেচি। কেউ সাহায্য করবার নেই, সে কি মুস্কিল। বিকেলে বারাকপুর গেলাম। সুসার কাকার সঙ্গে দেখা হোল। খুড়ীমা বসে রোদ পোয়াচ্চে। বেলা থাকতে থাকতে চলে এলুম।

২রা জানুয়ারি, ১৯৩৩। ১৮ই পৌষ, ১৩৩৯। সোমবার

এদিন সকাল থেকে বনগাঁয়ে remove করবার উদ্যোগ কর্ত্তে কেটে গেল। আমি সকালে এক দফা জিনিসপত্র নিয়ে রওনা হলুম। বন্ধুর বাসায় খাওয়া গেল। সন্ধ্যার আগে ওরা এল। আমি রাত ৮টায় রওনা হলাম। বেজায় শীত। টরু এগিয়ে দিয়ে গেল। ট্রেনে বেজায় দেরী। অনেকক্ষণ শীতে কষ্ট পাওয়ার পরে অবশেষে ট্রেনে উঠলুম।

৩রা জানুয়ারি, ১৯৩৩। ১৯শে পৌষ, ১৩৩৯। মঙ্গলবার

আজ সকালে খানিকটা পড়াশুনা করা গেল। দুপুরে সজনীর ওখানে গেলুম। সেখান থেকে বেরিয়ে বাসায় এলুম।

৪ঠা জানুয়ারি, ১৯৩৩। ২০শে পৌষ, ১৩৩৯। বুধবার

দুপুরে সজনীর আপিসে গেলুম ও তাকে সঙ্গে নিয়ে গেলুম P. C. Sircar-এর দোকানে। সেখানে ওরা এই ডায়েরিটা দিলে। তারপর Imperial Library, বাসায় এসে প্রথমে এল আমার ক্লাসফ্রেন্ড্ সিদ্ধেশ্বর, তারপর পানিতরের তারাপদবাবু। তার মুখে খবর পাওয়া গেল ৩৩নং মদন মিত্রের লেনে আমার সেই বাল্যকালের বাবার দিদিদের বাড়ী। আজ ও দের [ওদের] ঠিকুজী কুষ্ঠী [কোষ্ঠী] খানা দিলুম।

৫ই জানুয়ারি, ১৯৩৩। ২১শে পৌষ, ১৩৩৯। বৃহস্পতিবার

সকালে উঠে গল্প লিখ্লাম। তারপরই কৃষ্ণধনবাবু এল। ওর সঙ্গে কথা রৈল বিকেলে প্রবাসী আপিসে যাবো। দুপুরের পর প্রবাসীতে গেলাম। অশোকের সঙ্গে অনেক কাল পরে দেখা হোল। ওপরে নীরদ নেই, রামানন্দবাবুকে টাকার কথা বল্লুম। সেখানে থেকে ফিরবার পথে আমরা কমলালেবু কিনে ফুটপাথের ধারে দাঁড়িয়ে খাচ্চি—সেখানে যোগানন্দবাবুর সঙ্গে দেখা। বৈকালে দুজনে রূপবাণীতে গেলুম। শীতল ও চাঁদির সঙ্গে দেখা—ফিরবার পথে সাহিত্য সেবক সমিতিতে গেলুম। সেখানে প্রমোদ দাশগুপ্তের সঙ্গে অনেককাল পরে দেখা হোল। সুপ্রভার একখানা পত্র লুকিয়ে রেখেছিল কৃষ্ণধনবাবু, পথে দিলে।

৬ই জানুয়ারি, ১৯৩৩। ২২শে পৌষ, ১৩৩৯। শুক্রবার

সকালে উঠে একটা গল্পের খানিকটা লিখে স্কুলে গেলুম। সকালে ছুটি হোল স্কুলের। খানিকটা বাড়ীতে এসে পড়াশুনো করে সুপ্রভাদের হোস্টেলে গেলুম। সেখান থেকে বেরিয়ে শ্যামবাজারের দিকে যাচ্চি—রূপবাণীতে নীরদবাবুর সঙ্গে দেখা। দুজনে One day (?) with you দেখলুম। নীরদবাবুর স্ত্রীও ছিলেন।

মন্মথদের সঙ্গে দেখা, তাদের গাড়ীতে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে গেল।

৭ই জানুয়ারি, ১৯৩৩। ২৩শে পৌষ, ১৩৩৯। শনিবার

স্কুলের পর গেলুম বেলুড়ে। ছাদে বসে চা খাওয়া হোল। রাত্রে খুব আড্ডা— পায়েস ও পিঠে খাওয়া গেল। সকালে উঠে চা ও কপিসিদ্ধ খেয়ে আমি ও নীরদবাবু সকালের ট্রেনে কলিকাতা এলাম।

তারপর আশিস্ গুপ্ত, করুণাবাবু, শরদিন্দুবাবু, সুপ্রভার এক ভাই ও কৃষ্ণবাবু এলেন।

৮ই জানুয়ারি, ১৯৩৩। ২৪শে পৌষ, ১৩৩৯। রবিবার

রবিবার সকালে উঠে কলিকাতা এলাম। ক্রমে ক্রমে অনেকে এল। দুপুরে একটু ঘুমিয়ে উঠে স্কুলের মিটিং-এ গেলুম। চারু বিশ্বাস নানা তর্ক ওঠালে—বাজেট ও হিসাব নিয়ে। কিছুই শেষ পর্যন্ত মীমাংসা হোল না। আমি ও ফণিবাবু বেরিয়ে হেঁটে বাসায় এলুম। পথে রাধাকান্তের সঙ্গে দেখা। সে বৌবাজার থেকে আমার সঙ্গে হেঁটে হ্যারিসন রোড্ পর্য্যন্ত এলপুরানো দিনগুলোর মত। সুপ্রভা একটা চিঠি ও বই দিয়ে পাঠিয়েচে।

৯ই জানুয়ারি, ১৯৩৩। ২৫শে পৌষ, ১৩৩৯। সোমবার

সকালে উঠে কৃষ্ণধনবাবু ডেকে নিয়ে গেলেন নীলকণ্ঠ কেবিনে খাওয়াতে। ফিরে স্কুলে গেলুম। রঞ্জনদের ওখানেও যাওয়া গেল। কিছুক্ষণ বঙ্গশ্রীর আপিসে কাটানোর পরে গেলুম পড়াতে। তার আগে সুনীতিবাবু ও সত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত এবং প্রেমেনের সঙ্গে অনেকক্ষণ কথাবার্তা হোল। পড়াতে গিয়ে আলোকের বাপের সঙ্গে হোল আলাপ। রাত্রে এল নটবর চাকুরীর চেষ্টায়। আহা,

গরিব বেচারী! কি কর্ত্তে পারি আমি ওর জন্যে কি ক্ষমতা আছে আমার? কেন ও এ illusion পোষণ করে যে, আমি ওকে চাকুরী দিতে পারি ?

১০ই জানুয়ারি, ১৯৩৩। ২৬শে পৌষ, ১৩৩৯। মঙ্গলবার

সকালে কৃষ্ণধনবাবু এসে স্কুলের পথে অনেকদূর পর্যন্ত গেল। স্কুলে যতীন্দ্র বল্‌ছিল দেবব্রত আমার কথা বলেচে। মোহিতকে বলেচি ওর সঙ্গে দেখা কর্ত্তে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে।

বৈকালে বাসায় এসে খাবার খেলুম। তারপর পশুপতিবাবুর সঙ্গে বেরুনো গেল তার গাড়ীতে। বিচিত্রাতে উপেনবাবুর সঙ্গে দেখা করে ট্রামে P. C. Sircar-এর দোকানে বই নিয়ে ট্রামে সোজা Park Circus, সিরাজুলদের ওখানে।

আজ কি ধোঁয়া! এই আস্‌চি সেখান থেকে।

১১ই জানুয়ারি, ১৯৩৩। ২৭শে পৌষ, ১৩৩৯। বুধবার

কৃষ্ণধনের সঙ্গে সকালে চা খেয়ে এলুম। স্কুলে যাবার পথে দেবব্রতের সঙ্গে দেখা হয়েছিল কিন্তু আমি এড়িয়ে গেলুম। স্কুলে গিয়ে শুনি দেবব্রত অনেকবার নাকি আমার নাম করেচে।

স্কুল থেকে সকাল সকাল বেরুচ্চি, হঠাৎ দেবব্রত দেখি সামনের ফুটপাথ দিয়ে যাচ্চে। আমায় দেখ্‌তে পেয়েচে কিনা কে জানে? বোধ হয় পেয়েচে।

আমিও এড়িয়ে গেলাম। ট্রামে উঠে প্রবাসীতে। ব্রজেনবাবু গল্প চাইলে। সেখান থেকে বাসায় এসে খাবার খেয়ে লিখলুম খানিকটা। তারপর পার্ক সার্কাস থেকে পড়িয়ে এই ফিরচি।

আমার মনটা দেবব্রত দেবব্রত করচে।

১২ই জানুয়ারি, ১৯৩৩। ২৮শে পৌষ, ১৩৩৯। বৃহস্পতিবার

স্কুল থেকে পণ্ডিতমশায়ের সঙ্গে কুমারটুলিতে গেলুম ঠাকুরের বায়না দিতে। সেখান থেকে ট্রামে বিচিত্রা আপিসের কাজ সেরে প্রবাসীতে এলুম। সেখানে টাকা আদায় করে ও গল্প (পেয়ালা) দিয়ে বাসায় এসে খাবার খেয়েই ট্রামে বেরুলাম পার্ক সার্কাসে। সেখান থেকে হেঁটে নীরদবাবুর বাড়ী কালীঘাট রোডে। ওপরে গিয়ে নীরদবাবুর বাবা ও মার সঙ্গে গল্প করলুম। তারপরে রমেশবাবু এল। সকলে মিলে খাওয়া দাওয়া সেরে খুব আড্ডা দেওয়া গেল—তারপরে ঠাণ্ডায় কাঁপতে কাঁপতে বাস আর পাইনে। রমেশবাবু আগের বাসে চলে গেলেন—আমি বাস আর পাইনে—রাত সাড়ে বারোটার সময় পেলুম—তাতেই কলেজ স্ট্রীটে নেমে চলে আসি। কাল আবার রমেশবাবু নিমন্ত্রণ কর্ল্লে।

১৩ই জানুয়ারি, ১৯৩৩। ২৯শে পৌষ, ১৩৩৯। শুক্রবার

সকালে স্কুলের ছুটি। দুপুরে ঘরেই শুয়ে। পৌষসংক্রান্তি। অনেকদিন পরে মনে পড়লআজমাবাদে আজকার দিনটিতে সেই কুঁড়েঘরটার পাশ দিয়ে আসতুম—ভাবতাম ওরা তিলের লাড়ু পাকাচ্চে—সেই শান্ত সন্ধ্যা। অজানা দেশের মুক্ত প্রান্তর। মুক্ত মাঠ...সেই বটেশ্বরনাথ পাহাড়ে মেলা দেখতে যাওয়া, সেও তো আজ।

সন্ধ্যার পরে বেরিয়ে পড়াতে গেলুম সিরাজুলকে। সেখানে থেকে রমেশবাবুর বাড়ীতে পৌষপার্বণে পিঠে খাবার নিমন্ত্রণে। দেবতোষবাবুর সঙ্গে সেখানে দেখা হোল। অনেক রাত্রে বাসায় ফিরলুম।

১৪ই জানুয়ারি, ১৯৩৩। ১লা মাঘ, ১৩৩৯। শনিবার

আজ বরিশাল এক্সপ্রেসে বাড়ী গেলুম। খেঁদীর জ্বর। উঠে খাবার তৈরি কর্ল্লে। বেশ শীত বন্ধুর বৌ বাইরের ঘরে রাঁধচে। সেখানে বসে চা খেলুম। তারপর বাসায় এসে Journals পড়া গেল।

১৫ই জানুয়ারি, ১৯৩৩। ২রা মাঘ, ১৩৩৯। রবিবার

সকালে উঠে ছেলেবেলার মত খয়রামারির মাঠে বেড়াতে গেলুম। অনেক বদলে গেছে, তবুও বেশ সুন্দর। তারপর বাজার-হাট করলুম। জীবনে এই প্রথম সংসার করেচি। এতদিন ছিলাম মুক্ত—আজ যেন ধরা পড়ে গেছি মনে হচ্চে। নতুন Sensation বটে।

বেলা হলে নদীতে স্নান করে এলুম।

তারপর খেয়ে একটু শুয়ে উঠে চাউলের কলে গেলুম। একটু বেলা পড়লে পায়েস ও পরোটা খেয়ে সুনীলের সঙ্গে মোটরে রওনা। শশধর আমাদের সঙ্গে এল। বেশ আরাম করে বসে এলুম।

মেসে মহা হৈ-চৈ, মেস ভেঙে যাবে।

১৬ই জানুয়ারি, ১৯৩৩। ৩রা মাঘ, ১৩৩৯। সোমবার

স্কুলে গেলুম—সেখান থেকে বেরিয়ে গেলম বঙ্গশ্রীর আপিসে। কৃষ্ণধনবাবুও একটু পরে সেখানে [—] দুজনে বেরিয়ে কার্জন পার্কে বসে গল্প করলুম। তারপর আমি পড়াতে এলুম। রাত্রে এসে দেখি মেসে খুব মিটিং চলচে। মেস ভেঙে যাবে ইত্যাদি।

১৭ই জানুয়ারি, ১৯৩৩। ৪ঠা মাঘ, ১৩৩৯। মঙ্গলবার

এদিন বেলা দেড়টার পরে স্কুল থেকে বেরিয়ে বিভূতিদের বাড়ি গেলুম। সেখান থেকে আবার ওর মোটরে ওর সঙ্গে কলেজ স্কোয়ারে এলুম। বাসায় এসেই একটু পরে বেরুলুম পার্ক সার্কাসে।

অনেক রাত্রে ফিরি।

১৮ই জানুয়ারি, ১৯৩৩। ৫ই মাঘ, ১৩৩৯। বুধবার

স্কুল থেকে বাসায় এসে খেলুম। তারপর খুব [মোঁপাসাঁ] পড়ে তারপরেই পার্ক সার্কাস। সন্ধ্যার আগে রেবতীবাবু এল। পঞ্চানন মান্না আবার আজ পড়বে বল্লে। রাত্রে তিনু এল।

১৯শে জানুয়ারি, ১৯৩৩। ৬ই মাঘ, ১৯৩৯। বৃহস্পতিবার

স্কুলে ব্রহ্মকিশোরবাবু এলেন। স্কুল থেকে বেরিয়ে পুরানো বই-এর দোকানে বেড়ালুম। পঞ্চানন মান্না পড়বে বলেছিল, সে এল না। ৬টার পরে আমরা ছাদে পায়চারী করে স্কুল সম্বন্ধে পুরানো দিনের মত আলোচনা কর্ত্তে লাগলুম। তারপর পার্ক সার্কাসে।

শীত আজ কম।

২০শে জানুয়ারি, ১৯৩৩। ৭ই মাঘ, ১৩৩৯। শুক্রবার

ছোটমামার সঙ্গে কথা ছিল দুর্গাপদবাবুকে নিয়ে উপস্থিত থাকবে ওয়েলিংটন স্কোয়ারের গেটে। আমি ঠিক ৪৷৷০ টার সময় গেলাম। সেখান থেকে সজনীর ওখানে বসলুম।

দেবব্রতের সঙ্গে দেখা হোল সকালবেলা ওদের বাড়ীর দোরে। কতকাল পরে। পুরানো দিনের মত ওকে আদর করলুম।

২১শে জানুয়ারি, ১৯৩৩। ৮ই মাঘ, ১৩৩৯। শনিবার

বৈকালে বেলুড় গেলাম। চা খেয়ে ছাদের উপর বসে আড্ডা দেওয়া গেল। রাত্রে ঘরের মধ্যে বসে আমি, নীরদবাবু, নীরদবাবুর স্ত্রী খুব ভূতের গল্প করা গেল। সকালে সুপ্রভার সঙ্গে দেখা কর্ত্তে গিয়েছিলাম ওদের হোস্টেলে।

২২শে জানুয়ারি, ১৯৩৩। ৯ই মাঘ, ১৩৩৯। রবিবার

বেলা তিনটে পর্য্যন্ত আড্ডা দেওয়ার পরে তিনটের গাড়িতে চলে এলুম। ময়দান ও চৌরঙ্গি বেড়িয়ে বাড়ি ফিরলুম।

২৩শে জানুয়ারি, ১৯৩৩। ১০ই মাঘ, ১৩৩৯। সোমবার

স্কুলে যাবার আগে কৃষ্ণধনবাবু এল। পথে দেখলুম দেবব্রতরা যাচ্চে। স্কুল থেকে বঙ্গীশ্রতে সজনীর ওখানে গেলুম। তারপর পার্ক সার্কাস থেকে বাড়ি।

২৪শে জানুয়ারি, ১৯৩৩।১১ই মাঘ, ১৩৩৯। মঙ্গলবার

অনেকদিন পরে আজ সকালে রাজবলহাটের স্কুলের সেক্রেটারী ভূপতিবাবুর সঙ্গে দেখা হোল। কত ঘটনা হয়ে গেল ইতিমধ্যে। ...ভাবলেও মনে অবাক হয়ে যেতে হয়।

ভূপতিবাবুর সঙ্গে সেবার যখন শেষ দেখা করে এসেছিলুম জাঙ্গিপাড়ার বাসায় মার কাছে, তখন আমি কি বুঝতুম? সামান্য নগণ্য স্কুলমাস্টার। তারপর কলিকাতা ও Imperial Library: রমাপ্রসন্নের বাসায় হরিনাভির ঠিকানা। চারুবাবুর সঙ্গে দেখা ও প্রমথ বাঁড়ুয্যে। ? ও ছানা খাওয়া... লুডো (?) খাওয়া ... বর্ষার রাত। মার মৃত্যু ফুলীদের বাড়ি... সত্য মজুমদার... ক্যালভার্ট...নসী (?) রাঁধে... ভূতের গল্প... নতুন চেয়ার... বাঁশের উপর দিয়ে দূরে দেখা... চাকুরী গেল... মেস... Cow Protection... বরিশাল... চাটগাঁ... বিভূতি... ভাগলপুর,.. ইসমাইলপুর—আজমাবাদ... পাটনা... ক্লারিজ.....দেবব্রত গেল—পথে দেখা—সুপ্রভা, ভূপতিবাবু।

কৃষ্ণধনবাবু স্কুলে গেল। বিভূতিদের বাড়ি চাঁদা আনতে গিয়ে সুরেন গাঙ্গুলিকে ফেলে গেলুম বিচিত্রা আপিসে।

২৫শে জানুয়ারি, ১৯৩৩।১২ই মাঘ, ১৩৩৯। বুধবার

আজ সকালে খুব বৃষ্টি। কাল রাত্রে টরুর সঙ্গে ঝগড়া হোল। সকালে বেরুতে গিয়ে বনগাঁর পত্র পেলুম (—) খেঁদা লিখচে জাহ্নবীকে একা রাখতে হবে। বিচিত্রা আপিসে সুরেন গাঙ্গুলীর সঙ্গে অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তা হোল। সেখান থেকে বেলা দেড়টার সময় স্কুল। কাল বিমলেন্দু কুমারকে বকেছিলুম। আজ তাকে একটু আদর করলুম। খোয়া ক্ষীর ব্যবসার কথা সুরেনবাবুই বললেন। তারপর স্কুল থেকে বেরিয়ে ননী নিয়ে গেল আর্টিস্ট নিরঞ্জন সাহার বাসায়। লিনোকট্ এর কাজ বেশ করেচে। সেখান থেকে বঙ্গশ্রী আপিসে। সুনীতিবাবু এলেন ও নকলদানা (নকুলদানা) খাওয়া গেল। তারপর পার্ক সার্কাসে গেলুম। চৈতন্যদেবও আজ ছিল। টরু বাড়ি গেছে।

২৬শে জানুয়ারি, ১৯৩৩। ১৩ই মাঘ, ১৩৩৯। বৃহস্পতিবার

স্কুলের ছুটির পরে ওয়েলিংটন স্কোয়ারের মোড়ে দেবব্রতের সঙ্গে দেখা হোল। দেবব্রতের চোখের কি অসুখ হয়েচে—বেচারী সূর্যের দিকে চাইতে পারে না। সেখান থেকে বেরিয়ে প্রবাসীতে এলুম, কারণ পত্র লিখেছিলেন ব্রজেনদা। তার কথামত M.C. Sircar এর দোকানে মৌরীফুল গল্পটি দিলাম। সেখান থেকে বাসা হয়ে পার্ক

সার্কাস। পড়িয়ে রওনা হয়ে সোজা বেরুলাম কিন্তু যেতে হয়ে গেল দেরী। ৯-৫ মিনিটের গাড়ী ফেল করে বাসে বেলুড় গেলুম। সেখানে কি বেজায় শীত! নীরদবাবু ও তার স্ত্রীর সঙ্গে অনেক রাত পর্যন্ত গল্পগুজব করে খেয়ে শোয়া গেল।

২৭শে জানুয়ারি, ১৯৩৩। ১৪ই মাঘ, ১৩৩৯। শুক্রবার

ভোরে বেলুড় থেকে রওনা হয়ে নটার গাড়িতে বনগাঁয়ে এলাম। সন্ধ্যায় ক্লাবে গেলুম ও বন্ধুর Dispensary-তে বসে খুব আড্ডা দেওয়া গেল।

২৮শে জানুয়ারি, ১৯৩৩। ১৫ই মাঘ, ১৩৩৯। শনিবার

সকালে উঠে আমি ও পরেশ দুজনে বলুর মোটরে বারাকপুরে। নদীতে স্নান করলুম। বৈকালে কুঠীর মাঠে কুল খেতে গেলুম আমি ও পরেশ।

একটা নির্জন স্থানে বসে অস্তসূর্য্যের আলোয় কি সুন্দর শোভাই দেখলুম [—] একটা শিমুল গাছের ডালপালায়। একটা শুকনো ডালপালার গাদায় আগুন ধরিয়ে চলে এলুম। শ্যামাচরণ দাদার বাড়িতে নিমন্ত্রণ।

রাত্রে পরেশের বাড়িতে শুয়ে শীতে হিহি করে কাঁপলুম সারারাত। তাদের নেই লেপ। গায়ে দেবার নেই কিছু। তেমনি শীত পড়েচে।

২৯শে জানুয়ারি, ১৯৩৩। ১৬ই মাঘ, ১৩৩৯। রবিবার

সকালে উঠে দেখি আমার বাবার হাতের লেখা পুঁথির অংশ ও মহানাটকের বইয়ের পাতা, প্রতাপাদিত্য ও আমার I.A. সময়কার পড়া? এর স্মৃতিজড়িত বইখানার পাতাগুলো ছিঁড়ে পড়ে আছে। সুসার কাকা খুব ভোরে এসেচেন—আমি ও পরেশ আস্‌তে আস্‌তে বাড়ি গেলাম। এসে খেয়ে দেয়ে আমি বলুর সঙ্গে চাঁদপাড়া গেলাম মোটরে। যতীন দত্তর ঘোর অসুখ। সন্ধ্যায় ফিরে হাটবাজার করি।

৩০শে জানুয়ারি, ১৯৩৩। ১৭ই মাঘ, ১৩৩৯। সোমবার

সকালে উঠে খুব আড্ডা দিলুম। আজ সরস্বতী পূজা। স্কুলে গিয়ে টরুকে অঞ্জলি দেওয়ালুম। খুকী ও শান্ত গেল। তাদের অঞ্জলি দিয়ে প্রসাদ দিলাম। বন্ধুদের বাড়ি নিমন্ত্রণ খেয়ে আড্ডা দিলাম। বিকেলে আমি ও উরু প্রফুল্লদের বাড়ি গেলাম।

৩১শে জানুয়ারি, ১৯৩৩। ১৮ই মাঘ, ১৩৩৯। মঙ্গলবার

সকালে খাবার খেয়ে বরিশাল এক্সপ্রেসে কলিকাতা। একটু ঘুমুলাম। বেলা ২॥০ টাতে ইউনিভারসিটি ইনস্টিটিউটে সারস্বত সম্মেলনে এলুম। কিছু বক্তৃতাও কর্ত্তে হোল। সেখান থেকে স্কুল। আমি, বিরাজ ও যতীন বেরিয়ে সাঙ্গুভ্যালিতেচা খেয়ে ওরা চলে গেল। আমি বঙ্গশ্রীতে এলুম। সেখানে ঘোর তর্ক [—]বঙ্কিমচন্দ্র বড় না রবীন্দ্রনাথ বড়। খানিকটা আড্ডা দিয়ে বাড়ি।

১লা ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৩। ১৯শে মাঘ, ১৩৩৯। বুধবার

সকালে স্কুলে যেতে দেবব্রতের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। কিন্তু বিকেলে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে আমরা বসেছিলাম—আমি ও কৃষ্ণবাবু, তখন ওকে মোহিত বাঁড়ুয্যে ডাক্‌তে গেল—ও এল না। এতে মন খারাপ হয়ে গেল। সাহিত্য জিনিসটা করবো বল্লেই হয় না। পা গুণে গুণে চলে সাহিত্য হয় না। সে মনের একটা অবস্থা—যখন বন্যার স্রোতের মত উদ্দাম ঢেউ কোথা থেকে এসে নিজেকে ভুলিয়ে দেয়—সর্ব্বস্ব ভুলিয়ে দেয়—সে আলাদা জিনিস। সে ভাবস্রোত হিমালয় থেকে অবতরণশীলা ভাগিরথীর [ভাগীরথীর] মত পাহাড় পর্যন্ত ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে এমনি তার জোর।

২রা ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৩। ২০শে মাঘ, ১৩৩৯। বৃহস্পতিবার

স্কুল থেকে বঙ্গশ্রী আপিসে গেলাম। সেখানে একবার খেলাম টিফিনের সময়ে, একবার ছুটির পরে। গোসাবা নিয়ে ক্ষেত্রবাবুর সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলা গেল বাসে। তারপর পার্ক সার্কাস হয়ে বাসায়। রাত্রে হরিনাভির নৃপেন এল।

আজ শৈলজা যাত্রাবদল গল্পটার অজস্র প্রশংসা কর্ল্লে বঙ্গশ্রী আপিসে।

৩রা ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৩। ২১শে মাঘ, ১৩৩৯। শুক্রবার

স্কুলের টিফিনের মধ্যেবঙ্গশ্রী আপিসে গেলুম। তারপর ছুটির পরে আবার। অজিত দত্তওর বিয়েতে নিমন্ত্রণ কর্ল্লে। তার পর আমি ও মৃণাল সর্ব্বাধিকারী দুজনে বেরিয়ে ইনস্টিটিউটে। চারুবাবু এসে ফিরে গিয়েছেন। বিশু ও আমি লাউঞ্জে অনেকক্ষণ Study circle সম্বন্ধে আলাপ করলুম। তারপর পেন্টার রমন সাহেবের কাছে গেলাম। সেখান থেকে বাড়ি এসে তবে পার্ক-সার্কাস—

৪ঠা ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৩। ২২শে মাঘ, ১৩৩৯। শনিবার

স্কুলে যেতে পথে দেবব্রতকে দেখেছি আজ। স্কুলে গিয়েই Kitchen সাহেবকে এক চিঠি পাঠালুম। তারপরে Imperial Library-তে গেলুম। এলেই হেডমাস্টার বল্লেন আমায় যেতে হবে Chief Manager-এর ওখানে। নীরদবাবু গাড়ি নিয়ে এলেন। তার গাড়িতে দুজনে বিভূতিদের বাড়ির কাজ সেরে নীরদবাবুর বাড়ি এসে চা খেলাম। তারপর মোটরে বেরিয়ে আলিপুরে হার্টিকাল্‌চারাল সোসাইটির বাগানে কতক্ষণ বস্‌লাম।

আমাকে ঘোষ ব্রাদার্স-এর দোকানের মোড়ে নামিয়ে দিয়ে নীরদবাবু চলে গেলেন। মনোজের সঙ্গে দেখা সেখানেই। মনোজ Examiner হয়েচে এবার বললে। তারপর নীরদবাবু সম্বন্ধে কথা বলতে আমি আবার নীরদবাবুর বাড়ি যাই। সেখান থেকে সুশীলবাবুর ওখানে। প্রমথ চৌধুরী গাড়িতে উঠচেন। সেখান থেকে বেরিয়ে সোজা মেসে রাত দশটায়।

৫ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৩।২৩শে মাঘ, ১৩৩৯। রবিবার।

আজ পূর্ণ বিশ্রাম। সকালে দু'একজন লোক ও নিরঞ্জন সাহা আর্টিস্ট এল। দুপুরে একটু ঘুমুলুম। তারপর উঠে নীরদবাবু গাড়ি নিয়ে এলেন। তাঁর সঙ্গে আলোচনা করলুম ৪০০০ বৎসর আগেকার যে পর্বতলেখন সম্বলপুরে পাওয়া গিয়েচে সে সম্বন্ধে। ২৬শে ফেব্রুয়ারি সেখানে যাবো ঠিক হোল। তারপর Hellen [Helen] Keller-এর ও Anthony Trollope-এর জীবনী পড়লাম। বৈকালে হীরেন্দ্র দত্তের বক্তৃতা শুনতে গেলুম। আমাকে ওদের কতকগুলো বই পড়তে হবে।

Modern Cosmogony আমাদের ঋষিরা আগেই জানতেন। মহাবিভূতি উপনিষদে শ্লোক আছে :

'অস্য ব্রহ্মাণ্ডস্য সমন্ততঃ এতাদৃশানি অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ডানি সাবরণানি জ্বলন্তি।' এদের নিয়ন্তা যে অক্ষর পুরুষ, তাঁর সম্বন্ধে বৃহদারণ্যক যাজ্ঞবল্ক্য বলেচেন 'এতস্য অক্ষরপুরুষস্যপ্রশাসনে গার্গি সূর্য্যচন্দ্রমসৌ (নভসি) বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ।'

৬ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৩২৪শে মাঘ, ১৩৩৯। সোমবার

6.2. 1940. দেবব্রতের সঙ্গে কালই দেখা হয়েছিল, রোজই হয়। তেমনি ভালবাসা এখনও—বরং গাঢ় হয়েছে।

দেবব্রত বলেচে নাকি? কাছে কেই বা যায়? মোহিত বলছিল। সত্যই বটে। বিভূতির থেকেও ? Love জিনিসটা সত্য না মিথ্যা? A great experiment.

সকালে রাধুর মাস্টার এলো। ওদের বাড়ির সম্বন্ধে অনেক কথাই বলে। তারপর আমি গেলুম স্কুলে। পঞ্চানন বলে পড়বো কিন্তু পড়ে না। আজ স্কুলের ছাদ থেকে দেখছিলুম দূরের আকাশটা। প্রথম বসন্তে সেই ভাঁট ফুলের দল—সেই রক্তাক্ত শিমুলবন, সেই সব।

স্কুল থেকে বেরিয়ে হেঁটে College St. দিয়ে বাসায় এলাম। মেসের ছেলেরা থিয়েটার করচে সেখানে সব যাচ্চে। কি সুন্দর জ্যোৎস্না আজ! দক্ষিণ হাওয়া দিচ্ছে।

পার্ক সার্কাস থেকে পড়িয়ে বাসায় এলুম। মেসে কেউ নেই— সব থিয়েটারে।

৭ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৩।২৫শে মাঘ, ১৩৩৯। মঙ্গলবার

স্কুলে আজকাল master classic পড়চি। বঙ্গশ্রী আপিসে গেলুম ছুটির পরে। সেখান থেকে আমি ও চৈতন্যদেব museumএ স্বাস্থ্যপ্রদর্শনী দেখতে গেলুম। সেখান থেকে পার্ক স্ট্রীট দিয়ে হেঁটে পার্ক সার্কাসে গেলাম। পার্ক স্ট্রীট দিয়ে যেতে যেতে Weldon (?) Libraryতে গেলুমঅনেক কাল পরে।

কি সুন্দর জ্যোৎস্না উঠেচে আজ! পার্ক স্ট্রীটের এদিকে কখনো আসিনি। বড় সুন্দর লাগছিল। বড় বড় রাস্তা—পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বাড়ীঘর—দোকানপসার—যেন বিলেতের শহরে বেড়াচ্চি। যেই পার্ক সার্কাসে ঢুকেচি—অমনি অপরিষ্কার।

৮ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৩। ২৬শে মাঘ, ১৩৩৯। বুধবার

আজ স্কুল থেকে সোজা বঙ্গশ্রী আপিসে গেলুম। সেখানে রবি মৈত্র সুশীলবাবুদের ব্যাপার নিয়ে খুব হৈ হৈ সুরু করেচে। সেখানে তর্ক ওঠালুম। তারপর এলেন সুনীতিবাবু। তাঁর সঙ্গে গল্প চলতে লাগলো—তিনি আবার একটা প্রবন্ধ লিখতেও লাগলেন। তারপর ট্রামে পার্ক সার্কাস হয়ে অজিত দত্তের বাড়ী নিমন্ত্রণ খেতে গেলুম মানিকতলায়। সজনী, শৈলজা, প্রেমেন, নীহার রায় সবাই সেখানে ছিল। খুব হৈ হৈ হোল। খেতে বসে আমরা সবাই সমস্বরে 'শৈলজা' 'শৈলজা' বলে চেঁচাতে লাগলুম। ভারী মজায় খাওয়া হোল। অনেকরাত্রে বাসায় ফিরলুম।

বসন্ত আসচে। শীত পড়ে গিয়েচে। রোজ দুপুরে স্কুলের ছাদে উঠে দূরচক্রবালে চেয়ে থাকি। ১৩০৯ সালে বাবা বাড়িতে বসে পুঁথি লিখেছিলেন— সে পুঁথি এবার গিয়ে বুড়ী পিসিমার বাড়ী থেকে নিয়ে এসেচি—সেই সুদূর জীবনের কথা মনে হয় এই সব স্নিগ্ধ দুপুরে। কোথায় কতদূরে এসে পড়েচি।

৯ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৩। ২৭শে মাঘ, ১৩৩৯। বৃহস্পতিবার

স্কুল থেকে বঙ্গশ্রী। সকালে ছুটি হয়ে গেল আশু শাস্ত্রীর মৃত্যুর জন্যে। ওখান থেকে বঙ্গশ্রীতে। সজনীর সঙ্গে প্রবাসী। বড়লোকের একটা বাড়ি ভাড়া দিচ্ছে দেখলুম। আমহার্স্ট স্ট্রীট দিয়ে রমেশ সেনের ওখানে। সেখান থেকে ট্রামে করে পার্ক সার্কাস। রাত্রে এসে নীরদের পত্র পেলুম দেখা কর্ত্তে লিখেচে। পশুপতিবাবু এলেন—তাঁর গাড়ী করে বাগমারী হয়ে নীরদের বাসা।

সুশীলবাবুদের ব্যাপারটা নিয়ে গল্প হোল। দ্বারিক ঘোষের ওখানে খেয়ে রাত্রে বাড়ী।

খুব জ্যোৎস্না।

দেবব্রত নাকি কি সব কথা বলেচে শুনলুম মোহিত ও হারাধনের মুখে।

১০ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৩। ২৮শে মাঘ, ১৩৩৯। শুক্রবার

সকালে উঠে আমি ও টরু বড়লোকের সেই বাড়ীটা দেখতে গেলুম। ওখান থেকে আমি বেলুড় গেলাম। হাওড়া স্টেশনে নীরদবাবুর সঙ্গে দেখা হোল। আমি একা গিয়ে Mrs. Das Guptaকে দেখতে গেলাম। খানিকক্ষণ ছাদে বসে আড্ডা ও চা খাওয়া হোল। ৪-৫০ টার ট্রেনে ফিরে বাসায় এলুম। একটু পরেই ট্রামে পার্ক সার্কাস। এই ফিরচি। আজ বিশ্রী ধোঁয়া।

১১ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৩। ২৯শে মাঘ, ১৩৩৯। শনিবার

সকালে স্কুলে গেলুম। সেখান থেকে বরিশাল এক্সপ্রেসে বনগাঁ গিয়ে সন্ধ্যার সময় নামলুম। সন্ধ্যায় বন্ধুর বাসায় বসে একটু গল্পগুজব করা গেল। হাটবাজার করলুম।

১২ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৩। ৩০শে মাঘ, ১৩৩৯। রবিবার

সকালে উঠে বাজার করা গেল। ১৮ই তারিখ পর্যন্ত জলের দেনা শোধ। খুব কুয়াসা। বন্ধুর Dispensaryতে বসে একটু গল্প করলুম। খয়রামারির মাঠে সজনে গাছে খুব ফুল ফুটেচে। সরোজের সঙ্গে বাজারে দেখা। খাওয়া দাওয়া করে বিকেলের ট্রেনে রওনা।

১৩ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৩। ১লা ফাল্গুন, ১৩৩৯। সোমবার

স্কুলের ছুটি। সকালে উঠে হরবিলাস এল। তারপর দুপুরে একটু ঘুমিয়ে Imperial Libraryতে গেলুম Secret doctrine আনতে। বাজে বই। বিকেলে আমি ও টরু বেরুলাম। রমেশ—সেনের ডাক্তারখানা [,] M.C.Sircar-এর দোকান—সেখানে রবি মৈত্র বসে আড্ডা দিচ্চে।

রাত্রে রমেশ সেনের ভাইয়ের বৌভাত। একবার খেয়ে উঠেচি। নীরদবাবু এসে আর একবার খাওয়ালে। গাড়ী করে রাত বারোটায় মেসে এলুম। খুব জ্যোৎস্না। বিছানায় জ্যোৎস্না পড়েচে।

১৪ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৩। ২রা ফাল্গুন, ১৩৩৯। মঙ্গলবার

সকালে নৃপেন রায় এল। স্কুলে গেলুম—সেখান থেকে Imperial Library-তে বই বদলে বঙ্গশ্রী আপিসে। শৈলজা, প্রেমেন সবাই সেখানে। শৈলজার এক বন্ধু হাতের ছাপ নিলে। সেখান থেকে হেঁটে এলুম পঞ্চানন মান্নার মামার কারখানায়। কথাবার্তা সেরে A.C. Dey-এর সঙ্গে Calcutta Trading Coর আপিসে দেখা করা গেল। তারপর পার্ক সার্কাস ও মেস।

১৪/২/৩৪*

গালুডি। সকাল। পাহাড়ের সামনে বসে লিখচি, বনে পত্রহীন গাছে [?] ফুল ফুটেচে। এক বৎসর পরে এই অংশ লিখচি, জীবনটা বদলায়নি তবে প্রকৃতির সঙ্গে এইসব দিকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগ ঘটেচে। সেবারে বেলপাহাড়ে যাবার সময় বুঝতে পারিনি যে এত কাছে এমন সুন্দর স্থান আছে। 'দৃষ্টিপ্রদীপে'র জিতুর মাতৃবিয়োগের অধ্যায় কাল রাত্রে পোস্ট মাস্টারের সঙ্গে কেন্দ্রপোসি ও Guaর বনের পরে গল্প করেচি।

১৫ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৩।৩রা ফাল্গুন, ১৩৩৯। বুধবার

স্কুলে থেকে নীরদবাবুর গাড়ীতে কালিঘাট [কালীঘাট]। পার্ক সার্কাসে হেঁটে এলুম বালীগঞ্জ দিয়ে।

গালুডি। ১৫ই ফেব্রুয়ারী। ১৯৩৪

এ বছর ঠিক এই দিনটিতে গালুডিতে বসে লিখ্চি। সামনে নেকড়াডুংরি পাহাড়টার সানুতে পত্রহীন সাদা গাছে হলুদ ফুল ফুটেচে। দূরে দূরে পাহাড়ের গায়ে মেঘের ছায়া। সকালে সুবর্ণরেখার তীরে বেড়াতে গিয়েছিলুম—এক জায়গায় বড় বড় পাথরঢেলা বৃক্ষরাজি। বেলা ১১টা। এইবার কেষ্ট চাকর জল নিয়ে আসবে কলসীবাংলো থেকে—নাইবো। সামনের উঁচুনিচু ভূমি, ডুংরী রৌদ্রে চমৎকার দেখাচ্চে।

১৬ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৩। ৪ঠা ফাল্গুন, ১৩৩৯। বৃহস্পতিবার

ছুটির পরে ভীষণ বৃষ্টি। খানিকটা আটকে থেকে ৪॥০টার পরে মেসে এলুম। আজ সকালে পানিতরের সেই ভদ্রলোক বিবাহের জন্যে এসেছিলেন। সেই পানিতরে আবার বিবাহ। ১৯১৭ আর ১৯৩৩। ষোল বৎসর পরে.....

বিকেলে এসে চা খেয়ে একটু পরে আমি ও টরু বেরিয়ে দু'একটা জিনিসপত্র কিন্তে গেলুম—তারপরেই ট্রামে পার্ক সার্কাস।

---

*১৯৩৪ সনের এই অংশটি ১৯৩৩ সালের ৭ই মার্চের পাতায় লেখা।

১৭ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৩। ৫ই ফাল্গুন, ১৩৩৯। শুক্রবার

স্কুলে আজকাল যাই অন্য রাস্তা দিয়ে ঘুরে। পাছে দেবব্রতদের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়— সে একটা unpleasant ব্যাপার। সকালে ছুটি হোল, বাসায় এসে পড়লাম Wide World—তারপর ট্রামে পার্ক সার্কাস। সেখান থেকে হেঁটে স্কুলে। খাওয়া দাওয়া ছিল। হেডমাস্টার ও আমরা ব্রিজ খেললুম। তারপর খাওয়া সেরে অনেক রাত্রে আমি ও ক্ষেত্রবাবু হেঁটে বাড়ী আস্‌তে আস্‌তে শাঁখারীটোলার নেড়ানেড়ীর মেলা ও ঠাকুরবাড়ী দেখলুম। দেবব্রতদের ওপরের ঘরে আলো জ্বল্‌চে। রাত বারোটা।

১৮ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৩। ৬ই ফাল্গুন, ১৩৩৯। শনিবার

সকালে অনেকদিন পরে কান্তি এল। স্কুলে কাজকর্ম ছিল না। তেতলার ছাদে ফণিবাবু ও আমি গল্পগুজব করা গেল। আমি ও ক্ষেত্রবাবু বেরিয়ে Abraham Lincon দেখতে গেলুম। দক্ষিণাবাবুও সেখানে। তারপর বেরিয়ে বাসায় এসে বস্‌লুম। কৃষ্ণবাবু ডেকে পাঠিয়েছিল— যেতে পারলুম না। অনেককাল পরে Theosophical Hall-এ গিয়ে পড়াশুনা কর্ল্লুম। তারপরইনস্টিটিউটে 'নদের নিমাই' দেখলুম। একটি Youngman কে কি সুন্দর দেখ্‌লুম— ওরকম রূপ আমি সত্যই অনেককাল দেখিনি।

১৯শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৩। ৭ই ফাল্গুন, ১৩৩৯। রবিবার

দুপুরে সুধীরদের বাড়ী নিমন্ত্রণ। Ripon College Magazine-এর একটা কপি যাতে আমার বাল্যের পদ্যটা বেরিয়েছিল—অনেক কাল পরে পেলুম। সুধীরের স্ত্রী সম্পর্কে আমার বোন্ হয়—এসে প্রণাম কর্ল্লে। বাসায় এসে আর কোথাও যাওয়া ঘটল না। ঘোর বৃষ্টি ও ঝড়— একটু বেরিয়েছিলাম—ভিজে বাড়ী ফিরলাম।

২০শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৩। ৮ই ফাল্গুন, ১৩৩৯। সোমবার

স্কুলে গেলাম—সেখান থেকে বঙ্গশ্রী আপিসে। রবি মৈত্রকে নিয়ে অনেক কথাবার্ত্তা হোল। পার্ক সার্কাস হয়ে বাড়ী।

২১শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৩। ৯ই ফাল্গুন, ১৩৩৯। মঙ্গলবার

আজও তাই। স্কুল থেকে আজও বঙ্গশ্রী। ব্যবসার কথা তুলে সেখানে মহা হট্টগোল। সকালে P.C. Sircar ছেলে নিয়ে এসেছিল ব্যবসা করবার জন্যে। সুনীতিবাবু এসেছলেন বঙ্গশ্রী আপিসে।

২২শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৩। ১০ই ফাল্গুন, ১৩৩৯। বুধবার

আজ শিবরাত্রির ছুটি। সকালে পত্রে সংবাদ পেলুম জাহ্নবীর ছোট খুকী মারা গিয়েচে। ও যে মারা যাবে তা জানতাম। তবুও মনে পড়ে কেমন হাস্‌ত সম্পূর্ণ অকারণে—সবাই তার হাসির জন্যে বক্‌তো। উপুড় হয়ে গড়িয়ে পড়ত একা একা বাইরের ঘরে থেকে। সবাই বলতো যাওগা।

স্কুলে ছুটির পরে বঙ্গশ্রী আপিসে আমি, প্রেমেন, সজনী, কিরণ। হেঁটে বাড়ী আস্‌তে আস্‌তে Ghost Land বই কিনে আন্‌লুম। তারপর হেঁটে পার্ক সার্কাস।

আজ শিবরাত্রি। বারান্দায় দাঁড়িয়ে অনেক রাত্রে জীবনের কত শিবরাত্রির কথাই ভাবলুম। মাকে দেখতে গিয়েছিলুম জাঙ্গিপাড়া থেকে—বনগাঁয়ে কালোদের বাসা— আমার পাঁচড়া হওয়া—কত কি?

রাত ১১টার সময়ে অখিল মিস্ত্রির লেনে থিয়েটার দেখ্‌তে গেলাম কিন্তু ঢুকতে পারা গেল না।

রাত্রে টরু শিবরাত্রি করে রাত জাগ্‌চে! ইলেক্‌ট্রিক লাইট জ্বালিয়ে রেখেচে—ভাল ঘুম হোল না।

২৩শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৩। ১১ই ফাল্গুন, ১৩৩৯। বৃহস্পতিবার

ছুটি ছিল শিবরাত্রির। জাহ্নবীর খুকী মারা গিয়েছে সংবাদটা আজই পেলুম। সকালে সন্তোষ দত্ত ও মনোজ এল। প্রবাসী আপিসে গেলুম বিকেলে, কেদারবাবুর সঙ্গে নানা বনের গল্প হোল। নেতার হাট—চক্রধরপুর ঘাটের কাছে নাকি খুব বন। সুপ্রভাদের হোস্টেলে গেলুম। সুপ্রভা বল্লে আপনি একমাস ৭দিন আসেন নি—কেমন গুনে গুনে রেখেচে। সেখান থেকে নলিনী সরকারের বাড়ি। নলিনীবাবুর ছোট মেয়েটি অপরাজিত ও পথের পাঁচালীর নানা ছোটখাট জায়গা মুখস্থ রেখেচে। আজ দুপুরে আকাশ বড় নীল—কতক্ষণ বাইরে বসে কত কি ভাবলুম। এমন সুন্দর লাগে! নলিনীবাবুর বাড়ি থেকে ট্রামে পার্ক সার্কাস গেলুম—রাত ৮টার সময়ে। পথে নক্ষত্রভরা আকাশের দিকে চেয়ে বিশ্বের বিশালতা ও মানুষের ক্ষুদ্রত্বের কথা ভাবছিলুম। বাসায় ফিরে দেখি পশুপতিবাবু অনেক ডালিয়া ফুল দিয়ে গেছেন।

২৪শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৩। ১২ই ফাল্গুন, ১৩৩৯। শুক্রবার

এদিন টিফিনের ছুটিতে বঙ্গশ্রীতে গিয়ে টাকা নিলুম— ও ছুটির কিছু আগে মনোমোহন বাবুর ওপর ভর দিয়ে প্রবাসী আপিসে গেলুম College sq. midday fare-এর ট্রামে। সেখানে থেকে 'পেয়ালা' গল্পের টাকা মিটিয়ে বাসায় এলুম।

২৫শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৩১৩ই ফাল্গুন, ১৩৩৯। শনিবার

বিকালে বাড়ি গেলাম। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের জন্য টাউন হলে সভা হচ্ছে সেখানে অনেকের সঙ্গে আলাপ হোল। মুন্সেফবাবু ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলে।

২৬শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৩। ১৪ই ফাল্গুন, ১৩৩৯। রবিবার

সকালে উঠে বন্ধুর মোটরে বারাকপুর। পথে কি অপূর্ব্ব বসন্তশোভা হয়েচে! বসন্তের সেই পুরাতন পরিচিত গন্ধ। দেখ্‌লুম দেশ 'সেই রকমই আছে—বাল্যের মত। আবার ফাল্গুনে সেই গন্ধই পাওয়া যায়। ইছামতীতে স্নান করে পুঁটীদিদিদের বাড়ী গেলুম। স্নানের আগে আমাদের বাড়ীর বাঁশবনের ধারে বেড়াতে গেলুম। সেই পুরাতন, চিরপরিচিত ফাল্গুন-চৈত্রের সেই বাঁশবন। ...পথে হাজারীর মোটরের সঙ্গে দেখা। পেঁপে কিনে খেলাম সবাই মিলে। জগন্নাথকে মোটরে চড়ালুম। তারপর জেলিকে সঙ্গে নিয়ে বনগ্রামের বাসায় খাওয়া সেরে বৈকালে গোপালনগর স্কুলে প্রাইজের সভায়। জলযোগ করা গেল। ফিরলুম সন্ধ্যায়। যতীনবাবু হেডমাস্টারের সঙ্গে দেখা কর্ল্লুম।

২৭শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৩। ১৫ই ফাল্গুন, ১৩৩৯। সোমবার

সকালে কলকাতা এলুম। খুকী মারা গেছে—তার বালিশটা খয়রামারির মাঠে পড়ে আছে—দেখে এসেচি। এসে স্কুলে গেলুম। টিফিনের সময় গেলুম বঙ্গশ্রীতে। বাসায় এসে আবার আমি ও টরু বেরুলাম। তারপর পার্ক সার্কাস হয়ে এই আসচি। জাহ্নবীকে আজ সকালে খুব বকেচি বিনা দোষে—সেজন্য মনটা ভাল নয়।

২৮শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৩। ১৬ই ফাল্গুন, ১৩৩৯। মঙ্গলবার

সকালে গেলুম নীরদবাবুর বাড়ীতে ন'টার সময়ে। বেলপাহাড় যাবার উদ্যোগ কর্ত্তে। তারপর ট্রামে স্কুলে এলুম। একটু সকালে ছুটি দিয়ে বেরিয়ে পড়েচি পথে বিরাজবাবু বল্লেন বঙ্গশ্রী থেকে আমার নামে পত্র পাঠিয়েছিল। গেলুম সেখানে Proof দেখতে—সুনীতিবাবুও ছিলেন। সেখান থেকে Calcutta Trading Co তে। প্যারীবাবু ইত্যাদি রয়েচেন। প্রেমেন ও শৈলজাও সেখানে। চা ও খাবার খাওয়ালে। কাগজের নাম দিলুম 'উদয়ন'। বাইরে এসে প্রেমেন বল্লে দশটাকায় গল্প দিতে বলচে। আমি বল্লম—পাগল নাকি? এস pact করি ২৫ টাকার কম কখনো গল্প দেবো না।

পার্ক সার্কাসে গেলুম—সেখান থেকে বাসায় এলুম এইমাত্র। টরু নেই—রাণাঘাটে গিয়েচে। আমরা শুক্রবার বেলপাহাড় যাবে ঠিক হয়েচে। দেখি কি হয়।

১লা মার্চ, ১৯৩৩। ১৭ই ফাল্গুন, ১৩৩৯। বুধবার

পার্ক সার্কাস গেলুম। আজ একটু শীত পড়েচে। টরু রাণাঘাটে গিয়েছিল—বৈকালে এল। তারপর আমি ট্রামে পার্ক সার্কাস।

রাত্রে নুটুর মেসে গেলুম। নুটু অনেকদূর এল আমার সঙ্গে।

২রা মার্চ, ১৯৩৩।১৮ই ফাল্গুন, ১৩৩৯। বৃহস্পতিবার

অনেকদিন পরে একঘেয়েমিটা কাটবে। কাল সম্বলপুরে বনের মধ্যে যে শিলালিপি বেরিয়েচে— সেইটা দেখতে যাবো। স্কুলের পরে কালীঘাট গেলুম নীরদবাবুদের সম্বন্ধে ঠিকঠাক কর্ত্তে—আর দেখতে গেলুম চারুবাবু এখানে আছেন কিনা। অনেক রাত্রে ট্রামে ফিরে এলাম।

৩রা মার্চ, ১৯৩৩। ১৯শে ফাল্গুন, ১৩৩৯। শুক্রবার

এদিন সকালে স্কুলে গেলুম—সেখান থেকে বঙ্গশ্রী আপিসে গিয়ে পরিমলবাবু ও কিরণবাবুকে যাবার জন্যে যোগাড় কর্ল্লুম। তারপর বেরিয়ে পাঁউরুটি ও টোমাটো কিনে মেসে ফিরে এলুম। কৃষ্ণবাবু এল—তার সঙ্গে কত গল্প কর্ল্লুম। তারপর জিনিসপত্র নিয়ে রওনা হলুম সম্বলপুরের জন্যে। রাত নটায় ট্রেন। এসে দেখি প্রমোদবাবু ও কিরণ দাঁড়িয়ে। সজনীএখনও আসে নি, পরিমলও না। গাড়ীতে উঠেই বল্লে এ গাড়ি সিনি হয়ে যাবে—কারণ লাইন খারাপ হয়ে গেছে। সারারাত ট্রেনে কাটল—গাড়িতে খুব ভিড় ও ঠেলাঠেলি বটে তবে আমাদের দিকে কেউ ঘেঁষেনি।

সম্বলপুরে ডেপুটি কমিশনার মিঃ সেনাপতিকে আমাদের যাওয়ার কথা লেখা হয়েচে—তিনি সমস্ত বন্দোবস্ত করে রাখবেন লিখেচেন।

৪ঠা মার্চ, ১৯৩৩। ২০শে ফাল্গুন, ১৩৩৯শনিবার

নদী, বন, পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে প্রায় সারাদিন কাটবার পরে সাড়ে তিনটার সময় বেলপাহাড় স্টেশনে গাড়ি পৌঁছুল। সামনে পাহাড়, ছোট্ট স্টেশন। ডেপুটি কমিশনারের লোক স্টেশনে ছিল। তাদের সাহায্যে জিনিসপত্র নিয়ে উঠলাম ডাকবাংলায়[।]সামনে জগন্নাথের মন্দির—এক ধারে বেলপাহাড়। ভারী সুন্দর স্থানটি। নিকটের পুকুরে আমরা স্নান করে এসে খাওয়া দাওয়া কর্ল্লুম—তারপর নদীর ধারে একটা হাট হচ্ছে দেখে

বেড়াতে গেলুম। উড়িয়া মেয়েরা হাটে কেনা-বেচা কর্চ্চে—তাদের ভাষা উড়িয়া, কিন্তু চেহারা ও পোষাক পরিচ্ছদে সাঁওতালী। ধান দিয়ে মুড়কি—এখানে বলে ওকড়া—নিচ্চে। শুঁট্‌কি চিংড়ি মাছ শালপাতায় বিক্রি করচে। কেমন সুন্দর এদের সরলতা। ...তারপর স্টেশনে বেড়াতে গিয়ে চা খেয়ে সামনে জঙ্গলে গেলুম— আমরা কজন। তখন ঝোপের ধারে আমরা বসে রইলুম—আমি খানিকক্ষণ একা। রোদে পোড়া সোঁদা মাটীর rich গন্ধ ইসমাইলপুরের কথা মনে করিয়ে দেয়—দূরে পাহাড়ের দিকে জ্বলজ্বলে নক্ষত্র উঠেচে—পশ্চিমের দূর দিগন্তে অস্ত আকাশের রাঙা আভা—সে এক অপূর্ব অনুভূতি! বিশেষ করে কলকাতা থেকে নুতন গিয়ে [।]।

৫ই মার্চ, ১৯৩৩। ২১শে ফাল্গুন, ১৩৩৯। রবিবার

সকালে উঠে লোক নিয়ে আমরা বিক্রমখোল রওনা হলাম। পথে শালের জঙ্গল—ছোট ছোট নদী—এক জায়গায় নদীর ওপর বাঁশের সেতু—তার ওপর ঘাস বিছাচ্চে। একটু দূরে গিয়ে একটা ওদেশী মদের চোলাইখানা। একজন লোকের কাছে আমি একটা বাঁশের লাঠি কিনলাম। দুপুরের সময় আমরা গ্রিণ্ডোলা গ্রামে পৌঁছে গেলুম। একটু পরে পাটোয়ারী এল। গাঁ ঢুকতে একটা আমতলায় একদল লোক রেঁধে খাচ্চে—তারা নাকি নাচ দেখাতে এসেচে। আমরা বল্লুম আমরা নাচ দেখবো। দাড়িওয়ালা এক বৃদ্ধ, গলায় পৈতে, কেমন সরল। পাটোয়ারী দুধ ও মুড়কী নিয়ে এল। তারপর শালের ঘন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে আমরা গেলুম বিক্রমখোলে। গ্রানাইট crag-এর নীচে খোদাই লিপি—চারিধারের জঙ্গলের দৃশ্য সত্যই অপূর্ব্ব। নীচে এক জায়গায় বসলুম গিয়ে। পিরিয়াল ফুল ফুটেচে—একটা ছোট পাহাড়ী শুষ্ক নদী। বিকেল [বিকেলে] ফিরে এসে পুকুরে স্নান কর্ল্লুম। কি বালি! তারপর নাচ দেখলুম। ওরা আগে চলে গেল। আমি এক জ্যোৎস্নালোকিত বনপর্বতের পথে গরুর গাড়ীতে ৯ মাইল পথ ওদের জিনিসপত্র নিয়ে এলুম।

৬ই মার্চ, ১৯৩৩। ২২শে ফাল্গুন, ১৩৩৯। সোমবার

ঝর্সাগুড়া স্টেশনে ভোর হল। মুখ হাত ধুয়ে সবাই কালকার রাত্রির তৈরি পুরী ও মোয়া, তরকারি খেলুম। চা পাওয়া গেল না। পথের শোভা বড় সুন্দর বিশেষ করে ইব্, গোইলকেরা, পোসাইটা—এইসব স্টেশনের কাছেই ঘন জঙ্গল। মনোহরপুর, পানপোষ, গাড়পোষ। স্টেশনগুলি গভীর বনের মধ্যে বল্লেও হয়। সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর গাড়পোষের পূর্ববর্ত্তী ভূমিভাগ। গাড়পোষে একটি সুন্দর বাংলো আছে স্টেশনের কাছে থাকা যায়। বামড়াও বেশ জায়গা। স্টেশনের কাছে—খুব বন ও মাঠ, শালবন, দূরে নীল পাহাড়। ধুরুয়াদিহি স্টেশনের চারিপাশে আদিম যুগের অরণ্যানী যেন। কি গভীর বন! সকলের চেয়ে Beautiful Landscape এই ধুরুয়াদিহি স্টেশনে ও ইব স্টেশনে। বাগ্‌দিহিও তাই। কলকাতার কাছে গিড়্‌নী বেশ জায়গা। অতি সুন্দর জলাশয়। বাজার—মুক্ত মাঠ, শালবন। অনেক বাঙ্গালী Changerরা থাকে।

রাত নটায় কলকাতায় পৌঁছুনো গেল।

৭ই মার্চ, ১৯৩৩। ২৩শে ফাল্গুন, ১৩৩৯। মঙ্গলবার

কাল সন্ধ্যায় পৌঁছে সাবান মেখে স্নান করে কিছু খেয়ে টরুর সঙ্গে গল্পগুজব করার পরশুয়ে পড়লাম। কাল রাত্রে একেবারে ঘুম হয়নি—বেলপাহাড় স্টেশনে একটা মালের বস্তার ওপর শুয়ে কাটাবো ভেবেছিলাম কিন্তু পরিমলবাবুকে ছেড়ে দিলুম। বেজায় শীতও গিয়েচে। কাল শোবামাত্রই ঘুম। আজ সকালে উঠে শরীর যেন ভেঙে পড়েচে এমনি ঘুম। মনে হোল কি কাণ্ড যেন করে এসেচি—জীবন বুঝি এবার থেকে নতুন পথে চলবে। কিন্তু আসলে কিছুই হবে না জানি। এই কয়দিনের অভিজ্ঞতা অতি অপূর্ব্ব। মনটা enriched হয়ে গেছে কতটা। সকালে শান্তি এল—কিছু টাকা ধার চায়। সমরের কাছে চুল ছাটলুম। [ছাঁটলুম]। বৈকালে বঙ্গশ্রী আপিসে প্রমোদবাবু ইত্যাদি সব এলেন। ওখান থেকে বেরিয়ে সুধীরবাবুর সঙ্গে সীতাদেবীর ওখানে গেলুম। সীতাদেবীকে ভ্রমণবৃত্তান্ত বললুম।

৮ই মার্চ, ১৯৩৩। ২৪শে ফাঙ্গুন, ১৩৩৯। বুধবার

সকালে উঠে ললিত এল। ছুটির পর বেরিয়ে পড়াতে গেলুম। পথে একজন লোক ডাকচে—গিয়ে দেখি আমাদের সতীশ একটা আফিমের দোকানে বসে বিক্রী করচে। জল খাওয়ালে। ওকে দেখে খুব আনন্দ হোল। তারপর পড়িয়ে উঠে হেঁটে প্রথমে গেলুম সুশীল মিত্রের বাটী। সেখান থেকে নীরদবাবুদের বাড়ী গিয়ে দেখি পরিমল, নিবারণ সব সেখানে আগে থেকেই জুটেচে। খুব খাওয়া দাওয়া গেল, আড্ডা হোল। অনেক রাত্রে বেরিয়ে এই আসচি।

৯ই মার্চ, ১৯৩৩। ২৫শে ফাল্গুন, ১৩৩৯। বৃহস্পতিবার

স্কুলে থেকে বঙ্গশ্রী আপিসে গেলুম। সেখানে প্রমোদবাবুও এলেন।Associated Press-এর জন্যে একটা লিখলুম। পশুপতিবাবু ফোন কর্ল্লেন আমি সুপ্রভাকে দেখতে যাবো কিনা হাঁসপাতালে [হাসপাতালে] একটু পরে পশুপতিবাবু এলেন। সবাই মিলে যাওয়া গেল—মীরা বলে একটি মেয়ে ছিল—পশুপতিবাবুর মেয়ের মতই—সে কোকো করে খাওয়ালে। কমলালেবু খাওয়ালে। সুপ্রভার

কেবিনে গেলুম—আমার ডায়েরীটা দিয়ে এলুম। ওখান থেকে ট্রামে উঠে সোজা পার্ক সার্কাস।

১০ই মার্চ, ১৯৩৩। ২৬শে ফাল্গুন, ১৩৩৯। শুক্রবার

স্কুল থেকে বঙ্গশ্রী হয়ে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে গেলুম। সেখান থেকে বেরিয়ে পার্ক সার্কাস।

১১ই মার্চ, ১৯৩৩। ২৭শে ফাল্গুন, ১৩৩৯। শনিবার

সকালে গেলাম প্রথমে চারু বিশ্বাসের বাড়ি [-] চারু বিশ্বাস বাড়ি নেই। তারপর গেলুম রমাপ্রসাদবাবুর ওখানে। তিনিও নেই। সেখান থেকে নীরদবাবুর বাড়িতে আড্ডা দিয়ে স্কুল—।স্কুল থেকে বনগ্রাম।

বনগাঁয়ে আজ বেশ জ্যোৎস্না। বারান্দাতে মাদুর পেতে বসে ভাবলুম ও-শনিবারে আজ বেলপাহাড়ের ডাকবাংলার ধারে জ্যোৎস্নায় বসে আছি।

১২ই মার্চ, ১৯৩৩। ২৮শে ফাল্গুন, ১৩৩৯। রবিবার

সকালে উঠে বাজারে। তারপর বলুর সঙ্গে দুপুরের পর সিমলে গেলাম মোটরে। পথে কি ঘেঁটুফুলের তেতো গন্ধ ও আমবউলের সুমিষ্ট গন্ধ। সিমলের বাড়ীর বাইরে দুপুরে একজায়গায় কি অজস্র ঘেঁটুফুলই না ফুটেচে—এবার বসন্তটা খুব উপভোগ করা হোল ঘেঁটুফুলের দিক থেকে ও আমবউলের দিক থেকে। বর্দ্ধনবেড়ে, হুদো মাণিককোল, বেনাড়ে প্রভৃতি গ্রাম দেখলুম। আসবার সময় মোটরের ইঞ্জিন খারাপ হয়ে গেল। সনাতনের মোটর আসচে চাকদা থেকে—পাওয়া গেল। আমরা হেঁটে গোপালনগর স্টেশনের ওপারের পথটা দিয়ে এসে স্টেশনে উঠ্লাম। ওপারে বড় সুন্দর মাঠটা। আর বিকেল [বিকেলে] এসময়ে কোন সময়েই গোপালনগর আসিনি। সেখান থেকে গোপালনগর হয়ে দোলের নিমন্ত্রণ খেয়ে লরিতে বাসা।

১৩ই মার্চ, ১৯৩৩। ২৯শে ফাল্গুন, ১৩৩৯। সোমবার

সকালে উঠে বাসায় কাজকর্ম করা গেল। দুপুরের পরই কলিকাতায় চলে এলুম— বিকালের ট্রেনে। পথে পথে কি অজস্র ঘেঁটুফুলের গন্ধ—জ্যোৎস্না উঠল—গোবরডাঙ্গার কাছের বনে অজস্র ঘেঁটুফুল—এবার যথেষ্ট ঘেঁটুফুল দেখা হোল। এরকম কোনবার দেখিনি—অনেকদিন দেখিনি।

১৪ই মার্চ, ১৯৩৩। ৩০শে ফাল্গুন, ১৩৩৯। মঙ্গলবার

স্কুল থেকে বঙ্গশ্রী আপিসে গেলুম। সেখান থেকে Wide World কিন্‌তে—Municipal Market-এ গেলুম—সেখান থেকে যেতে হোল পার্ক সার্কাসে। খুব সকালেই সেখান থেকে বেরিয়ে এলুম বাসায়। তাড়াতাড়ি বঙ্গশ্রীর লেখাটা দিলুম—কারণ University-র লেখা কাগজ হাতে পড়লে—আর পারবো না।

১৫ই মার্চ, ১৯৩৩। ১লা চৈত্র, ১৩৩৯। বুধবার

সকাল সকাল স্কুল থেকে বেরিয়ে Examiner's meeting-এ গেলুম University-তে [—]। ধীরেন, মনোজ, জসিম ওরা সবাই এসেছিল। খানিকটা এদিক ওদিক ঘুরে M. C. Sircar-এর দোকান গেলুম। সেখান থেকে বাসায় এসে আর বেরুইনি—কেবল একবার সাহিত্য সেবক সমিতিতে গেলুম [।] পরিমলবাবুর Paper ছিল বিক্রমখোল সম্বন্ধে। কিন্তু তিনি এলেন না।

১৬ই মার্চ, ১৯৩৩। ২রা চৈত্র, ১৩৩৯বৃহস্পতিবার।

স্কুল থেকে বেরিয়ে প্রথমে বঙ্গশ্রী আপিসে। অবিশ্যি সকালে উঠে যাই রোজ পার্ক সার্কাসে সিরাজুলকে পড়াতে। তারপর আজ বঙ্গশ্রী বেরিয়েচে সেখানে গিয়ে আড্ডা দিলুম। আজ বাইরে শুয়েছিলাম, ভোরে কেমন সুন্দর জ্যোৎস্না পড়েচে—কত কথা মনে হোল—পুরোনো দিনে যেমন ভাবতুম—শেষ রাতের জ্যোৎস্না এক অদ্ভুত জিনিস—কত পল্লীপ্রান্তরের ঘেঁটুবনের কথা মনে করে দেয়—কত নির্জন নদীতীর—কত মা ও ছেলের করুণ ইতিহাস। সেই সব কথা এই প্রভাতের বসন্ত জ্যোৎস্নায় মনে এল আবার। বৈকালে উদয়ন আপিসেও গেলুম—সেখান থেকে এই মাত্র এসেচি। এখন বনগাঁয়ের ফটিক এল—ঘরে টুকু বা টরু কেউ নেই—আজ পরীক্ষা শেষ করে কোথায় বেরিয়েচে।

১৭ই মার্চ, ১৯৩৩। ৩রা চৈত্র, ১৩৩৯। শুক্রবার

সকালে সুপ্রভার হোস্টেলে গেলুম ওর সঙ্গে দেখা কর্ত্তে কারণ ও চিঠি লিখেচে কাল বাড়ি চলে যাবে। সেখান থেকে এসে দেখি কচা এসেচে। কচা ওর ছেলেকে বল্লে—দ্যাখ দ্যাখ বায়াস্কোপ ও থিয়েটার দ্যাখ। সে dungeon-এ গিয়ে কি কাসি (?) বল্লে—দাদা বড় মেরেচে—বাবা যা পায় ছুঁড়ে মারে। আহা, বাপের প্রাণ! ...ও helpless, কি করে বেচারী! ওর দোষ দিতে পারিনে। স্কুলে থেকে University গেলুম খাতা আনতে। খাতা?। বাসায় এসে টরু ও টকুকে নিয়ে গেলুম। Institute-এ Social-এ। সেখান থেকে বেরিয়ে College Square-এ খানিকটা দাঁড়ালুম। প্রথম সরবত খেলুম আজ এ গ্রীষ্মে।

১৮ই মার্চ, ১৯৩৩। ৪ঠা চৈত্র, ১৩৩৯। শনিবার

স্কুল থেকে বেরিয়ে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী হয়ে বেলুড় গেলুম। ছাদে ছায়া পড়েচে। লিচুর মুকুলের সুগন্ধ বেরুচ্চে বৈকালের ছায়ায়। কোকিল ও পাপিয়া ডাক্‌চে। ডাব

খেলুম। তারপর বাইরের ছাদে বসে নীরদবাবু ও আমি কত রাত পর্যন্ত গল্প কর্ল্লুম।

১৯৩৫।

এ দিনটিতে খাতা আনলুম। গ্রীষ্মের প্রথম সরবৎ খেলুম। কাল রাজপুর বেড়াতে গিয়ে অপূর্ব্ব জ্যোৎস্নালোকে হারিঝি চণ্ডীর মাঠে বসেছিলুম আমি আর ভম্বল। খুকী চা করে দিলে ও চাল ভেজে খাওয়ালে।

১৯৩৬।

এই দিনটিতে খাতা আনতে গিয়ে গেলুম না। স্কুল থেকে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী গিয়েআফ্রিকা ভ্রমণের বই ও Plant Geography আনি। গত রবিবারে রাজপুর গিয়ে বেগুন ও আমি হারিঝি চণ্ডী মাঠের ধারে সন্ধ্যায় বসেছিলুম অনেকক্ষণ। কাল? চৌধুরীর বাড়ী গেছলুম। সুধীরবাবুর দোকানে বসে হেমেন রায়ের সঙ্গে আড্ডা।

১৯৪১।

কি আশ্চর্য্য! আজ দিনটিতে স্কুল সকালে ছুটি হোতেই ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী গিয়ে আফ্রিকা ভ্রমণের বই আনবো বলে ঠিক করেছিলুম—কিন্তু যাইনি। খাতা এনেচি আগের দিন। কল্যাণী আসতে দিচ্ছিল না কাল। বিভূতিদের বাড়ী গেলুম সন্ধ্যার পরে (?) আফ্রিকা সম্বন্ধে আজও বই পড়চি।

১৯শে মার্চ, ১৯৩৩। ৫ই চৈত্র, ১৩৩৯। রবিবার

সকালে উঠে আমি ও নীরদবাবু কলকাতা এলুম চা ও ডিমসিদ্ধ খেয়ে। হেঁটে অনেকদিন পরে পেছনদিক দিয়ে পাথুরিয়াঘাটা স্ট্রীটে ঢুকে বিভূতির বাড়ী গেলুম। অনেকক্ষণ বসে গল্প কর্ল্লুম, চা খেলুম। ফিরে এসে দুপুরে ঘুমুলুম্। তারপর পার্ক সার্কাসে গেলাম। সতীশের সঙ্গে ও চন্দননগরের শ্রীমন্তের সঙ্গে দেখা—ওরা আমার ছাত্র। বসে বসে জাঙ্গিপাড়ার সম্বন্ধে অনেক নতুন কথা হোল। ওখান থেকে বেরিয়ে বাসায় এসে মোটরে হাওড়ায় গেলুম। রামকৃষ্ণ আশ্রমে সভাপতিত্ব কর্ত্তে হবে—তারাই মোটর নিয়ে এসেছিল। হেড্‌মাস্টারটি বেশ লোক। খাওয়া দাওয়ার পরে রাতদশটায় মোটরে পৌঁছে দিয়ে গেল।

২০শে মার্চ, ১৯৩৩। ৬ই চৈত্র, ১৩৩৯। সোমবার

সকালে পার্ক সার্কাস। তারপর স্কুলের পর—বঙ্গশ্রী। সেখান থেকে University গিয়ে কাগজ আন্‌লুম। University Restaurant-এ খেলুম অনেককাল পরে। বাসায় পশুপতি বাবু এলেন। তাঁর সঙ্গে বিচিত্রা আপিসে [—] পরে নীরদের বাড়ী। নীরদের ছেলে দেখ্‌লুম। ট্রামে বাসা।

২১শে মার্চ, ১৯৩৩। ৭ই চৈত্র, ১৩৩৯। মঙ্গলবার

আজকাল খাতা দেখ্‌বার তাড়ায় আর সব কাজ চাপা পড়েচে। খাতা দেখে আর সময় পাইনে। বিকেলে একবার ইন্‌স্টিটিউটে গিয়ে ভোট দিয়ে এলুম। বেরিয়ে বইয়ের দোকানের কাছে দিলীপের সঙ্গে দেখা। সে Garrod আর Middleton Murry নিয়ে বক্‌তে বক্‌তে আমার সঙ্গে সারাপথ এল, বল্লে, আপনাকে আর পাবো কোথায় ? ...শেষে এক স্বরচিত সনেট্ ফুটপাথের ধারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শোনালে। অদ্ভুত প্রকৃতির লোক!

রাত্রে এসে আবার কাগজ।

২২শে মার্চ, ১৯৩৩। ৮ই চৈত্র, ১৩৩৯। বুধবার

স্কুলে গেলুম—সেখান থেকে বাসায় এসে খাতা। বৈকালে Institute-এ গোলমাল—উৎসব হচ্চে। সেখান থেকে বাসায় এলুম।

২৩শে মার্চ, ১৯৩৩। ৯ই চৈত্র, ১৩৩৯। বৃহস্পতিবার

ভয়ানক খাটুনি পড়েচে। কাগজ দেখার জন্যে দিনরাত বিশ্রাম নেই। বঙ্গশ্রী আপিস্ থেকে সোজা বাসা। সন্তোষ দত্ত এল বৈকালে—একটু গিয়ে কলেজ স্কোয়ারে বস্‌লুম।

আজ হয়ে তিনদিন স্কুল ছুটি। কাল পথে দেবব্রত স্কুলে যাচ্চে দেখ্‌তে পেয়েছিলাম [।]

২৪শে মার্চ, ১৯৩৩। ১০ই চৈত্র, ১৩৩৯শুক্রবার।

আজ ছুটি বারুণীর। সকালে উঠে দেখি দুটো Co-operative-এর দুধের বোতল রেখে গিয়েচে। ভোর সবে হয়েচে। লোকের চোখে চোখে ঘুম জড়ানো। এত সকালে কে খাবে দুধ? খুব সকালে দুধ দিয়ে যায় কল্‌কতায়—না? সেদিকে চেয়ে রইলুম কতক্ষণ। চোখ আর অন্যদিকে ফেরাতে পারিনি। কতক্ষণ চেয়ে থাকি। কেমন যেন অবাক হয়ে গেলুম—সত্যি এ ধরণের ভাব আমার কখনো হয়নি।

বৈকালে নীরদবাবু এলেন। তাঁর গাড়িতে তাঁর সঙ্গে সারা দুপুর আড্ডার পরে বঙ্গশ্রীতে এলুম। সেখান থেকে বেরুতে যাচ্চি দরজায় সুনীতিবাবু। টেনে আবার নিয়ে গেলেন। মালপুয়া খাওয়া হোল। অবনীবাবু এসেচে শিলং থেকে। হেঁটে দুজনে বাসায় এলুম। তারপর আবার তখুনি বঙ্গশ্রীতে গেলুম। সেখান থেকে মুনীন্দ্র সর্ব্বাধিকারীর বাড়ী এলুম। কয়েকটি ছেলে আমার বই-এর বিশেষতঃ মেঘমল্লার গল্পটির দেখি খুব ভক্ত। অনেকরাত্রে বাড়ী [।]

২৫শে মার্চ, ১৯৩৩। ১১ই চৈত্র, ১৩৩৯। শনিবার

সকালে কাগজ দেখ্‌লুম। বৈকালে এক্সপ্রেসে বনগাঁয়ে। সন্ধ্যায় বেড়াতে বেড়াতে ওপারে দেবেনের ডাক্তারখানায়

গেলুম। অপূর্ব্বর মৃত্যু সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা হোল। খুব ফুলের গন্ধ বেরুচ্চে। সুগন্ধ। বিশ্বনাথ, দেবেন ও আমি।

২৬শে মার্চ, ১৯৩৩১২ই চৈত্র, ১৩৩৯। রবিবার

খুব ভোরে উঠে আকাশে যখন নক্ষত্র আছে তখন খয়রামারি গেলুম। বাড়ী এসে হাতমুখ ধুয়ে ভোরের হাওয়ায় ও পাখির ডাকের মধ্যে দিয়ে মহিমময় প্রভাতের হাওয়া গায়ে লাগিয়ে বারাকপুর গেলুম। পথে কি ঘেঁটু ফুলের সুগন্ধ! খুকুরসঙ্গে দেখা হোল—অনেককাল পরে। সেই খুকু! এসে প্রণাম কর্ল্লে। অনেকক্ষণ গল্পগুজব হোল [;] ও হাতের কাজ দেখালে। তারপর হরিপদদার বাড়ী গেলাম। ফিরে এসে আমতলায় একটা ভাঙা লোহার খাটে বসলুম। তারপর হেঁটে বনগাঁয়ে চলে এসে বাসায় কাগজ দেখি—

২৭শে মার্চ, ১৯৩৩। ১৩ই চৈত্র, ১৩৩৯। সোমবার

স্কুল থেকে দুপুরের পর বেরিয়ে গোলদিঘীতে খানিকটা বস্‌লুম। তারপর বাড়ী। বৈকালে টরুকে সঙ্গে নিয়ে কুলদাবাবুর বক্তৃতা শুনে এলাম বহুকাল পরে। রাত্রে ননী এল। অনেক রাত পর্য্যন্ত ওর সঙ্গে রাজপুরের গল্প কর্ল্লুম।

২৮শে মার্চ, ১৯৩৩। ১৪ই চৈত্র, ১৩৩৯। মঙ্গলবার।

সকালে দীনেশবাবুর বাড়ি গেলুম বেহালাতে কাগজ দিতে। সারা পথে কি অপূর্ব্ব মুচকুন্দ ফুলের গন্ধ! বিশেষ করে আলিপুরে। বিজয় মঞ্জিলের একটা গাছ কি প্রকাণ্ড, ও সুন্দর দেখতে, ওখানকার ওই Parsonageটাও ফুলে ভর্ত্তি—অদ্ভুত স্থান। দীনেশ সেন বল্লেন আপনাদের Wide World কিনে নিয়ে স্কুলে এলুম। ছুটির পরে বঙ্গশ্রীতে নৃপেন চাটুয্যেও সেখানে ছিল। হঠাৎ সেই থেকে মনে কেমন আনন্দ নেমে গেল। এ রকম আনন্দ অনেকদিন পাইনি। অপূর্ব্ব আনন্দ! Crates of? through Euphorbia Forests— ওই ছবিটা মনে হতেই ভেবে দেখলুম পৃথিবীর সব স্থানই সুন্দর। বারাকপুরই বা মন্দ কি? শতসহস্রস্মৃতি জড়ানো অমন স্থান কোথায় পাবো? আনন্দের আর স্থান দিতে পারিনে মনে। কাল? ছুটি।

২৯শে মার্চ, ১৯৩৩। ১৫ই চৈত্র, ১৩৩৯। বুধবার

ছুটী। কাগজ দেখে সকালে ললিতের বাড়ী ও? দেখে এলুম। দুপুরে ঘুমুলাম। বেলা ২টার সময় এলেন প্রমোদবাবু। তারপর হাওড়া স্টেশনে। E. I. R. Institute-এ গেলুম লিলুয়াতে তেঁতুলের সঙ্গে দেখা। নরেন দেব ও রাধারানী দেবীর বাড়ীতে গিয়ে সবাই আড্ডা দিলুম। রাত্রে ফিরি।

৩০শে মার্চ, ১৯৩৩। ১৬ই চৈত্র, ১৩৩৯। বৃহস্পতিবার

টিফিনের সময় বঙ্গশ্রী আপিসে। সেখান থেকে বাসা। বাসায় এসে আর কোথাও বেরুইনি। খাতা দেখছিলুম। সন্ধ্যার সময় হঠাৎ একটা ঝড় উঠল— দরজা জানালা সব বন্ধ করে দিলুম। বেজায় গরম।

৩১শে মার্চ, ১৯৩৩। ১৭ই চৈত্র, ১৩৩৯। শুক্রবার

কাগজ দেখা ও স্কুল। টিফিনের সময় বঙ্গশ্রী। বৈচিত্র্যহীন।

১লা এপ্রিল, ১৯৩৩। ১৮ই চৈত্র, ১৩৩৯। শনিবার

ছুটির পরে পরেশের সঙ্গে দেখা করে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী। পুলিশের খুব ভিড়। ট্রাম ডিপোর কাছে কংগ্রেসের নাকি অধিবেশন হয়েছিল শুনলুম। বেজায় রৌদ্র। ট্রামে ফিরি।

২রা এপ্রিল, ১৯৩৩।১৯শে চৈত্র, ১৯৩৩। রবিবার

সারাদিন বসে কাগজ দেখলাম। কাগজের বোঝা নামাতে পার্ল্লে বাঁচি। বৈকালে হীরেন। দত্তের বক্তৃতা শুনতে গেলুম।

৩রা এপ্রিল, ১৯৩৩। ২০শে চৈত্র, ১৩৩৯। সোমবার

সকাল সকাল ছুটি হোল। নিমাইকে আজ ক্লাসে বেজায় বক্‌লুম ও মারও দিলুম। বেজায় গোলমাল করছিলো। ছেলেটা বোধ হয় একটু পাগলা ধরনের। মেরে মনটাতে একটু কষ্ট হোল।

তারপর গেলুম বঙ্গশ্রীতে। বিকেলে সুধীর সরকারের দোকানে শিবরাম চক্রবর্তীর সঙ্গে দেখা হোল।

কাল রামনবমী। বাইরে বসে কথা ভাবছিলুম। সেই পাপিয়া ডাকৃত আমাদের দেশে। শুকনো বাঁশপাতার ওপর দুপুরে বাঁশবাগানে বেড়াতুম। কি আনন্দ নিয়ে। কেননা কাল লুচির নেমন্তন্ন খেতে যাবো। বাবার সেই যোষা দোষাম্পদ? ইত্যাদি। খাতাখানা এখনও আছে। সুপ্রভাকে লিখবো কথাটা ভাবচি।

৪ঠা এপ্রিল, ১৯৩৩। ২১শে চৈত্র, ১৩৩৯। মঙ্গলবার।

স্কুল থেকে বঙ্গশ্রী আপিস। সেখান থেকে ইউনিভার্সিটিতে রেজিস্ট্রারের আপিস। সেখান থেকে এসে তাড়াতাড়ি স্নান সেরে কাপড় পরে তৈরি হলুম কারণ পশুপতিবাবু ফোন করেচেন যে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা কর্ত্তে যেতে হবে। তাঁর মোটরে বেরুনো গেল প্রশান্তবাবুর বাড়ীতে। অনেকদিন পরে সেখানে গেলুম। সেই ও বছর Good Fridayর দিন গিয়েছিলুম। সুনীতিবাবু ও কালিদাসবাবু সেখানে আগেই বসেছিলেন। প্রশান্তবাবুর স্ত্রী আমাদের জন্যে খাবার আন্‌লেন। তারপর এল

আইসক্রীম। রবীন্দ্রনাথ হেসে বললেন— আরে Still they come! ...বেশ জ্যোৎস্না উঠেচে। বল্লেন পরিচয়ে আমার 'পথের পাঁচালী'সম্বন্ধে লিখেচেন, এ মাসে বার হবে। ওখান থেকে এলুম নীরদের ওখানে। তার কাছ থেকে Prehistory বইখানাই নিয়ে এলুম অনেক কাল পরে। বাসায় এসে দেখি পানিতরের মণীন্দ্রবাবু আমার জন্যে অপেক্ষা করচেন। তারপর এলেন প্রমোদবাবু।

৫ই এপ্রিল, ১৯৩৩। ২২শে চৈত্র, ১৩৩৯। বুধবার

পূর্ব্বের লেখা ভুল। রবীন্দ্রনাথের কাছে গিয়েছিলাম আজ। কাল সকালে বেহালায় দীনেশ সেনের বাড়ি পরীক্ষার কাগজ দিতে যাই ও ফিরবার পথে নীরদবাবুর বাড়ি, মুরলী ও মনোজের ওখানে এবং শ্যামাপ্রসাদবাবুর ওখানে যাই।

রামনবমী কাল ছিল। বৈকালে বসে পুরোনো দিনের কথা ভাবলুম।

৬ই এপ্রিল, ১৯৩৩। ২৩শে চৈত্র, ১৩৩৯। বৃহস্পতিবার

দুটি খাতা দেখলুম। বৈকালে উদয়ন আপিসে [।] এদিন ছুটি। কাগজ দেখে বৈকালে উদয়ন আপিসে গেলুম। সন্ধ্যার সময় থিয়েটার রোডে ম্যাকফার্সন স্কোয়ার বলে একটা জায়গায় বসে কাটালুম।

৭ই এপ্রিল, ১৯৩৩। ২৪শে চৈত্র, ১৩৩৯। শুক্রবার

কাগজ দেখবার পরে বৈকালে বেলুড় গেলুম। রাত ২॥০ টা পর্যন্ত জেগে আমি, প্রকাশবাবু ও নীরদবাবু ছাদে আড্ডা দিতে দিতে ভূতের গল্প করলুম।

৮ই এপ্রিল, ১৯৩৩। ২৫শে চৈত্র, ১৩৩৯। শনিবার

সকালে বেলুড় থেকে চা খেয়ে বেরিয়ে মেসে এলুম। স্নান সেরে স্কুল। সেখান থেকেবঙ্গশ্রী। তারপর স্টেশনে গেলুম। দশটাকার নোটের গোলমাল হোল। আবার গেলুম বঙ্গশ্রীতে। বেজায় গুমট গরম। সন্ধ্যাবেলা বসে বসে কাগজ দেখলুম। নিয়মমত বোজ ১৫ খানা দেখি। ৩রা মে আমাদের শেষ দিন। ওর মধ্যে দিতেই হবে।

৯ই এপ্রিল, ১৯৩৩। ২৬শে চৈত্র, ১৩৩৯। রবিবার

কাগজ দেখে মামার বাড়ি গেলুম। বলরাম সরকারের ঘাট বেড়িয়ে দুর্গাপদর সঙ্গে আলাপ করা গেল। সেজমাসীমা এখানে। রাত্রে চলে এলুম।

১০ই এপ্রিল, ১৯৩৩। ২৭শে চৈত্র, ১৩৩৯। সোমবার

বিনয় গাঙ্গুলী বলে একটা ছোট ছেলে মারা গিয়েচে, স্কুলের ছুটি এজন্যে সকাল সকাল হোল। ট্রামে বাসায় এসে ঘুমুলাম—কারণ কাল রাত্রে ঘুম হয়নি।

আজ সকালে উঠে আবার গেলুম বেহালা। পথে মুচুকুন্দ ফুলের গাছে এখনও ফুল যথেষ্ট—তবে শুকিয়ে এসেচে। বিজয় মঞ্জিলের সেই গাছটা দেখতে বড় সুন্দর—একেবারে গোড়া থেকে ফুল হয়েচে। তারপর দীনেশবাবু অনেকক্ষণ বসে তাঁর Cultural History of Bengal-এর কথা বল্লেন। সেখান থেকে উঠে ভবানীপুরে শ্যামাপ্রসাদবাবুর কাছে এলুম। শ্যামাপ্রসাদবাবু ঘরে নেই, অনেকক্ষণ বাইরে দাঁড়িয়ে রইলুম। তারপর তিনি এলে তাঁর সঙ্গে কথাবার্ত্তা হোল। উমাপ্রসাদের সঙ্গেও দেখা হোল।

বৈকালে বেড়িয়ে এসে সরোজনলিনীতে মনোজের সঙ্গে দেখা। ওবেলা তার বাসায় গিয়ে দেখা পাইনি। দুজনে শ্রদ্ধানন্দ পার্কে গেলুম। একজন নমঃশূদ্র এসে দেশের কথা ও যুদ্ধ কি করে কর্ল্লে মুসলমানদের সঙ্গে সে কথা বল্লে। দুজনে ছবিঘরে Robinson Crusoe দেখলুম। চমৎকার ছবি।? দৃশ্য।

১১ই এপ্রিল, ১৯৩৩। ২৮শে চৈত্র, ১৩৩৯। মঙ্গলবার

ছুটির পরে বঙ্গশ্রীতে। বৈকালে কাগজ দেখবার পরে বেড়াতে যাচ্চি, নলিনী সরকারের সঙ্গে দেখা। তার সঙ্গে Liberty আপিসে ভূতের গল্প শুনতে গেলুম। ফিরে এসে কৃষ্ণধনের সঙ্গে খানিকটা গল্পগুজবের পর ললিতদের ওখানে টাকার তাগাদাতে গেলুম। রাত্রে মেসে পোলাও ও মাংস হোল—অনেক রাত্রে খাওয়া। বেজায় মেঘ করে পরদিন সকালে ঝড় এল। আমি বসে বসে Good Friday-তে বাড়ি গিয়ে কি করবো তাই ভাবছিলুম। চড়কে অনেককাল পরে বাড়ি যাবো।

১২ই এপ্রিল, ১৯৩৩। ২৯শে চৈত্র, ১৩৩৯। বুধবার

সকালে ছুটির পরে—বাড়ি এলুম। সেখান থেকে জিনিসপত্র কিনে Ripon College Reunionএ গেলুম। সুশীলবাবুর সঙ্গে দেখা। তাঁর সঙ্গে শ্রদ্ধানন্দ পার্কে বস্‌লুম। তারপর বাড়ী।

১৩ই এপ্রিল, ১৯৩৩। ৩০শে চৈত্র, ১৩৩৯। বৃহস্পতিবার

ভোরে উঠে বনগাঁ। বাজার করে আন্‌লুম। বলুর সঙ্গে গল্প। বৈকালে সাংঘাতিক ঝড় বৃষ্টি। রাত্রে শীত পড়ে গেল। এ ধরনের ঝড় অনেকদিন দেখিনি।

১৪ই এপ্রিল, ১৯৩৩। ১লা বৈশাখ, ১৩৪০। শুক্রবার

আজ হালখাতার নিমন্ত্রণ। দুপুরে বলুর ওখানে হালখাতা করে ওর মোটরে বাঁকি করিমালী গেলুম। সেই বাঁকি করিমালী, বাবা যেখানে কথকতা কর্ত্তে গিয়েছিলেন।

সারা দুপুর বর্ষাকালের মত বৃষ্টি হয়েচে। অনেকরাত্রে বাঁকি করিমালী থেকে ফিরলুম। রাত্রে নারাণদার দোকান থেকে খাবার আনলুম।

১৫ই এপ্রিল, ১৯৩৩। ২রা বৈশাখ, ১৩৪০। শনিবার

আজ একটু ধরেচে। ভাবলুম আজ বৃষ্টির জলকাদা শুকিয়ে গেলে কাল বারাকপুর যাবো।বৈকালে খুকীকে নিয়ে পুলের ঘাটে বসলাম। বিকেলে আমার বাসায় পেটমোটা বীরেন, তার দাদা সুরেন, ভোলানাথবাবু অনেকে এসে বসলেন। পুলের ঘাটে সরোজ অনেক আমার সঙ্গে গল্প করলে। রাত্রে আবার বলুর সঙ্গে লরিতে চেপে থিয়েটার দেখতে গেলাম ছ'ঘরেতে। সুরেন উকীলের ছেলে চন্দ্রগুপ্ত সেজেছিল; বেশ করলে। ১২॥০টা রাত্রিতে ফিরলুম।

১৬ই এপ্রিল, ১৯৩৩। ৩রা বৈশাখ, ১৩৪০রবিবার

আজ সকালে ঘন মেঘাচ্ছন্ন চারিদিক। খুব বৃষ্টি আরম্ভ হোল। জাহ্নবী মাদুর শুকিয়ে দিতে যাচ্ছিল ফুটবল খেলার মাঠে। আমি বারণ করলুম—বললুম এখুনি বৃষ্টি আসবে। এলও তাই। একেবারে শ্রাবণ মাস। দুই সাহেবের সঙ্গে আলাপ হোল। একজন পেরুর কন্সল্ আর একজন Symons, একজন Naval officer, ওরা ডাকবাংলাতে খেতে বসেছিল। রাত্রে আমি ও বলু গল্প করে খুব খেলাম।

১৭ই এপ্রিল, ১৯৩৩। ৪ঠা বৈশাখ, ১৩৪০সোমবার

আজ Symons-এর সঙ্গে তারই গাড়িতে গেলুম বেনাপোলে সাফ্‌দার মিয়ার পুকুরে। ঝাঁ ঝাঁ দুপুর। পাকা রাস্তা থেকে একটু হেঁটে ওদের বাড়ি। সাহেবের সঙ্গে অনেক কথা হোল। বল্লে Gentlemen like you have a great responsibility Mr. Benerji. দুজনে মাছ ধর্ত্তে বসা গেল। কি ভয়ানক রোদ! গোপাল চার ফেলে দিলে। সারাদিন ডাবের জল খাওয়া গেল। সাহেব আধসেরটাক এক মাছ ধর্ল্লে। তারপর আমরা মোটরে ফিরে এলুম। আমার বাসার কাছে আমি নেমে গেলুম। সন্ধ্যার সময় পায়েস নিয়ে ওদের ডাকবাংলাতে গেলুম। Symons ব্যায়াম করচে। খুব গল্পগুজব খাওয়া দাওয়া হোল। পায়েসের ওপর সাহেব কুঁতফলের (?) ঢেলে সব স্বাদ নষ্ট করলে। অন্য সাহেবটা তেজপাতা চেটে খেতে লাগল। সেটা বেশ সরল। প্রকৃত ভক্ত।

১৮ই এপ্রিল, ১৯৩৩। ৫ই বৈশাখ, ১৩৪০। মঙ্গলবার

সকালে সাহেবেরা কলকাতায় গেল। আমিও একটু ছানা খেয়ে বরিশাল এক্সপ্রেসে কলকাতা এলুম। স্কুলে সকালে ছুটি হোল। বঙ্গশ্রীতে গেলুম। সজনী দাস নেই। হেঁটে জেলেপাড়া দিয়ে বাসায় এলুম। সন্ধ্যার সময় প্রভাত সান্ন্যাল এসে পরীক্ষার কাগজের গল্প করলে। একটু তামাক কিনে আনলুম। কোথাও বেরুলুম না। "The Engineer'বলে ভূতের গল্পটা রাত্রে বসে পড়া গেল। চাংড়িপোতার নৃপেন এসে বল্লে রবিবারে ওদের কি একটা মিটিং-এ সভাপতিত্ব কর্ত্তে হবে।

১৯শে এপ্রিল, ১৯৩৩। ৬ই বৈশাখ, ১৩৪০। বুধবার

সকালে স্কুল। বিকালে Imperial Library গেলুম। সেখান থেকে বেরিয়ে গড়ের মাঠ ও ফোর্টের ধারটা বেড়িয়ে থিয়েটার রোড ধরে পার্ক সার্কাসে সিরাজুলের বাড়ি গেলুম। সেখানে গোলাম মোস্তাফা তার মেয়েকে নিয়ে বেড়াতে এসেচে। বাড়ি এসে দেখি উরু এলাহাবাদ থেকে এসেচে। তার সঙ্গে এলাহাবাদের গল্প হোল। তার কৃষ্ণধন দে ও পরিমলবাবু এলেন। পরিমলবাবু খাওয়াতে নিয়ে গেল ওদের বাসায়।

২০শে এপ্রিল, ১৯৩৩। ৭ই বৈশাখ, ১৩৪০। বৃহস্পতিবার

Imperial Libraryতে গিয়ে রিপনের পুরাতন সহপাঠী মতিলালের সঙ্গে আলাপ হোল। বঙ্গশ্রী আপিসের সুশীল দে এলেন। আমি ইবন্ বাটুটা সম্বন্ধে কথা বললুম। সুনীতিবাবুও এলেন। ওখান থেকে দুজনে বেরিয়ে গেলুম আর্ট Exhibition-এ। হেঁটে বাড়ী এলুম। রাতে হরিনাভির শৈলেন ও পানিতরের মণীন্দ্রবাবুর ভাই এসে সেকালে [র] গল্প করলেন।

২১শে এপ্রিল, ১৯৩৩। ৮ই বৈশাখ, ১৩৪০। শুক্রবার

দুপুরে কাগজ দেখলুম। বৈকালে Imperial Libraryতে মতিলালের সঙ্গে গল্পগুজব হোল। বেরিয়ে তারক দাসদের দোকানে খেয়ে বঙ্গশ্রীতে। খুব মেঘ হয়েচে। সেখান থেকে মেসে এসে গেলুম Radio Station-এ। মানময়ী গার্লস স্কুল হোল। আমি ও প্রমথ রায় হেঁটে লালদিঘীদিয়ে বাড়ী ফিরি।

২২শে এপ্রিল, ১৯৩৩। ৯ই বৈশাখ, ১৩৪০। শনিবার

দুপুরে প্রবাসী office-এ গেলুম [।] সেখান থেকে পশুপতিবাবুর বাটী গেলাম বাগবাজারে। সেখান থেকে গেলুম সন্ধ্যায় বেলুড়ে। খুব চাঁপাফুল ফুটেচে। রাত ১টা পর্য্যন্ত গল্প।

২৩শে এপ্রিল, ১৯৩৩। ১০ই বৈশাখ, ১৩৪০রবিবার

সকালে এলুম আমি ও নীরদবাবু। খুব বৃষ্টি। কানাই এল, অমিয় এল, হরিনাভির ছেলেরা এল। কিন্তু হরিনাভি যাওয়া হোল না বৃষ্টির জন্যে। সন্তোষবাবু এল। বিভূতিদের বাড়ি গেলুম [।] অনেকদিন পরে। ওদের বাড়ী উৎসব দেখা গেল। ডাঃ শ্রীকুমার ব্যানার্জ্জির সঙ্গে পরিচয় হোল।

২৪শে এপ্রিল, ১৯৩৩। ১১ই বৈশাখ, ১৩৪০। সোমবার

সকালে স্কুলে গেলুম। রাম বল্লে, ও দেবব্রতের পত্র এনে দেবে। সে নাকি বলেচে বিভূতিবাবু চলে যান মৌলবীর সঙ্গে, কথা বলেন না। সন্তোষবাবু রোজ সঙ্গে আসে।

দুপুরে কাগজ দেখি। দুপুরে আজ খুব ঘুমিয়েচি। উঠে দেখি একেবারে ৪॥০টা। ৬খানা কাগজ দেখে ট্রামে গেলুম বঙ্গশ্রীতে। সুশীলদা অমরু শতকের কবিতা পড়লেন। সুনীতিবাবুও এলেন।

২৫শে এপ্রিল, ১৯৩৩। ১২ই বৈশাখ, ১৩৪০। মঙ্গলবার

আজও দেবুর পত্র আনতে পারিনি [পারেনি]। সুপ্রভার পত্রখানারও উত্তর দেওয়া হয়নি। দুপুরে কাগজ দেখে Imperial Library গেলুম। বেলা তখন ৫॥০টা। ভাবলুম দেবু ঐ মনুমেন্টের সাম্‌নের মাঠে ফুটবল খেচে। গেলেই দেখা হবে।? সম্বন্ধে পড়ছি। বড় সুন্দর কথা।

বঙ্গশ্রী এলুম। নৃপেন বল্লে, বাগবাজারে একটা লাইব্রেরীতে যেতে হবে তার anniversaryতে। কৃষ্ণধনবাবুর সঙ্গে বেরিয়ে ট্রামে খিদিরপুর দিয়ে রাত ৮॥০টার সময় ঠাণ্ডা বাতাসে গেলুম কালিদাস রায়ের বাড়ি ও দক্ষিণাবাবুর বাড়ি। দক্ষিণাবাবুর ছেলে কত বড় হয়েচে।

অনেক রাত্রে ফিরি।

২৬শে এপ্রিল, ১৯৩৩। ১৩ই বৈশাখ, ১৩৪০। বুধবার

দুপুরটা বেশ কাটে। ঝম্ ঝম্। গরম এবার তত নয়। আমি বসে বসে কাগজ দেখি রোদ আর নির্জন ঘরে কত কথা ভাবি। দেবুর কথা বড় মনে হয়। মন কেমন করে। আজ কাগজ শেষ হোল। কাল সকালে নিয়ে যাবো দীনেশ সেনের বাড়ি। আজ সকালে মোটরে সেই সোমনাথবাবুর সঙ্গে অনেককাল পরে দেখা। Universityর কাগজ শেষ করে আজ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললুম।

২০শে মার্চ কাগজ এনেছিলুম আর, আজ ২৬শে এপ্রিল কাগজ দিয়ে দিচ্চি।

একটু পরে করুণা এল দলবল নিয়ে—তাদের সঙ্গে গল্প কর্তে সন্ধ্যা হয়ে গেল। রাত ৮টায় বার হলুম।

২৭শে এপ্রিল, ১৯৩৩।১৪ই বৈশাখ, ১৩৪০বৃহস্পতিবার

সকালে উঠে স্কুলে গেলুম। সেখান থেকে দীনেশবাবুর বাড়ি বেহালায় কাগজ দিতে। বেহালা থেকে দুপুর রোদে হেঁটে এলুম চৌরঙ্গীর মোড়ে—এ্যাসপ্ল্যানেডে। দুপুর রোদে হাঁটতে ভারী সুন্দর লাগছিল। ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী ঢুকে একটু মতিলালের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কইলুম। তারপর বাসায় এসে স্নানাহার করে একটু ঘুমানো গেল। তারপর বঙ্গশ্রী আপিস—সেখান থেকে জ্ঞানবাবুর গাড়িতে বাগবাজার চন্দ্রনাথ পরিষদের সভায়। রাত ৯টার পরে সেখানেখাওয়া দাওয়া সেরে ট্রামে গেলুম একটা film দেখতে Madan Theatre-এ। অনেক রাত্রে শুলুম।

২৮শে এপ্রিল, ১৯৩৩। ১৫ই বৈশাখ, ১৩৪০। শুক্রবার

আজ ঝঞ্ঝাট নেই। কাগজ, বঙ্গশ্রীর লেখা সব শেষ হয়ে গেছে। দুপুরে একটু ঘুমিয়ে Imperial Libraryতে গেলুম। সেখান থেকে দীনেশ দাসের সভায়। একটা Artists Club গড়বার জন্যে সভা আহুত। [আহূত] হয়েচে। আমায় করলে সভাপতি। মণীন্দ্রবাবুর সঙ্গেও দেখা হোল। ওখান থেকে হেঁটে রমেশবাবুর ডাক্তারখানায় গেলুম অবনী রায়কে খুঁজতে কারণ কাল তাকে সভাপতিত্ব করতে হবে বাণীসঙ্ঘর বাৎসরিক উৎসবে। বাড়িতে দেখলুম [—] নেই কোথাও।

ফিরে চলে এলুম। অনেকদিন পরে ভাগলপুরে Wide World-এর সেই 'Father of all rattle snakes' গল্পটা পড়লাম।

২৯শে এপ্রিল, ১৯৩৩। ১৬ই বৈশাখ, ১৩৪০শনিবার

সকালে স্কুল সেরে সন্তোষবাবুর সঙ্গে এলুম। দুপুরে নভেলটা লিখলুম খানিক। বিকেলে বেলুড়। খুব চাঁপা ফুল ফুটেচে। প্রমোদবাবু ৬টার গাড়ীতে এলেন। তারপর চা ও পরোটা খেলুম। ২০॥ টা পর্য্যন্ত আড্ডা। তারপর ঘুম।

৩০শে এপ্রিল, ১৯৩৩। ১৭ই বৈশাখ, ১৩৪০। রবিবার

ভোরে উঠে সাতটার ট্রেনে কলিকাতা। অবনী ও নিরঞ্জন সাহা এলেন। দুপুরে অমিয় এসে আমাদের নিয়ে গেল শ্রীরামপুরে। লীলাদিদি খুব খাওয়ালেন। বেশ লোক। খুকীর ছেলে এসে আমায় ডাক্‌লে—খুকী পাঠিয়ে দিয়েচে। ওদের বাড়ী গেলুম—চা খেলুম। খুকী বল্লে আমি কিছু বলচিনে কিন্তু। দোর পর্য্যন্ত এগিয়ে দিয়ে গেল। আহা বড় চমৎকার মেয়ে। খুব ঝড়-বৃষ্টি হয়ে গেল।

১লা মে, ১৯৩৩।১৮ই বৈশাখ, ১৩৪০।সোমবার

সকালে স্কুলে যেতে দেবব্রতরা যাচ্চে দেখলুম। কথা হোল না। দুপুরে খুব ঘুম দিলুম—তারপর উঠে কিশোর কাকার কাছে যাবো—পথে ট্রামে সাতু কাকার সঙ্গে দেখা। কিশোর কাকার ওখানে গিয়ে শুনি যদু মারা গিয়েচে দশ

দিন হোল মেও হাসপাতালে। Poor girl! তারপর স্কুলে এলুম হেঁটে—পথে P. C. Sircar-এর দোকানে একবার গেলাম। স্কুলে থেকে টাকা নিয়ে বঙ্গশ্রী। সেখানে গিয়ে শুনি রবীন্দ্রনাথ আমার সন্ধান করচেন—পশুপতিবাবু আমার মেসে মোটর নিয়ে এসেছিলেন—রবীন্দ্রনাথ নতুন নাটক পড়বেন—বলেচেন বিভূতিকে আনা চাই। সুনীতিবাবু ও সুশীলবাবু এলেন। সুনীতিবাবু কচুরী আনালেন—খুব খাওয়া হোল। ট্রামে আমি ও কৃষ্ণধন ফিরবার সময় ডাঃ জ্ঞান মুখার্জ্জির সঙ্গে দেখা অনেক কাল পরে। ওর বাসায় যেতে বল্লেন—৪নং ফেডারেশন স্ট্রীট—ব্রাহ্ম বালিকা স্কুলের পাশে।

২রা মে, ১৯৩৩। ১৯শে বৈশাখ, ১৩৪০মঙ্গলবার।

আজ কে বলছিল দেবব্রত নাকি রোজ দাঁড়িয়ে থাকে আমার জন্যে ওদের দোরে। স্কুল থেকে এসে ঘুম দিলুম [—] তারপর প্রবাসী। সেখান থেকে বঙ্গশ্রী। এই আসচি।

সন্ধ্যায় ঝড়বৃষ্টি।

৩রা মে, ১৯৩৩। ২০শে বৈশাখ, ১৩৪০। বুধবার

স্কুল থেকে বাসা। সেখান থেকে Imperial Libraryতে Nabil's Narrative পড়লুম। সেখান থেকে বঙ্গশ্রীতে সুশীলদের সঙ্গে আড্ডা হোল। অমূল্যবাবুকে হাত দেখালুম। তারপর ওখান থেকে গেলাম উদয়নে। শৈলজা সেখানে বসে টাকা নিয়ে ঝগড়া করচে। আমার সঙ্গে অনেক দূর এল। আমি পার্ক সার্কাসে সিরাজুলদের বাসায় গেলুম টাকা আন্‌তে। মহরমের procession-এ ট্রাম বন্ধ [।] অনেক রাত্রে ফিরি।

রাত্রে আজকাল বাইরে শুয়ে চমৎকার মনে হয়। নক্ষত্র, উদার আকাশ, ঝিরঝিরে হাওয়া।

৪ঠা মে, ১৯৩৩। ২১শে বৈশাখ, ১৩৪০। বৃহস্পতিবার

ক্লাসে আজ বিমলেন্দু মার খেলে। অজিত একটা প্রবন্ধ বেশ লিখেছিল।দুপুরে Imperial Library থেকে বেলা পড়লে কার্জন পার্কে গিয়ে বসলুম। তারপর বঙ্গশ্রী হয়ে বাসা।

আজ মনে অপূর্ব্ব আনন্দ পাচ্ছি আবার। এত আনন্দ রাখবার জায়গা নেই। কত অপূর্ব্ব জিনিস দিয়ে এই জীবন গাঁথা। আজমাবাদের সেই কাছারীর বটগাছ, এমন বিকেলে সেই ধূ ধূ মাঠ, সেই আমাদের শৈশবের ভিটে, নতুন কালবৈশাখী বৃষ্টির ভিজে মাটির গন্ধ, বেলপাহাড়ের জ্যোৎস্নাভরা মাঠ বন পাহাড়শ্রেণী, গৌরী, সুপ্রভা, অন্নপূর্ণা, খিনু, দেবু কাদের কথা বাদ দেবো?

সব নিয়ে এই যে জীবন—এ একটা বিরাট রহস্যময় Epic—

৫ই মে, ১৯৩৩। ২২শে বৈশাখ, ১৩৪০। শুক্রবার

দুপুরে লিখলুম—মৃণাল সর্ব্বাধিকারী এল দুপুরে। Pad দিয়ে গেল। বিকেলে খুব মেঘ করে এল—কালো মেঘ, ঝড় উঠলো। বেলা তখন তিনটে। ঘুম থেকে উঠে হেঁটে বঙ্গশ্রী। সেখানে সুনীতিবাবু, সুশীলবাবু সবাই উপস্থিত। আমার হাত দেখিয়ে সুনীতিবাবু বল্লেন—বলুন তো এর বিয়ে হবে কিনা? তাই নিয়ে খুব মজা হোল। তারপর সজনী ও অজিতের সঙ্গে মোটরে হ্যারিসন রোডের মোড়ে—সেখান থেকে বেলুড়। প্রমোদবাবু এলেন। পিঠে ও ফলমূল খাওয়া হোল।রাত ২॥০পর্য্যন্ত গল্প—সন্ধ্যায় খুব ঝড়বৃষ্টি। শীত পড়ে গেল।

৬ই মে, ১৯৩৩। ২৩শে বৈশাখ, ১৩৪০। শনিবার

ভোরে উঠে গল্পগুজব। স্নান করে খেয়ে নিয়ে কোথায় যাওয়া যায় ভাবতে ভাবতে ঠিক হোল কেওটা যাবো। দুপুরের ট্রেনে চুঁচুড়া—প্রমোদবাবুর বাসায় গিয়ে সবাই উঠলাম College-এর সাম্‌নে। কৃষ্ণচূড়া ফুল ফুটেচে। কেওটা যাওয়া হোল না—সন্ধ্যে হয়ে গেল। খুব জোৎস্না–গঙ্গার ঘাটে মাদুর পেতে বসে আড্ডা। খেয়ে আবার মাঠের সামনে আড্ডা। শেষ রাত্রের গাড়ীতে কল্‌কাতায় রওনা হলুম।

৭ই মে, ১৯৩৩। ২৪শে বৈশাখ, ১৩৪০। রবিবার

ভোর ৬টায় মেসে এসে স্নান করে ঘুম দিয়ে উঠলাম। দেখি বেলা ১২টা। তারপর খুব গরম দুপুরে বসি? লিখ্‌চি। দুপুরে ঝড় ও বৃষ্টি। এবার আবহাওয়ার অবস্থা বড় গোলমেলে— বৈশাখ মাসে তেমন গরম একদিনও পড়ল না—বরং রোজ রাত্রে শীত করে—এমন ঠাণ্ডা। বিকেলে বেজায় বৃষ্টি। কৃষ্ণবাবুর সঙ্গে অখিল মিস্ত্রী লেনে রমাপ্রসাদের বাড়িটাতে গেলুম [।] Theosophical Hall-এ খানিকটা কাটালুম। Institute-এ গেলুম[,]কিন্তু সেটা বন্ধ। সুরেশ মালিকে (?) এক গ্লাস জল দিতে বল্লুম। হলএ বসে বসে মনে হোল এই ঘোর বর্ষার সন্ধ্যায় ইছামতীর ধারের চরে কে যেন ঘাস কাটচে নৌকা লাগিয়ে। কি শান্ত ছবিটা!

রাত্রে একজন তরুণ আর্টিস্ট এল। তাকে ভারী ভাল লাগে। ছেলেমানুষ—কত গর্ব করে গেল। Sacrificeও করেচে—তাও বল্লে।

৮ই মে, ১৯৩৩। ২৫শে বৈশাখ, ১৩৪০। সোমবার

দুপুরে খুব বৃষ্টি। আশিসবাবু এল দুপুরে। তারপর ঘুমিয়ে উঠে বঙ্গশ্রী। সুনীতিবাবু এসে খুব আলোচনা

কর্ল্লেন। সবাই মিলে Nankig Restaurant-এ যাওয়া গেল। খুব খেলুম। এইমাত্র ফিরেচি। বেজায় ঠাণ্ডা।

প্রেমেন ও আমি গোলদিঘীর মোড়ে মোটর থেকে নামলুম।

৯ই মে, ১৯৩৩। ২৬শে বৈশাখ, ১৩৪০মঙ্গলবার

সকালে ঝুপঝাপ্ বৃষ্টি। বেজায় ঠাণ্ডা পড়ল। ঘুমিয়ে পড়ে উঠতে হয়ে গেল দেরী। জসিমউদ্দীন এল ওর সেই লভলিরিকের খাতা বলে গল্পটা নিতে[—]সঙ্গে অবনীন্দ্র ঠাকুরের ছোট ছেলে। স্কুলে যেতে হয়ে গেল দেরী—আজ মহাত্মা উপবাস আরম্ভ করেচেন—মোড়েমোড়ে খুব কাগজ বিক্রী হচ্ছে। স্কুল থেকে বাড়ী আসবার সময়ে পথে খেয়েই ফিরলুম।

আজ ভেবে দেখলুম নতুন জায়গায় যাওয়ার আনন্দের চেয়ে পুরাতন পরিচিত জায়গায় অনেকদিন পরে ফিরে যাওয়ার আনন্দ ঢের বেশি। তাই ইসমাইলপুর থেকে একদিন কল্‌কাতা ও বারাকপুরে যাবার আনন্দ এত বেশি ছিল। আজ আবার ইসমাইলপুরে ফিরে যেতে সেই আনন্দই পাবো।

বিকালে বঙ্গশ্রী। সুশীলবাবু, অমূল্যবাবু ইত্যাদি—হাত দেখাদেখি। সতু সেন শচীন রায়ের 'মহানিশা' দেখতে যাবার নিমন্ত্রণ কর্ল্লে।

আমি ও কৃষ্ণধন ট্রামে ফিরি।

১০ই মে, ১৯৩৩। ২৭শে বৈশাখ, ১৩৪০। বুধবার

আজ খুব ঘোরাঘুরি। সকালে দেখলুম দেবব্রত স্কুলে যাচ্ছে।

স্কুল থেকে এসে বঙ্গশ্রীর লেখা লিখি। একটু ঘুমিয়ে উঠে সোজা কয়লাঘাটে E. B. আপিসে প্রভাতবাবুর কাছে লেখা নিয়ে। সেখান থেকে B.N.R.এর আপিস হয়ে Imperial Libraryতে। বই নিয়ে ওখান থেকে বঙ্গশ্রী। সুনীতিবাবু এলেন। আমি ও কৃষ্ণবাবু বেরিয়ে গোল পুকুরে বসে আলুকাব্‌লি খেয়ে ট্রাম ধরে নীরদ-এর সঙ্গে। পথে ধরণীর সঙ্গে দেখা অনেক কাল পরে। তারপর নীরদের ওখান থেকে আসচি [—] পথে প্রবোধ সান্ন্যালের সঙ্গে দেখা। নীরদ বল্লে কেদারবাবু বলেচেন বিভূতিবাবুর উপন্যাস পেলে আর কারুর চাই নে। তারপর ললিতের কাছে টাকার তাগাদা করে এই বাড়ি আস্‌চি। রাত ৯টা।

১১ই মে, ১৯৩৩। ২৮শে বৈশাখ, ১৩৪০। বৃহস্পতিবার

দুপুরে বঙ্গশ্রীর জন্যে লেখা লিখে একটু ঘুমুলাম। তারপর ট্রামে স্কুলে মাইনে নিতে বসেই আছি। কেউ আসে না—তারপর এল সন্তোষবাবু। তারপর এল ঘোর ঝড়বৃষ্টি। ওখান থেকে ৩॥০টার সময় বেরিয়ে ভবানীপুরে মনীশ গুপ্তের বাড়িতে। গল্পগুজবের পর চা ও খাবার খেলুম। তারপর তার সঙ্গে কৃষ্ণকালী লেনের আমাদের সেই পুরোনো মাসীমার বাড়ির উদ্দেশ্যে গেলুম। কোনো চিহ্নও নেই। 'যদুনাথ?' দেখলুম খ্যাঁদাদের। তারপর বঙ্গশ্রীতে আড্ডা দিয়ে এই বাড়ি আস্‌চি। আবার? বাড়ি ঘুরে এলুম।

১২ই মে, ১৯৩৩। ২৯শে বৈশাখ, ১৩৪০শুক্রবার

সকালে দেবব্রতকে দেখলুম স্কুলে যাচ্ছে। আমি স্কুল থেকে এসে আজ আর বেরোইনি। ননী এল দুপুরে। তার সঙ্গে গল্পগুজব কল্লুম। সন্ধ্যায় নিতাই এল গাড়ি নিয়ে—পাথুরেঘাটায় সভা হোল। ননীও গেল। রাত দশটায় ওদের গাড়িতেই আবার ফিরি।

আজ চাঁদ উঠেচে ভাঙা মেঘের মধ্যে দিয়ে [—] বাইরে সজল বাদলের (?) ঠাণ্ডা হাওয়া বেশ লাগল আজ। বাইরে গভীর রাতে বসে কত কথাই ভাবি। কত কথাই মনে উঠল।

আজ মনে আনন্দও খুব—কারণ কাল স্কুল বন্ধ হচ্চে।

১৩ই মে, ১৯৩৩। ৩০শে বৈশাখ, ১৩৪০। শনিবার

সকালে দেবব্রতদের দেখতে পেলুম। স্কুলে ছেলেরা খাওয়ালে। তারপর দুপুরে আশিস্ ও কৃষ্ণধন এল। তারপর গেলুম প্রবাসীতে টাকার জন্যে। ওখান থেকে ফিরে মৌচাকের গল্পের টাকার জন্যে। তারপর একটু বাসায় বসেই আবার ট্রামে বঙ্গশ্রী। সেখানে?—আমি ও সুশীলবাবু চিঠি দেখিয়ে গল্পগুজব করা গেল। ওখান থেকে সবাই মিলে বাসে থিয়েটার দেখতে। আমি আবার ঠিক সময়ে নাম্‌তে পারলুম না তাই নিয়ে ওরা হাসাহাসি করলে। শৈলজার সংবর্ধনার দিন ছিল—সেও এল। আড্ডা (?) শেষ হওয়াতে ওরা সবাই বেরিয়ে গেল। সজনীও। রাম অধিকারী এসে বল্লে প্রমথ চৌধুরী শৈলজা সংবর্ধনা সভায় আমার বই-এর কথা উল্লেখ করেচেন ও অনেক কথা বলেচেন। তারপর রাম অধিকারী সরবত খাওয়ালে। আবার থিয়েটারে বসে রিজিয়া দেখলুম। শেষ দেখেছিলুম বনগাঁয়ে। অনেক রাত্রে বাড়ি ফিরি।

জ্যোৎস্নায় বাইরে শুলুম।

১৪ই মে, ১৯৩৩। ৩১শে বৈশাখ, ১৩৪০। রবিবার

সকালে উঠে বেলঘরেতে গেলুম মেজমামার কাপড়চোপড় কিনে নিয়ে। বেলা ১২টার গাড়িতে ফিরে সিগারেট্ ও তামাক কিনে বরিশাল এক্সপ্রেসে দেশে এলুম। পথে ভয়ানক মেঘ—খুব ঠাণ্ডা হাওয়া—চোখে কয়লা পড়ে বড় কষ্ট পেলুম।

বনগাঁয়ে নেমে বলুর ডাক্তারখানায় কয়লার গুঁড়ো বার করে নিয়ে গল্পগুজব কর্ত্তে রাত অনেক হয়ে গেল। আমি ও টরু নদীর ধারে গিয়ে বসলুম।

১৫ই মে, ১৯৩৩। ১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪০সোমবার।

আজ সকালে মোটরে চাল্‌কী গেলুম শশীবাবুর বাড়িতে। ফিরে এসে স্কুলে গেলুম। Cleopetra [Cleopatra] বইখানা কতকাল পরে নিয়ে এলুম। বৈকালে বীরেশ্বরবাবুর বাসায় কতক্ষণ Spiritualism আলোচনা করা গেল। হাট (?) করি।

১৬ই মে, ১৯৩৩। ২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪০। মঙ্গলবার

সকালে উঠে বলুর ওখানে গল্পগুজব করা গেল। তারপরে দুপুরে ঘুমিয়ে উঠে বারাকপুরে গেলুম। আজ দিনটা বেশ সুন্দর। কুঠীর মাঠে বেড়াতে গেলুম—অপূর্ব্ব শোভা—গাঙের ওপারে কালবৈশাখীর মেঘ উঠ্‌চে—ঘন, নীলকৃষ্ণ মেঘসজ্জা—সে কি অপূর্ব্ব দেখতে যে হয়েচে! নদীর ধারের সেই সোঁদালিফুল দোলানো মাঠটাতে গেলুম। হঠাৎ ঝড় উঠল—সেখান থেকে দৌড় দিয়ে সইমাদের বাড়ি এসে হাজির। খুকুর সঙ্গে কাঠের ক্রুসের গল্পটা বল্লুম। তারপর এল ঝড়বৃষ্টি।

রাত ৮টার সময় ঝড়বৃষ্টি থামলো—নক্ষত্র উঠল। শিবুদের সঙ্গে যাত্রা শুনতে গেলাম। করুণা আমি একসঙ্গে বসে রাত তিনটে পর্য্যন্ত 'কুশধ্বজ' অভিনয় দেখলাম। তারপর আমরা বোর্ডিং-এ গিয়ে শুলাম। পায়ে নতুন জুতোর ব্যথা বড় ভয়ানক। শেষরাত্রে সাজঘরের সামনে এসে দাঁড়ালুম। যে লোকটা বশিষ্ঠ সেজেছিল, সে ভাল অভিনেতা—কিন্তু সাজ খুললেই তার চেহারা ও মুখের বুলি অন্যরকম হয়ে গেল।

১৭ই মে, ১৯৩৩। ৩রা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪০। বুধবার

সকালে উঠে বোর্ডিং-এ হাতমুখ ধুয়ে হেডমাস্টারের আপিসে একটু গল্পগুজব করে বাজারে এলুম। হরিবোলের দোকানে চা খেয়ে হাজারী সিং-এর সঙ্গে অনেক পুরানো কথা বলা গেল। নন্দ সেকরা এসে ওর ছেলের কথা বল্লে। তারপর হেঁটে ছায়াভরা পথে বনগ্রাম এলুম। জলযোগ করে স্নান সেরে এলুম। দুপুরে একটু ঘুমুনো গেল। দুপুরের পর ভয়ানক বৃষ্টি। দালানে বসে মেঘাচ্ছন্ন আকাশের বৃষ্টি বড় উপভোগ্য হোল। তারপর অনেক রাত পর্য্যন্ত বলুর ওখানে গল্প-গুজব করে রাত ১০টায় বাড়ি ফিরি।

১৮ই মে, ১৯৩৩৪ঠা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪০। বৃহস্পতিবার

আজ বনগাঁ স্কুলের ছুটির দিন। ১৯১৩ সালের পরে আজ ২০ বৎসর পরে ছুটির দিনটা স্কুলে গেলুম। ছেলেরা গলায় মালা পরিয়ে দিলে। বাজারে গেলুম। দিনটা ঠাণ্ডা।

বিকেলে একটু bored বলুর ওখানে বসে সেই গল্প। এর চেয়ে বারাকপুর ভালো। সেখানে ennui নেই। বিকেলটা ও রাতটা কাটে খুব ভালো। রাত্রে ওপারে দেবেন ও জিতেনের বাসায় গেলুম। রাত্রে প্রফুল্ল এসে গল্প করলে। গোপালনগরে আজ যাত্রা হবে না।

রাত্রে গরম খুব।

পরে এই অংশটা লিখচি :— (ছুটি ফুরোবার দিন)

বনগাঁয়ে থাকবার সময় এই boredom আমি ছুটিতে এখানে থাকতে শেষের দিকে বড় বেশি অনুভব করেচি। বারাকপুরে একদণ্ড মন নিস্তেজ বা নিরানন্দ থাকে না, সব সময় যেন কিসের একটা মোহে মন ডুবে থাকে—কিন্তু বনগাঁয়ে মন অবসাদগ্রস্থ (অবসাদগ্রস্ত) ও নিষ্প্রভহয়ে প্রতিদিনের প্রতিমুহূর্তগুলো বিষময় করে তোলে। ছুটির প্রথমদিকে অনুভব করেছিলাম ছুটির শেষের দিকে তা ভাল করেই বুঝেছিলাম। যারা পরামর্শ দিচ্চে বনগাঁয়ে বাড়ি কর্ত্তে তারা একথা বুঝবে না।

১৯শে মে, ১৯৩৩। ৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪০। শুক্রবার

সকালে উঠে বন্ধু নাকি খুব মদ খেয়েচে। ওর ডাক্তারখানায় মহেন্দ্র এল, তার সঙ্গে এলুম ওর দেশে যাবো। বাজার করে পড়াশুনা করি। বিকেলে এ. [বাক্যটি অসমাপ্ত।]

২০শে মে, ১৯৩৩। ৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪০। শনিবার

এদিন Mr. Mognaschi আবার এসেচে। বিকেলে দেখা কর্ত্তে গেলুম। রাত্রে গল্প গুজব হোল। সঙ্গে ইটালিয়ান কনসাল ও তার স্ত্রী। বিকেলে টরু ও আমি খয়রামারি বেড়াতে গেলুম।আমি ও টরু? পৈঠায় বসে অনেকরাত পর্যন্ত গল্প-গুজব করি।

২১শে মে, ১৯৩৩। ৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪০। রবিবার

সকালে উঠে আমি ও ইটালিয়ান কন্‌সাল ও তার স্ত্রী এলাম বারাকপুরে। গিরিনদাদার বাড়িতে ফটো নেওয়া হোল। রাস্তায় কাদায় মোটর গেল আটকে। চড়কতলা আমবাগানে কালো প্রভৃতি আম পাড়চে। ওখান থেকে তাকে নিয়ে গোঁসাইবাড়িতে গেলুম। যেসব স্থানে ছেলেবেলাতেও কখনো যাইনি—যেমন গোঁসাইপুকুরের পাড়ে বসলুম। তারপর তাদের নিয়ে বনগাঁয়ে ফিরি বাদা বোষ্টমদের বাড়ির পথে। তারপর আমি সাহেবদের সঙ্গে Lunch খেলুম। বিকেলে বন্ধুদের সঙ্গে বসে গল্প।

২২শে, মে, ১৯৩৩। ৮ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪০। সোমবার

সকালে উঠে বলুর মোটরের অপেক্ষায় থাকি। পরে গরুর গাড়ি করে বারাকপুরে। বড় সর্দি হয়েচে। স্নান করে এসে বকুলতলায় বসলুম। থাকবার কষ্ট এবার বড় বেশি। বৈকালে খুব ঝড়বৃষ্টি। আমি কুড়ুতে গেলুম সলতেখাগী তলায় ও বড় চারাতলায়, একটা পাওয়া গেল। তারপর রাত্রে ন'দিদের দালানে শোয়া গেল।

রাত্রে আমি ও কালো, যাত্রা শোনবার জন্যে কাদা ঠেলে গোপালনগর যাচ্চি—মালপাড়া থেকে ফিরে আসি। পাঁচুকাকা, ফণিকাকা, মনো ওরা সব ফিরচে। বল্লে এ বৃষ্টিতেকখনো যাত্রা হয়?

২৩শে মে, ১৯৩৩। ৯ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪০।মঙ্গলবার

সকালে উঠে গিরিনদাদার বাড়ি এসে গল্প করি। তারপর ওপাড়ার ঘাটে স্নান সেরে বকুলতলায় বসি। ছেলেমেয়েরা মালা গাঁথচে।...তবে আজ বড় মেঘ—একটু ঠাণ্ডা। একটু পরে খেয়ে ঘুমিয়ে উঠে আমরা সব তৈরি হচ্চি গোপালনগরে যাত্রা শুনতে যাবার জন্যে। সকালে সার্থকদা ডাকতে পাঠিয়েছিল। গিয়ে চা খেয়ে এলুম। বৈকালে [বৈকাল] আজ সুন্দর—যাত্রা শুন্‌তে গেলুম।

২৪শে মে, ১৯৩৩। ১০ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪০।বুধবার

আজ সকালে পাঠশালায় প্রথম (?) স্কুল করি। সবাই এল। সকালে খুব ঝড়বৃষ্টি এল। তারপর বিকেলে আমি ও টরু কাঁচিকাটার পুলে বেড়াতে গেলুম। অনেককাল পরে ঐ পথের সবুজ সৌন্দর্য্য আবার চোখে পড়ল। অনেক পরিবর্তন হয়েছে যদিও। অশ্বিনীর সঙ্গে দেখা হোল। গঙ্গাচরণ দোকান করেচে—তার দোকানে আবার কচা করেচে ডাক্তারখানা। সেখানে একজন মুসলমান লোক বসেছিল—বাড়ি নোয়াখালি জেলা। লোকটা ভাল। ওদের সঙ্গে অনেক গল্পগুজব হোল। কথা হোল আমি ওদের রিহার্সেল দেখতে আসবো শনিবার। আমি ও গঙ্গাচরণ রাত্রে আলো ধরে ফিরি।

২৫শে মে, ১৯৩৩। ১১ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪০। বৃহস্পতিবার।

সকালে পাঠশালা। তারপর স্কুল সেরে বকুলতলায় বসে? Journal পড়ছিলুম। খুকু অনেকক্ষণ ছিল। তারপর গঙ্গাহরি এল। দুপুরের পর করুণা এল। তারপর আমরা গেলুমবাঁশবাগানের পেছনে আমতলায়। একটা অদ্ভুত ভাব মনে এল। এখানেই এটা আসে—এই বারাকপুর ছাড়া আর কোথাও নয়—একটা রহস্যের ভাব। বৃন্দাবনের ছেলের সঙ্গে দেখা হোল হাটে। ফিরে খুকুর সঙ্গে বসে বসে রোয়াকে গল্প করি। অনেক রাত্রে আমি ও কালো আম কুড়তে গেলুম লণ্ঠন নিয়ে। শাঁখারী পুকুরের ধার প্রভৃতি যে সব স্থানে জীবনে কখনোযাইনি সে সব স্থানও আজ গেলুম। কেমন করে ছিরে পুকুরের সঙ্গে আমার কলিকাতার বাল্যজীবনের অর্থাৎ নন্দরাম সেনের গলির জীবনের সঙ্গে জড়িত হয়ে গিয়েচে।

২৬শে মে, ১৯৩৩। ১২ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪০।শুক্রবার।

আজ সকালে চালকী। দিদির বাড়ি চা খেলুম। তারপর ফিরে এসে কুঠীর মাঠ ও স্নান। বকুলতলায় বসে পড়া। দুপুরে পাঠশালা। বেলফুলের গন্ধে ভরপুর—এত সুবাস যে বাতাস যেন ভারাক্রান্ত সর্ব্বস্থানে। বৈকালে হরিপদদা পাগলা জেলেকে খুব পিটিয়েছে—তা নিয়ে খুব গুল্‌তান হোল—কি দড়া চুরি না কি নিয়ে। বুড়ী পিসিমাদের উঠানে পাড়ার খুড়ীমা তা নিয়ে খুব গল্প কর্ল্লেন। বিকেলে আমি একা কুঠীর মাঠে বেড়াতে গিয়ে নদীর ধারে চুপ করে বসে রইলুম। এর সৌন্দর্য্য এত সুন্দর যে অভিভূত করে ফেলে।

২৭শে মে, ১৯৩৩। ১৩ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪০। শনিবার

সকালেও আজ কাল কার [কালকার] দড়া চুরি নিয়ে গোলমাল। একটু পরে হরিপদদা এল। তার সঙ্গে কাঁঠালতলায় বসে ভেড়া কেনার কথাবার্তা হোল। দুপুরে ভাত খাওয়ার আগেই ঝড় উঠ্‌ল। আমি, কালো আম কুড়ুতে গেলাম। শ্যামাচরণদাদাদের গাছে আম পাওয়া গেল। তারপর ভাত খেয়ে একটু শুয়েচি—গঙ্গাহরি এসে তাগাদা করচে—পাঠশালায় চলুন। একটু পরে উঠে গেলুম পাঠশালায়। মনোরমা বেশ মেয়েটি—লাজুক ও বুদ্ধিমতী। পড়ার পরে কালো ও আমি লণ্ঠন নিয়ে গেলুম বেলেডাঙায়। পুলের ওপরকার সৌন্দর্য্য অদ্ভুত—চারিদিকে নুতন আউশধানের জাওলায় অতি অদ্ভুত সবুজ দেখ্‌তে হয়েছে। আমি একটু জমি নেবো ভাবচি পুলের মুখে। তারপর রিহার্সেল শুন্‌লাম ওদের রিহার্সেল ঘরে বসে। কচা ও গঙ্গাচরণ কাছে বসে রইল। চা খাওয়ানো হোলো। অনেকরাত্রে বাড়ি এলুম আমি, কালো ও গঙ্গাচরণ।

২৮শে মে, ১৯৩৩। ১৪ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪০। রবিবার

আজ সকালে ওপাড়ার খুড়ীমার কাছে গ্রামের ইতিহাস কিছু কিছু সংগ্রহ করলাম। 'বিলবিলে' নামের ডোবার নাম কেন হোল এইটাই ছিল আমার জিজ্ঞাসার বিষয়। হিসাব করে দেখলাম উনি ইংরাজী ১৮৮২ সালে এ গ্রামে এসেচেন প্রথম নববধূরূপে। তখনও উনি শুনেচেন বিলবিলে নামটা। সুতরাং ডোবাটা তারও আগের। উনি যখন আসেন তখন গ্রামের বৌ যুগলকাকার মা, যতীশকাকার মা, সদুকাকার মা, ? কাকার মা ইত্যাদি

এবং ওদের ছেলেরা গ্রামের উঠতি বয়সের তরুণ যুবক। এই মহাকালের গল্প বড় ভাল লাগে [—] আমায় মুগ্ধ করে। আবার এসে দেখ্‌চি চারিধারে জনমজুর, জেলে, নৌকাবাহক—ওদের মুখ আমি মনে রেখেচি যদিও বা বালকরূপে। কাউকে দেখলেই মনে হয় ও এ সেই—একে সেই ছোট্ট ছেলে দেখেছিলাম। শুনলাম হাজারি যুগীর সেই মেয়েটি আবার সেই ভিটেতে বাস করচে—ওর মায়ের মত মোটাসোটা—অবিকল দেখতে তেমনি। আমি তো জানতাম ওদের ভিটে জনশূন্য হয়ে গিয়েচে—শুনে ভারী আনন্দ হোল।

আজ বিকেলে ছাদে বসেছিলুম। Life in the starsখানা পড়ছিলুম। সত্যিই অপূর্ব্ব।

২৯শে মে, ১৯৩৩। ১৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪০। সোমবার

আমাদের গ্রামের লোকের মূঢ়তার সীমা নেই। চিন্তার স্বাধীনতা নেই একেবারে। নানা কৃত্রিম বিশ্বাসে চারিধার থেকে মন শৃঙ্খলিত। ছাদে সন্ধ্যার পর বসতে নেই, ফুলবাগানের চেয়ে। কচু কুমড়ো পোঁতা ভালো—শতবার ধৌত না কর্ল্লে পেতল কাঁসা শুদ্ধ হয় না ইত্যাদি—

আজ বিকেলে আমি গেলুম বেলেডাঙায়। ছানা আনবার কথা ছিল কিন্তু ছানা পাওয়া গেল না। অবশ্য বিকেলে পাঠশালা হোল। কাঁচিকাটার পুলের ওপর থেকে কি অপূর্ব দৃশ্যই হয়েচে!... কি মেঘের রং অদ্ভুত! আমার মনে হয় এই গ্রীষ্মকালে আমি যেখানেই যাই— বারাকপুরের মত স্থান আর দেখিনি—এখানকার এই অপূর্ব্ব প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য আমার মনে যে আনন্দ দেয়—এমন আর কোথাও নয়। বাইরে গেলে হয়তো বা একথা ভুলে যাই—কিন্তু বছর অন্তর এখানে এলেই একথা মনে হয়।

(কলকাতায় বসে এ অংশ লিখচি—তারিখ ৬ই আষাঢ়, ১৩৪০)

সত্যিই বারাকপুরের মত সুন্দর অজ পাড়াগাঁ আমি দেখিনি। বিশেষ করে আমার মন ওখানে এত চমৎকার থাকে! বেলেডাঙার জমিটা কিনে যদি বারাকপুর থাকতে পারি বড় ভাল হয়।

৩০শে মে, ১৯৩৩। ১৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪০মঙ্গলবার

আজ সকালে স্নান সেরে ছাদে বসে খানিকটা পড়াশুনা করলুম। তারপর বকুলতলায় গিয়ে লিখ্‌চি—ওদের জামাই এল। একটু পরে নীল মেঘ করে বেজায় ঝড় উঠলো। ছুটে আম কুড়ুতে গেলুম—শ্যামাচরণদাদার বউ ওদের মিছরে তলায় আম কুড়াচ্চে। আমি গেলুম সলতেখাগী তলায়—সঙ্গে জেলি, কালো, পাগলা বুধো। খুব ঠাণ্ডা পড়ে গেল। আজ আবার ষষ্ঠী। ফলার খাওয়া গেল। বিকেলে গেলুম বেলেডাঙায়—সেখানে অপূর্ব শোভা হয়েচে। ফিরবার পথে ইছামতীর ধারে এক জায়গায় বসলুম আমি, কালো ও রানুর বর। মেঘের রংঅপূর্ব। রাত্রে ফিরে গল্পগুজব করা গেল।

রাতে বেশ ঘুম হোল। এবার রাতে ঘুমুবার কোন কষ্ট হচ্ছে না—এত গরম সত্ত্বেও। এবার বারাকপুরে কোন কষ্ট হয় নি। রাত্রে ঘুমুবার কোন ব্যাঘাত হয় নি। সবাই একসঙ্গে আমরা শুতাম—কালো, আমি, খুকু, ন'দি, খুড়ীমা, রানু, পিসিমা। গল্পেগুজবে বেশ কাটতো।

৩১শে মে, ১৯৩৩। ১৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪০। বুধবার

আজ সকালে প্রথমে কাঁটালতলায় বসে ফণিকাকার সঙ্গে গল্প করলুম—পুরোনো কথা। ১৩০৫ সালে রামাদ তর্কালঙ্কার মারা যান। ১৩১০ সালে নবীন চক্রবর্তীর চোখ কাটানো হয়। ১৩১৯ সালে নবীন মারা যান। ১৩১০ সালে জগদ্ধাত্রী পূজো হয় ওদের বাড়ি। এসব আমার জীবনের ইতিহাসের Landmark কারণ বাল্যের এসব ঘটনা আমার আজও মনে আছে। সার্থক দাদাদের বাড়ি গিয়ে তারার বর দেখে এলুম—তারপর খুড়ীমাদের বাড়ি জলখাবার খাই। আজ বড় গরম। সকালে আমাদের ঘাটে নাইতে গিয়েও এই কথাই মনে পড়ল— আমাদের দেশের মত দেশ আর নেই। ইছামতীর জলে স্নান করেও সুখ—ওপারের দিকে চেয়ে ওই উলুখড়ের মাঠ, নদী, বালা, শিমুল বন। বনগাঁয়ে ইছামতীর বাঁধাঘাটে স্নান করে দেখেচি সেখানে কোনো আমোদই হয় না। অথচ এই ইছামতী তো সেখানেও কেন এমন হয়?

১লা জুন, ১৯৩৩। ১৮ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪০। বৃহস্পতিবার

শেষ রাত থেকে অনেক বৃষ্টি। আমাদের বাড়ির সামনে দিয়ে ছেলেবেলার মত তোড়ে জল চলচে। ভারি আনন্দ হোল দেখে শুনে। আমাদের ঘাট থেকে নীলমেঘের দৃশ্য কি অদ্ভুত! তারপর আমি কালো ও হরিমোহন তিনজনে মাঠ ও জল ভেঙে কাটাখালির পুল পর্য্যন্ত বেড়াতে গেলুম। মরাগাঙে এক জায়গায় মাছ কেনা হোল। চারিধারের দৃশ্য সত্যই অদ্ভুত, ... বাড়ী ফিরে ওপাড়ার ঘাটে স্নানের সময় আবার এপারে ঘাসে মোড়া চরভূমি ও শিমুলবন কি চমৎকারই দেখাচ্ছিল। শ্যামাচরণ দাদাদের বাড়ী নিমন্ত্রণ। এখানে এত খাই কিন্তু খুব খিদে হয়—কলকাতায় ভাল ক্ষুধা হয় না লক্ষ্য করেচি। বৈকালে আবার বেলেডাঙা। ফিরে সার্থক দাদার বাড়ি গান শুনে আস্‌চি। রাত্রে আমরা তাস খেল্লুম ও খুকুর গান শোনা গেল।

২রা জুন, ১৯৩৩। ১৯শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪০। শুক্রবার

সকালে উঠে নৌকায় বনগ্রাম। সঙ্গে জগ্‌তী এল জিনিসপত্র নিয়ে। আমাদের বাড়ির কাঠের বারকোসখানা যেন দেখ্‌লুম যুগলকাকাদের বাড়ী। মৃদুমন্দ বাতাস বইচে—নদীজলে ছলছলাৎ শব্দ হচ্চে—এবার খুব বৃষ্টি হয়েচে—দুধারের মাঠ নবতৃণে ঘনশ্যামল। বাস্তবিক এ অঞ্চলের দৃশ্য অপূর্ব্ব। তাছাড়া বিশেষ করে আমার মনে এ রকম ভাব আর কোথাও জাগায় না।

বিকেলে টরুদের ডাক্তারখানায় বসে গল্প কর্ল্লুম। তারপর ডাকবাংলার কাছে বেড়াতে গেলুম। সুকুমার এল। সন্ধ্যার দিকে ঘন মেঘ করে এল। খুব ঝড়বৃষ্টি। এখানে তো ইছামতী। কিন্তু এখানকার ইছামতী মনে সে ভাব জাগায় না। কেন কে জানে?

৩রা জুন, ১৯৩৩। ২০শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪০। শনিবার

সকালে মাছ খুব সস্তা। বাজার করে দিয়ে Cleopatra পড়তে লাগলুম। বাল্যে স্কুলে পড়েছিলাম। সেই বইখানাই। কিন্তু এখানে দিন তেমন কাটে না। বারাকপুর থেকে একদিন এসেই কেমন একটু dull ও bored মনে হচ্চে। বিকেলে ওপারে ও পুলের ওপর বেড়ালুম। বিশ্বনাথ এসেচে। বিনয়দার কাছে গিয়ে একটু গল্প করলুম। বেশ জ্যোৎস্না উঠেচে।

এক বারাকপুরের মত স্থান নয়তো কলকাতা—এর মাঝামাঝি জায়গা অর্থাৎ বনগাঁয়ের মত petty সহরগুলো অতীব dull. এখানে না আছে প্রকৃতি, না আছে মানুষ। এদের না আছে গভীর ও deep seated culture—না আছে পাড়াগাঁয়ের মানুষের queerness of character. এরা যেমন dull, তেমনই uninteresting. মহকুমার হাকিম এদের দেবতা।

এবার ন'দি বলতো—'চালাক (?) কচ্চে'—আমরা সবাই হাসতাম। ওঁর ভাসুর বলতো—ন্যাকার কত্তি কত্তি এলাম পান্তুয়া খেয়ে—

৪ঠা জুন, ১৯৩৩। ২১শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪০। রবিবার

আজ সকালে খয়রামারির মাঠে বেড়াতে গেলুম। ব্যায়াম করলুম— ইছামতীর ঘাটে হাতমুখ ধুলাম। তারপর আগের ঘাটে স্নান করে এলুম। আজ শরীরটা ঝরঝরে মনে হয়েচে। কিন্তু বনগাঁয়ে এসেই dull বোধ করি। সময় কাটতে চায় না। বিকেলে আমি ও টরু একটু বেরিয়ে খয়রামারির দিকে যাচ্ছিলুম—গেলেই হোত কিন্তু আবার স্কুলের ঘাটে এলাম। সেখানে সরোজ, মহেন্দ্র, জিতেশ, যতীশদা, হরিবিলাস, বিশ্বনাথ আমরা সব বসে একটা club করার কথা ঠিক করলুম।

৫ই জুন, ১৯৩৩। ২২শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪০। সোমবার

সকালে উঠে স্নান সেরে এলুম ও লেখাপড়া করি। বৈকালে মাঠে বেড়াতে গেলুম ও আমি ও ভোলানাথবাবু হাট থেকে এলুম। তারপর দুজনে বসে ঘাসের ওপর গল্প করি। রাত্রে টরুদের বাড়ি এসে অনেকক্ষণ গল্প করি। বেজায় গরম।

৬ই জুন, ১৯৩৩। ২৩শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪০। মঙ্গলবার

সকালে স্নান করে এলুম ও কিছু সামান্য লেখা গেল। বেজায় গরম, কিছু ভাল লাগে না। বৈকালে মাঠে ভোলানাথবাবুদের সঙ্গে কিছু আড্ডা দেওয়া গেল। তারপরই হরিপদদা ও ফণিকাকা এল। দারোগা সাহেবের সঙ্গে জল দেখতে গেলাম। ডেপুটিবাবু দাঁড় টানলেন। সরোজ ও আমি গল্প কর্ত্তে কর্ত্তে পুলের ঘাট থেকে এলুম।

৭ই জুন, ১৯৩৩। ২৪শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪০। বুধবার

এদিন সকালে উঠে স্নান সেরে গাঁড়াপোতার পথে পাটশিমলায় রওনা হলুম। পথে ভয়ানক রোদ-তৃষ্ণাও খুব পেয়েচে। একটা গাছে অনেক জাম পেকে আছে দেখে আমি ও আমার সঙ্গী দুজন লোক জাম পাড়তে লাগলুম। তারপর সেখান থেকে আর একটা জামগাছের তলায় গিয়ে আবার কিছু জাম খেলুম—দুটো আমও তারা দিলে। গোবরাপুরের মনীন্দ্র চাটুজ্যের পুকুরে জল পান করা গেল। বেশ পুকুরটি, বেশ ছায়া। তারপর মল্লদাসদের বাড়ী গেলুম।সেখানে কেউ নেই। পথে যাচ্চি, আবার সেই লোক দুজনের সঙ্গে দেখা। তাদের সঙ্গে গাঁড়াপোতার বাজারে গিয়ে কাপড়ের দর করচি, এমন সময় মোহিনী মুখুয্যে সেখানে এলেন। তিনি বল্লেন—চল আমার বাড়ী পাট্‌শিমলেতে। সেই দুপুরে রোদে হেঁটে গেলুম পাটশিম্‌লায়। যেমন জলতৃষ্ণা, তেমনি নতুন রবারের জুতো পরে পায়ে হয়েছে ফোস্কা। এঁদের সঙ্গে আমার শ্বশুরবাড়ীর সম্পর্ক আছে, কাজেই এঁরা জামায়ের মত আদর করলেন। কেনো সেখানে ছিল— সেই পানিতরের পেটমোটা কেনো আমার বিয়ের সময় এ ছিল দশ বারো বছরের ছেলে। অনেককাল পরে ওর সঙ্গে দেখা। বিকেলে গেলুম বাগানগাঁতে। পিসিমার সঙ্গে দেখা অনেককাল পরে [—] তিনি বেঁচে আছেন। সন্ধ্যা হয়েচে, পিসিমা তখন জল নিয়ে নিকটের নদী থেকে ফিরচেন [—] আমায় দেখে কেঁদে ফেল্লেন। সেদিন আবার বাগানগাঁয়ের হাট। কেনো আমার সঙ্গে এসেছিল। সে পাট্‌শিম্‌লেতে ফিরে গেল। আমায় পিসিমা ছাড়লেন না কিছুতে। রাত্রে লুচি খাওয়ালেন। কত পুরোনো দিনের গল্পগুজব হোল। রাত্রে

পিসিমার ঘরের মধ্যে শুয়ে রইলুম। বীকেলে [বিকেলে] খুব বৃষ্টি হোল। পিসিমার ঘরে পুরোনো পুরোনো কতকালের গন্ধ—সেই ছেলেবেলার মত। ১৪ বছর পরে পিসিমার বাড়ি এলুম।

৮ই জুন, ১৯৩৩। ২৫শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪০। বৃহস্পতিবার

পরদিন সকালে উঠে নদীতে এলুম। ভারী আরাম। দুধারে বাঁশঝাড়, উঁচু পোতা—নদীটি বেঁকে গিয়েছে—সুন্দর নদীটি—কলকাতার কোনো কর্মব্যস্ততা বা হাঙ্গামা এখানে নেই—আত্মা পরিপূর্ণ অবসরের মধ্যে সতেজ হয়ে উঠে। মনে হোল এই তো বেলা নটা, কলকাতায় এরি মধ্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেচি—এখনই স্নানাহার সেরে নিয়ে বেরিয়ে পড়তে হবে। অপূর্ব্ব আনন্দ ও শান্তি। বিকেলে ঘোড়া নিয়ে এল বৈদ্যনাথ পাট্‌শিম্‌লে থেকে। তার সঙ্গে বেশ মাঠের মধ্যে দিয়ে ঘোড়া উড়িয়ে পাট্‌শিম্‌লে পৌঁছুলাম সন্ধ্যের সময়। বেশ জ্যোৎস্না উঠেচে। তাস ও পাশা খেলা একটু হোল। তারপর শুয়ে পড়লুম। রাত্রে ঘুম হোল না। বেজায় মশা।

৯ই জুন, ১৯৩৩। ২৬শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪০। শুক্রবার

সকালে উঠে চা খাচ্চি, এমন সময় ভট্টাচার্য্য এসে হাজির। গোবরাপুরের মণীন্দ্র চাটুয্যে পাঠিয়েছেন, তাঁর তিনটি বয়স্কা মেয়ে আছে, দেখতে যেতে হবে। আহারটা সেরে আমরা চারজনে বেরুলুম। বেজায় রোদ, বটতলায় বসে একটু বিশ্রাম করে গাঁড়াপোতা এলুম। এখানে শ্যাম পোদ্দারের বাড়ীতে জলটল খেয়ে ঠাণ্ডা হয়ে নাপিত ডেকে দাড়ি কামালুম। তারপর মণীন্দ্র চাটুয্যের বাড়ীতে মেয়ে দেখে ও জলযোগ সেরে বেলা ৫.২৫ মিনিটে বেরিয়ে পড়লাম। আমার সঙ্গে ২/৩ জন লোক মড়িঘাট পর্যন্ত্য এলেন। ও রাস্তাটা অতি চমৎকার। মোল্লাহাটির মাঠ পর্য্যন্ত ও পথটা বাস্তবিক অতি সৌন্দর্য্যশীল। একদিকে বাঁওড়, একদিকে বাঁশঝাড় ভারী সুন্দর দেখতে। বিকেল হয়েচে, পাখি ডাক্‌চে—joy of life যেন সারা অঙ্গে অঙ্গে অনুভব করছিলুম। হাজরা ময়রা সে আসচে সাইকেলে মহেশপুর থেকে। দুজন একসঙ্গে খেয়াপার হলুম। খুব হেঁটে সন্ধ্যার সময় বেলেডাঙায় গঙ্গাচরণের দোকানে এলুম। সেখানে বিশ্রাম করে জল খেয়ে দুজনে বারাকপুরে। কালোদের বাড়ী রাত্রে খেলুম। খুকু আমার গলা শুনেই বেরুতে যাচ্ছিল, শেষে বল্লে আমায় তো বিভূতি-দা ডাকে নি, আমি যাবো না।

১০ই জুন, ১৯৩৩। ২৭শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪০শনিবার

সকালে উঠেই দেখি ভববন্ধুমামা এসেচে। কাঁটালতলায় আমি, ফণিমামা ও ভববন্ধু তিনজনে খুব আড্ডা। তারপর বাড়ী ফিরেও আড্ডা। পিসিমার বাড়ী খাই। দুপুরে কালো ও ন'দির সঙ্গে গল্পগুজব করি। দুপুরের পর আমাদের বাঁশবাগানের পথে আম কুড়তে দেখি— কত প্রাচীন খাবরা। পুরোনো ধরণের মাটির ঘট একটা, খানিকটা বার হয়ে আছে। তারপর বিকেলে তিনজনে নদীতে বেড়াতে গেলুম সরাইপুরের ঘাট পর্য্যন্ত। কি যে সুন্দর লাগছিল—তা বলবার কথা নয়। সত্যই আমাদের গ্রামটা ও চতুস্পার্শ্ববর্ত্তী পল্লীগুলি প্রাকৃতিক সম্পদেঅতুলনীয়। এ সম্ভব হয়েচে—কি জন্যে তাও আমি আবিষ্কার করেচি। অল্প জায়গার মধ্যে গাছপালার বৈচিত্র্য অনেক বেশি। বিশেষ করে কুঁচবন, সাঁইবাবলা, শিমুল, বাবলা, নলবন ও উলুখড়—সকলের ওপর বাঁশবন আমাদের দেশে নদীর ধারে অত্যন্ত ঘন সন্নিবিষ্ট। নদীর ধারের বাঁশবনের শোভা সত্যই অপরূপ। রাত্রে খুব গল্প ও আড্ডা। খুকুকে গল্প শোনালাম।

১১ই জুন, ১৯৩৩। ২৮শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪০। রবিবার

সকালে স্নান কর্ত্তে ওপাড়ার ঘাটে। সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হয়ে গেলুম। সকালে নিথর কালো নদীজলে, ওপারের উলুবনের দিকে চোখ রেখে, পাখির গান শুনতে শুনতে স্নান কর্ত্তে যা আরাম ও শান্তি। তারপর সার্থক দাদার বাড়ীতে চা খেলুম। যতীশ কাকার সঙ্গে একটু গল্প করলুম। ফণিকাকা অনেক পুরোনো কথা বল্লে। কালোর ঠাকুরদাদার পুরানো ডায়েরীতে গ্রাম সম্বন্ধে ১২৯২—৯৫ সালের অনেক খবর পেলাম। দুপুরে রামপদ ও পুঁটিদিদি ও খুকু তিনজনে এল। খুব গল্প। বৈকালে হাটে গেলাম। ভাণ্ডারকোলায় নিমন্ত্রণ হবে শুন্‌ছিলাম—কিন্তু হোল না। হাট থেকে আসবার সময় দ্বারিঘাটার কাছে বিস্তৃত আকাশের সে যে কিবর্ণবৈচিত্র্য, মেঘস্তূপ রঞ্জিত অস্তদিগন্ত। তাড়াতাড়ি বাড়ী এসে কুঠীর মাঠে গেলুম। রাত্রে শ্যামাচরণদা বল্লে—এ গ্রাম অনেক পুরানো। খাব্‌রা দেখে বোঝা যায়। পানাপুকুরে এখনও সান বাঁধানো আছে, কাদের বাড়ী ছিল। হরিপদদা বাড়ী তৈরি কর্ত্তে গিয়ে মাটি খুঁড়ে নক্সা করা সেকেলে ইটের [ইঁটের] গাঁথুনি? হাত ভিত্ পেয়েছিল। এটা আশ্চর্য্য কথা! শাঁখারীপুকুরের ধারেও কোন্ পুরানো পাঁচীলের ইঁট কিনেছিলেন গিরিশ বাঁড়ুয্যে—সেও নক্সাকাটা ইঁট [-] বহু পুরাতন গ্রাম বটে। এ খবরটা খুব নতুন। রায়েরা এ গাঁয়ের আদি বাসিন্দা। ওদের ঘরের দৌহিত্র আনন্দ রায় ও দুখিরাম রায়েরা। রায়েদের ঘরের দৌহিত্র বাঁড়ুয্যেরা। সুবর্ণপুরের ভবানী বাঁড়ুয্যে আনন্দ রায়ের তিন পিসিকে বিবাহ করেন। তার ছেলে কার্ত্তিক বন্দ্যোপাধ্যায়

কালীপ্রসন্ন কাকার পিতামহ। তাঁর পাঁচ ছেলে। তাঁরাই বাঁড়ুয্যেদের পূর্বপুরুষ। রাত্রে অনেক ভূতের গল্প হোল।

১২ই জুন, ১৯৩৩। ২৯শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪০। সোমবার

তারপর আজ ভোরে উঠে আমি ও কালো বনগাঁয়ে এলুম। পথে কিশোরী যাচ্চে বাইকে ভাণ্ডারকোলা নিমন্ত্রণ খেতে। একটা খরগোস পালাতে পালাতে একটা ডোবার মধ্যে পড়ে হাবুডুবু খেতে লাগল। আমরা ধর্ত্তে যেতেই পালিয়ে গেল। নুটু এসেচে। খোকা-খুকীরা চাল্‌কী গিয়েচে আম খেতে। বারাকপুরে দেখে এলুম এখনও সব গাছেই আম আছে। আজ সকালে হাজরী কামারকে গুয়োথলী (?) তলাতে আম কুড়ুতে দেখেচি। বর্ষা নেই—মাটি শুকনো ও খটখটে। কাদা নেই কোথাও। তবে সকালে ঘাসে শিশির পড়ে [।]

১৩ই জুন, ১৯৩০।৩০শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪০। মঙ্গলবার

বনগাঁয়ে এসে একটু bored মনে করচি। বৈকেলে কালো এল। বীরেশ্বরবাবু এসে অনেকক্ষণ গল্পগুজব কর্ল্লেন। ভোলানাথবাবুকে পড়তে দিলুম আমার বইখানা। নুটু এসেচে। টরুর সঙ্গে অনেকরাত পর্য্যন্ত গল্প করা গেল।

১৪ই জুন, ১৯৩৩। ৩১শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪০। বুধবার

আজ সকালে উঠে বাজার করে এলুম। একটু পরে এল করুণা। তার সঙ্গে খানিকটা গল্প করার পর ৪টার গাড়িতে গিয়ে উঠে তার সঙ্গে আকাইপুরে গেলাম। ভোলানাথবাবুও নেমেচেন। ইন্দ্রনারায়ণবাবু স্টেশনে উঠে কোথায় যাচ্চেন। নওদার বিলে মাঠের ঘাসের উপর গিয়ে দুজনে বস্‌লুম—কি সুন্দর সূর্য্যাস্তের দৃশ্য দেখ্‌লুম যে বিলের পশ্চিম আকাশে!

করুণা খুব যত্ন করলে। বাইরের রোয়াকে ক্যাম্পখাট পাতলে—বিছানা করে দিলে। আম কাঁটাল সন্দেশ খাওয়ালে। করুণার মা এসে অনেক গল্প করলেন। করুণার এক ছোট্ট ভাইঝি আমার বড় বশ হয়ে পড়ল। দাসী পিসিমার শ্বশুরবাড়ী দেখ্‌লুম—একটা প্রকাণ্ড দোতলা বাড়ী একেবারে জঙ্গল হয়ে আছে। রাত্রের আহার হোল গুরুতর গোছের।

১৫ই জুন, ১৯৩৩১লা আষাঢ়, ১৩৪০। বৃহস্পতিবার

সকালে উঠে আমার জন্যে করুণা চা ও হালুয়া নিয়ে এল। তারপর দুজনে বেরিয়ে সহায়হরি ডাক্তারের বাড়ী গিয়ে বসলুম [—] বরদা চাটুয্যের ভিটে দেখলুম। সহায়হরিদের বাড়ির পাশেই। ওদের এক ছেলে আমাদের সঙ্গে এল। একটা গাছ থেকে সদ্যপ্রস্ফুটিত বড় চাল্‌তে ফুল একটা সংগ্রহ করে নওদার বিলের ধারে বটের ছায়ায় বস্‌লুম। করুণার সঙ্গে অনেক গল্প হোল। করুণাদের গাঁয়ে কি ভীষণ জঙ্গল! কিন্তু ভারী সুন্দর দেখতে—পথে বনের মধ্যে একস্থানে নীল অপরাজিতা ফুটে আছে বড় সুন্দর দেখায়। নবগোপালদের বাড়ীও গেলুম। গোপালনগরের পথে বৃষ্টি এল—একস্থানে আশ্রয় নিলুম [।] তারপর স্টেশনে পা ধুয়ে [,] স্টেশনে জাম খেয়ে বাজারে এসে হরিবোলের (?) দোকানে বসলুম। পথে রামপদ নাম্‌তে বললে দারিঘাটা পুলের কাছে। আমি আর নাম্‌লুম না। কি সুন্দর আকাশ—গাছপালা—পথে ভারী আনন্দ পেলাম। কি চমৎকার অপরাহ্নটি [অপরাহ্ণ]। পশুপতিবাবুর একখানা পত্র পেলুম গোপালনগরে। বনগাঁয়ে টরু ও টবু কোথায় বেড়াতে বেরিয়েচে—ওদের ফিরিয়ে সঙ্গে নিলাম। পুলের ঘাটে মিতের সঙ্গে সন্ধ্যার সময় খানিকটা গল্প করলুম। রাত্রে শরীর বড় খারাপ হোল। গা-বমি-বমি কর্ত্তে লাগল [—] এমন আমার কখনো হয় নি।

১৬ই জুন, ১৯৩৩। ২রা আষাঢ়, ১৩৪০। শুক্রবার

আজ সকালে উঠে ঘোর বৃষ্টি। আজ ২রা আষাঢ়। একটু পরে বাজার করে এলুম ও স্নান সারলুম। আজ ঘাটে তত ভিড় ছিল না।

১৭ই জুন, ১৯৩৩। ৩রা আষাঢ়, ১৩৪০। শনিবার

সকালে মোটরে চাল্‌কী গেলুম ভজার সঙ্গে। আমি দিদিদের বাড়ী চা খেলাম। এদিন বিকেলে টরুর সঙ্গে বসে নানা গল্প করা গেল। অনেক রাত্রে নুটু চাল্‌কী থেকে খাট নিয়ে এল।

দুপুরে শুয়ে মনে হল এই তো গ্রীষ্মাবকাশ শেষ হয়ে গেল—এবার যেন বড় তাড়াতাড়ি কাটল। বারাকপুরের মায়ায় এবার আমি মজে ছিলুম। সেদিন ফণিকাকা ও গজন গাড়ী করে বনগাঁয়ে এল— আমার মনে হোল একবার গেলে হোত। আজ সকালে বিয়ের বরযাত্রী নিয়ে মোটর বাস গেল বেলেডাঙায় না সুন্দরপুরে, আমার মনে হোল—একসঙ্গে গিয়ে একবার বারাকপুর ঘুরে এলে হোত। বনগাঁটা আমার অতি বিশ্রী লাগে—কিন্তু বারাকপুরের কথা আমি ভুলতে পারি নে—ওখানকার জীবন সম্পূর্ণ ভিন্ন জীবন। মনে হোল বারাকপুরের কাছে বিদায় নেওয়া হোল না এবার যাবার আগে—সেখানকার মাঠ বনের কাছে, ইছামতী নদীর কাছে, বাঁশবাগান আমবাগানের কাছে, সেখানকার পাখি, ফুল-ফল, গাছপালা, ফুটন্ত সোঁদালিফুলের বন—এ সকলের কাছে।

১৮ই জুন, ১৯৩৩। ৪ঠা আষাঢ়, ১৩৪০।রবিবার

সকালে উঠে যাওয়ার আয়োজন করলুম। বন্ধুদের বাড়ীতে চা খেলুম—বন্ধুর বৌ সিঙাড়া নিয়ে এল। কল্যাণী আমার সঙ্গে যাবে। দুপুরের গাড়ীতে আমরা এলাম। পথে আম কাঁঠালের ব্যাপারীরা বেজায় ভিড় করলে। মেসে এসে দেখি লাইটের তার কেটে দিয়েচে। মৃজাপুরের এখানে এলেই মনটা নতুন হয়ে যায়—এতটা ফাঁকা জায়গায় একটা নতুন অনুভূতি হয়। কল্যাণীকে বলুর ওখানে নিয়ে গেলুম। সেখান থেকে তিনজনে Captain Symons-এর বাড়ী গেলুম প্রিটোরিয়া স্ট্রীটে। Symons রাত্রে খাওয়ার জন্যে থেকে যেতে বললে। খুব গল্পগুজব হোল—Symons-এর মেম বড় আমুদে লোক। ডিনারের পর অনেক রাত পর্যন্ত Symons সিনেমা দেখালে—তারপর রাত ১১॥০টার সময় আমরা চলে এলুম। আমি রাত্রে বন্ধুর মেসেই শুয়ে রৈলাম। কেননা জানিনে দোর খোলা পাবো কিনা অত রাত্রে।

১৯শে জুন, ১৯৩৩। ৫ই আষাঢ়, ১৩৪০। সোমবার

আজ সকালে উঠে চা খেয়ে মেসে এলুম। এসেই—বড় বড় চুল হয়েছিল, নাপিত ডেকেছাটলাম [ছাঁট্‌লাম]। কাল ট্রেনে ভাগলপুরে ১৯২৬ সালে কেনা বই 'Ghosts and Marvels'-এর 'Schalkain the Painter'গল্পটা পড়ছিলুম। সেই ভাগলপুরে যাবার সময় এই জুন মাসেই ৭ বছর আগে বইখানা কিনেছিলুম। কিন্তু দু-তিনটি গল্প এখনও সম্পূর্ণ অপঠিত ছিল। মার বড় তোরঙ্গটার মধ্যে পড়েছিল চাল্‌কীতে—এবার নিয়ে এসেচি ও ট্রেনে পড়তেপড়তে এলুম।

বিকেলে বলুর মেসে ও বঙ্গশ্রীতে গিয়ে একটু আড্ডা দেওয়া গেল—সেখানে সুনীতিবাবু এলেন ও উচ্চারণ-প্রণালীর বিচিত্রতা সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করলেন। মনোজ ও অবনী রায়ও ওখানে।

২০শে জুন, ১৯৩৩। ৬ই আষাঢ়, ১৩৪০। মঙ্গলবার

আজ সকালে উঠে পশুপতিবাবুর ওখানে গেলুম। বেজায় বৃষ্টি সকালবেলাটা। 'পরলোক তত্ত্ব' বইখানা নিয়ে এলুম ও Cathedral বইখানা ফেরৎ নিয়েও আসি। বাসায় আসতেই এল কৃষ্ণধনবাবু। অনেকক্ষণ গল্পগুজব করা গেল। 'পরলোকতত্ত্ব' বইখানা ভারী উপাদেয় ও সুখপাঠ্য। বৈকালে বঙ্গশ্রী আপিস। বারাকপুর যেমন ভাল লাগে—কলকাতা কিন্তু তেমন ভাল লাগে না। কৃষ্ণধনের সঙ্গে ট্রামে বঙ্গশ্রী থেকে প্রত্যাবর্ত্তন। পরিমলবাবু ভাগলপুর থেকে এসেচে। আজ জ্ঞান রায় ও দেবীও এসেছিল। ওদের সঙ্গে মণীন্দ্রবাবুর মেয়ের সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা হোল। ওরা সবাই ওদের বাড়িতে সুপরিচিত।

২১শে জুন, ১৯৩৩। ৭ই আষাঢ়, ১৩৪০। বুধবার

সকালে উঠে বন্ধুর ওখানে গেলুম। 'পরলোকতত্ত্ব' বইখানা বন্ধুকে দিয়ে এলুম। বিকেলে গেলুম বঙ্গশ্রীতে। সেখান থেকে আমি, সজনী, নৃপেন চাটুয্যে সবাই মিলে মোহনবাগানের খেলা দেখতে গেলুম মাঠে। সেখানে বিভূতির সঙ্গে দেখা। খেলা শেষ হয়ে গেলে দেখি দেবব্রত Goal net-এর কাছে দাঁড়িয়ে আছে। তাঁর সঙ্গে গল্প করে আবার বঙ্গশ্রীতে দৌড়ুতে দৌড়ুতে আসি। ভয়ানক বৃষ্টি আস্‌চে। এখনও দেশের চমৎকার রেশ রয়েচে মনে। এসে নৃপেনের সঙ্গে ঘোর তর্ক বেধে গেল দান্তে, প্রকৃতি ও Sex নিয়ে। অনেক রাত্রে আবার বলুর ওখানে গেলুম। অন্ধকার ঘরের সামনে বসে অনেকক্ষণ ভাব্‌লাম।

২২শে জুন, ১৯৩৩। ৮ই আষাঢ়, ১৩৪০। বৃহস্পতিবার

সকালে উঠে গেলুম নীরদের ওখানে। নীরদের ছেলেকে ওর স্ত্রী নাইয়ে দিলে দেখ্‌লুম। অনেকক্ষণ গল্পগুজব করার পরে এলুম ডাঃ সুশীল দে'র বাড়ি। তিনি বাড়ি নেই। তারপর এলুম উপেন গাঙ্গুলীর বাড়ি। বেলা ১টা পর্যন্ত সেখানে গল্প করে বাড়ি এসে খেলুম। বাড়ি এসে একটু ঘুমুই। সন্ধ্যার সময়ে বন্ধুর বাসায় গিয়ে ওর খেঁদির সঙ্গে প্রণয়ের নিভৃত ইতিহাস শোনা গেল। অনেক রাত্রে চলে আসি।

২৩শে জুন, ১৯৩৩। ৯ই আষাঢ়, ১৩৪০। শুক্রবার

ভয়ানক বৃষ্টি। সকালে বন্ধুর ওখানে চা খেয়ে ওর খেঁদি ও নানা অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে গল্প। বেলা ১১টার সময়ে চলে আসি। দুপুরে সাংঘাতিক বর্ষা। ৪॥০টার সময়ে এলেন পশুপতি বাবু ও তারপরে এল রাধাবাবু। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত গল্পগুজব হোল। সারারাত বর্ষা গেছে।

২৪শে জুন, ১৯৩৩। ১০ই আষাঢ়, ১৩৪০। শনিবার

এদিন সকালে বন্ধুর ওখানে গল্পগুজব করলুম। দুপুরে একটু ঘুমিয়ে উঠে গেলুম আবার বন্ধুর ওখানে। বন্ধু সঙ্গে আছে—আমার বাসার কাছেই ওর হোটেলটা—ওর ওখানে যাওয়া যেন কেমন একটা নেশা হয়ে পড়েচে। অথচ অত আড্ডা দেওয়া! বৈকালে বেলুড়। ছাদের ওপর থেকে প্রমোদবাবুবল্লেন—বড় পেছল হয়েচে, সাবধানে।...তারপর চা খেয়ে আড্ডা শুরু হোল। সারারাত আড্ডা। যেমন ভোর হয়ে ফর্সা হয়ে গেল—তখনও আমি ও প্রমোদবাবু ভূতের গল্প করচি।

২৫শে জুন, ১৯৩৩। ১১ই আষাঢ়, ১৩৪০। রবিবার

সকালে খুব বৃষ্টি। আমি ও প্রমোদবাবু কলকাতায় এলুম। এসেই বন্ধুর বাসায় গেলুম—সেখানে চা খেয়ে স্নান করলুম। এসে বাসায় খুব ঘুম দেওয়া গেল—আবার এলুম বন্ধুর বাসায়। বন্ধুর বৌ এসেচে—তার সঙ্গে অনেকক্ষণ

গল্প হোল। আমি ছবিঘরে গিয়ে film দেখার বন্দোবস্ত করে এলুম শান্তি পালের সঙ্গে।

২৬শে জুন, ১৯৩৩। ১২ই আষাঢ় ১৩৪০। সোমবার

এদিন ভেবেছিলুম স্কুল খুলবে। তা নয়—সকালে বিরাজবাবু এলেন—শান্তি এল—বল্লে, কাল খুলবে, যদি এতদিন পর্যন্ত দেশে থাকতে পারতুম্! ...এখানে এসে খুব ভাল লাগচে নাবঙ্গশ্রীর আড্ডা পুরনো হয়ে গেছে। সেখানে এলেন বৈকালে পশুপতিবাবু। সুশীল দেও ছিলেন—অনেকক্ষণ আড্ডা হোল। তারপর আমি হেঁটে বাড়ি এলাম। ছবিঘরে গিয়ে সব ঠিক করে রাখি। কিন্তু বন্ধুরা শুনলুম বেরিয়ে গেছে।

২৭শে জুন, ১৯৩৩। ১৩ই আষাঢ়, ১৩৪০। মঙ্গলবার

স্কুল খুলেই ছুটি হোল। তারপর গেলুম বঙ্গশ্রীতে। একটুখানি থাক্‌বো ভেবেছিলুম কিন্তু সেখানে হয়ে গেল বহুক্ষণ। বিকেল ৫টায় সেখান থেকে উঠে এলুম Hogg Market-এ wide World কিন্‌তে। সেখান থেকে বার হয়ে ট্রামে বাসায় এসে বই পড়লুম ও বিকেলে P. C. Sircar-এর দোকানে গিয়ে বই ও শরদিন্দুবাবুর manuscript আনি।

মন আমার এখনও রয়েছে বারাকপুরে। এখনও ইছামতীর মাঠে মাঠে। মনে মনে ভাবচি—ঘন বর্ষা [ঘন-বর্ষা] শ্রাবণ ও প্রথম শরৎ-এ কতকাল বারাকপুরে থাকিনি—সেই childhood-এর অভিজ্ঞতা [।] তার পরে—সে না জানি কত আনন্দদায়ক হবে।

২৮শে জুন, ১৯৩৩। ১৪ই আষাঢ়, ১৩৪০। বুধবার

আজ স্কুলে গিয়ে খুব বৃষ্টি। তারপর ছুটির পর পশুপতিবাবু এলেন—সেখান থেকে তার মোটরে গেলুম অমৃতবাজার আপিসে মৃণালকান্তিবাবুর সঙ্গে আলাপ কর্ত্তে [—] সুকুমারবাবুর সঙ্গে সেখানেই দেখা। তারপর সেখান থেকে দুজনে পশুপতিবাবুর বাড়ি [।] একেবারে ওপরের ঘরে গিয়ে উঠলুম। পশুপতিবাবুর স্ত্রী সেলাই-এর কলে কি একটা সেলাই করছিলেন—ব্যস্ত সমস্ত হয়ে উঠলেন। ভারী ভদ্রমহিলা। ...মুড়ি ভাজার কথা উঠিয়ে খুব হাসাহাসি হোল। তারপর চা খাবার নিয়ে এলেন—আমরা দুজনে খুব খেলুম। Venus de Meloর একটা প্রতিকৃতি দেখ্‌লুম। পথে শিশিরকুমার Institute-এ এলুম। ছেলেরা গল্পগুজব করলে। ওখান থেকে নীরদের বাড়ি। সুনীতিবাবু ও রঙীন হালদার বেরিয়ে যাচ্চেন—নীরদের স্ত্রী এসে অনেকক্ষণ গল্প করলে ও খুব খাওয়ালে রাত্রে। বাসে করে চলে এলাম অনেক রাত্রে।

২৯শে জুন, ১৯৩৩। ১৫ই আষাঢ়, ১৩৪০। বৃহস্পতিবার

আজ সকালে পত্র পেলাম—মানুর বিয়ে আষাঢ় মাসে। সামনের বুধবারে। স্কুল থেকে বার হয়ে আসচি [—] দেবব্রত ও তার বাবা কোথায় যাচ্চে। ছেলেগুলো তাকে চেঁচিয়ে ডাকতে লাগল। আমি বাসে প্রবাসী আপিসে এলুম আমার উপন্যাসখানার সম্বন্ধে কথা বলবার জন্যে। এসে দেখি কেদারবাবু নেই, নীরদও নেই। ব্রজেনবাবুর সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলতে লাগলুম। কেদারবাবু এলেন ৫৷৷০টাতে। তার সঙ্গে কথা সেরে ও সিগারেট খেয়ে আমি ও ব্রজেনদা গেলুম সাহিত্য পরিষদে। মাইকেলের স্মৃতিবাসর উপলক্ষে বেজায় ভীড়। ডাঃ পি. সি. রায় বসে আছেন দেখলুম। নলিনী সরকার বল্লেন আপনাকে শনিবারে রেডিওতে বক্তৃতা দিতে হবে। আমি বাড়ি যাবো মানুর বিয়েতে সুতরাং হবে না। ওখান থেকে হেঁটে রমেশ কবিরাজের আড্ডায় এসে গল্প করলুম। তারপর বাড়ী। আওরঙ্গজেবের দৈনিক জীবন পড়ছিলুম প্রবাসী আপিসে বসে বসে।

৩০শে জুন, ১৯৩৩। ১৬ই আষাঢ়, ১৩৪০। শুক্রবার

আজ স্কুলে গেলুম—সেখান থেকে পরেশের সঙ্গে দেখা করে সোজা বেলুড়। মধ্যে একবারবঙ্গশ্রী আপিসে গেলুম। বেলুড়ে অনেক রাত পর্যন্ত গল্পগুজব ও আড্ডা হোল। আজকার দিনটি বড় মেঘলা বা বাদল। সকালে উঠে খুব Spiritualism-এর বই পড়ছিলুম।

১লা জুলাই, ১৯৩৩। ১৭ই আষাঢ়, ১৩৪০। শনিবার

আজ সকালের ট্রেনে বনগাঁ যাবো ভেবেছিলুম কিন্তু দেরী হয়ে গেল। স্নানাহার সেরে বনগাঁতে গেলুম। টরুদের সঙ্গে কথা বল্লুম।

ওটা আগে লিখেছিলুম বটে কিন্তু বনগাঁ যাওয়া হয়নি। সকালে উঠে স্নানাহার সেরে আমি ও নীরদবাবু মোটরে কল্‌কাতায় এলুম—ওঁরা বাসা বদলালেন। বেলুড় বাগানবাড়ীর আজই শেষ দিন। ফ্ল্যাটে এসে এক পেয়ালা চা খেয়ে আমি Rasputin and the Empress দেখলুম Globe-এ। তারপর বাসায় এসে সাবান মেখে স্নান করলুম। বৈকালটি স্নিগ্ধ মেঘলা। কত কথা যে মনে আসে! ব্রজ চাটুয্যের কথা মনে আসছিল। এই বর্ষা-মেদুর সন্ধ্যায় অনেককাল আগে বর্ষাসিক্ত গাছপালার গন্ধ [পেতুম] ও আমি একটা নতুন শেখা গান গাইতুম—'বানের জলে দেশ ভেসেচে'। কত দেশে কত লোক আছে—ব্রজ চক্কোত্তির [কথা] এত মনে হয় কেন?

ক'দিন ছুটি আছে। কাল বাড়ি যাবো। আনন্দ হচ্চে বারাকপুরেও যাবো—বেলেডাঙার পুলেও যাবো। নন্দকে খবর দিতে হবে Mr. Rishi এসেচেন এখানে। বীরেশ্বরবাবুকেও।

২রা জুলাই, ১৯৩৩। ১৮ই আষাঢ়, ১৩৪০। রবিবার

আজ সকালে উঠে বনগ্রাম। বলু এখানে আছে—সাহেবও এসেচে। সাহেবের বক্তৃতা হবে। টরুর সঙ্গে গল্পগুজব হোল। নেবেই নুটুর মুখে শুনলুম সাহেব এখনি যাচ্চে গোপালনগরে। জাহ্নবী এখানে নেই। তখনি আমরা মোটরে গোপালনগর গেলুম। কাছারীতে খগেন মামা এসেছেন—ওখান থেকে নৌকোতে আমি, নুটু, জিতেন, বন্ধু বাঁওড় দিয়ে কাঁচিকাটার পুলে গেলুম। সেখানে কচুড়িপানা [কচুরিপানা] তোলা হোল। আমি কেবল বন্ধুর বাড়ীতে এক কাপ চা খেয়েছিলুম। তারপর আবার নৌকো করে মরা গাঙ বেয়ে কাটাখালির পুলে গেলুম—জ্যোৎস্না উঠেচে—বড় সুন্দর দৃশ্য [।] কতকাল যে যাইনি এদিকে[—] বাল্যে সেই যা এদিকে আসতুম পূজোর সময় বাচ্ খেল্‌তে। ওখান থেকে বারাকপুর এলুম। খুকু পিঁড়িতে আলপনা দিচ্চে—আমি যেতেই বল্লে আজ থেকে আমার আবার চাক্‌রী হোল। আমি পিঁড়িতে খানিকটা আলপনা দিয়ে দিলুম। তারপর আবার এলুম বেলেডাঙায়,—সেখান থেকে নৌকোতে গোপালনগর। জিতেনের ওখানে আমি, সাহেব, নুটু ও বলু খাওয়া গেল। তারপর রাত্রে বনগাঁ এসে বলুর বৌকে ওপরে গিয়েঅনুযোগ করা গেল সেদিন কেন ওরা ছবিঘরে যায়নি।

৩রা জুলাই, ১৯৩৩। ১৯শে আষাঢ়, ১৩৪০। সোমবার

সকালে হাজারির মোটরে বারাকপুর এলুম। সবাই মিলে নদীতে স্নান কর্ত্তে গেলুম—আমি, কালো ও রামপদ। কচুরিপানার দাম বড় ভেসে ভেসে যাচ্চে। স্নান করে বড় তৃপ্তি হোল। তবে বর্ষায় আমাদের দেশে বড় কাদা হয়, মাঠে ভাঁটুই হয়, বাঁশতলা অন্ধকার দেখায়—মশা তত অবশ্য পেলাম না। বরং গরমকালে এর চেয়ে মশা দেখেচি। ন'দিদিদের বাড়ীতে সাধারণ পাকশালা খোলা হয়েচে—বিয়ের কাজকর্ম যারা করচে—সবাই এখানেই খাচ্চে। আমি কালো ওখানেই খেলুম। কাঁটাল বেশ ভাল খাওয়া গেল—পায়েসটা আখের গুড়ের বলে সুবিধে হয় নি। দুপুরের পরে আমি ও কালো বিয়ের বাজার কর্ত্তে নৌকো করে বনগাঁয়ে রওনা হলুম। পথে ভয়ানক মেঘ করে বৃষ্টি এল—তার আগে ছিল গরম। কি অপরূপ নীলকৃষ্ণ ঘন মেঘরাশি চাল্‌তেপোতা বাঁকের দিক থেকে উড়ে এল। তারপর ঝমঝম বৃষ্টি ও হাওয়া। ছই নেই বলে ভিজ্‌তে লাগ্‌লুম। বনগাঁ হাটে কাদা হাবড়। অতি কষ্টে বাজার সেরে বন্ধুর বাসায় চা খেলুম, তারপর নৌকো করে অন্ধকার রাত্রে ঝড়বৃষ্টির মধ্যে দিয়ে তিনঘণ্টার পরে বারাকপুর। The Great Silent Cape ওসব অনুভূতি ওদের হয়—ঠিক অবস্থায় না পড়লে ঠিক অনুভূতিটুকু হয় না—মেকি হয়। এসে নাড়ু খেয়ে গল্পগুজব করলুম। উমাচরণ মাঝি বল্লে ১৩০৩ সালেরচৈত্র মাসে ওরা নৌকোর কারখানা করেছিল ঘাটের ধারের বাগানে—আমি তখন বাবার সঙ্গে সেখানে গিয়ে শ্লোক বলতুম ওদের কাছে। এই ধরনের ঝড়বৃষ্টির অভিজ্ঞতা না থাকলে কখনো তার কথা লেখা যায় না, এইজন্যেই Galsworthy সেদিন সত্যিকার অভিজ্ঞতার মূল্য যে অনেক বেশি সেকথা বলেছেন।

৪ঠা জুলাই, ১৯৩৩। ২০শে আষাঢ়, ১৩৪০। মঙ্গলবার

আজ বিয়ে। সকাল থেকে খুব খাট্‌নি হোল—তেমনি বৃষ্টি। আমি ও নীলমণি স্নান কর্ত্তে গেলুম। নীলমণি ন'দির ভাই অনেককাল পরে এসেচে। সামান্যই খেলুম। তারপর একটু শুয়ে নিলাম কালোদের বাড়ী। কামারবাড়ী বরাসন পাতা হোল। খুকুর সঙ্গে আজ সকালে বিছানা থেকে উঠেই ওদের বাড়ী দেখা হয়েছিল। খুড়ীমা বল্লেন খুকুর ওপর এমন স্নেহ তোমার যেন থাকে। আমি ও নীলমণি কামারবাড়ী বসে রইলুম। বর এল, কিন্তু বরযাত্রী এল না। বরও পছন্দ হোল না কারুর, তাই নিয়ে মহাঘোট লক্ষণ হোল—নগেন খুড়ো বল্লে, [,] ও বর ফেরৎ দিয়ে মানুর সঙ্গে তোমায় সপ্তপাক ঘুরিয়ে দি। বরকর্ত্তা নিতান্ত গ্রাম্য ভদ্রলোক—তাকে দেখ্‌লে মায়া হয়। আমি অবশ্য তাঁর দিকে চেয়েও অস্বীকার করলুম। খুড়ো কেঁদে ফেল্লে [;] এ বরে কেন মেয়ে দেবো বলে [,] পিসিমাও কাঁদ্‌লেন। শেষে বিয়ে হয়ে গেল। আমি ও গঙ্গাচরণ তাস খেলা করে এসে লুচিভাজার বন্দোবস্ত করলুম। সবাই বলে বিভূতি কি ব্যবস্থা করবে কারো। সারারাত পরিবেশন করলুম একা এক হাতে। বরের দুটি ভাই আমার বড় অনুগত হোল। খুকু বাসরে ঘুমিয়ে পড়েচে। অনেকরাত্রে আমি, গজা, গঙ্গাচরণ খেলুম।

৫ই জুলাই, ১৯৩৩। ২১শে আষাঢ়, ১৩৪০।বুধবার

ভোরে? এসে আমায় ঘুম থেকে ওঠালে—খুড়ো ওঠো ওঠো—ওদের রওনা করার কি ব্যবস্থা করবে করো। আমি উঠ্‌লুম। সকাল থেকে বেজায় বাদ্‌লা সুরু হোল। আমি কামারদের দালানে গিয়ে দেখি বরযাত্রীরা বসে আছে। ওদের ছেলেটা বল্লে—তোমাদের দেশ ভাল না— সুখ্যাতি করলে না, যত্ন করলে না কেউ। টাকার গোলমালটা মিটানো গেল। সামান্য ৬/৮ টাকার জন্যে বৃদ্ধ বরকত্তা কি পীড়াপীড়িই না কর্ল্লে! কিন্তু সে অত্যন্ত গরিব বলে। আমার বড় কষ্ট হোল—এই সামান্য টাকা এর কাছে কত টাকা! সেদিন বাদ্‌লার জলে স্নান করে আসবার সময় পথে বৃষ্টির জলের স্রোতের সঙ্গে কত সরু সরু সাপের

(?) মত জীব দেখেছিলুম—ঠিক যেন গুটীসূতার মত। তারপর খেয়ে দেয়ে ওদের সঙ্গে গাড়ীতে বনগাঁয়ে এলুম। বাসার চাবি বন্ধ। নুটু বন্ধুদের বাড়ী—বন্ধুরা কল্‌কতায় রওনা হচ্ছে। আমি আবার বেজায় আছাড় খেয়ে চোট পেলুম। তারপর আমি ও নুটু গাড়ী করে স্টেশনে এলুম। নুটু ৪টার গাড়ীতে গেল মামারবাড়ী। আমি এলুম ৫টার গাড়ীতে কল্‌কাতা। মেঘান্ধকার বিকেল, ভাবতে ভাবতে এলুম [—] আজ বারাকপুর থেকে এলেই হোত। বর্ষাকালে বনগাঁ থেকে বাড়ী গেলে একরকম গন্ধ পেতুম—এবার তা পেয়েচি।

৬ই জুলাই, ১৯৩৩। ২২শে আষাঢ়, ১৩৪০। বৃহস্পতিবার

সকালে বড় ঘুম পাচ্ছিল। একটু চোখ বুজে ঘুমিয়ে নিলুম। সকালে এলেন প্রমোদবাবু, কানাই ও কালীর মামাশ্বশুর। বিকেলে ঘুমিয়ে উঠে দেখি বেলা ৪টা। ট্রামে (?) নীরদবাবুর flat-এ গিয়ে চা খেলুম—গল্পগুজব করলুম। তারপর সবাই মিলে রূপবাণীতে Sign of the Cross দেখতে গেলুম। আজ খুব জ্যোৎস্না উঠেচে—আষাঢ়ী পূর্ণিমার রাত্রি। অনেকরাত্রে বায়োস্কোপ দেখে এসে বাইরে জ্যোৎস্নার আলোতে শুয়ে—শীগ্‌গিরই ঘুমিয়ে পড়লুম।

আজ মনে হচ্চে ইউনিভার্সিটি কবে খুলবে? বাস্তবিকই আজ মনটা অন্যরকম।

সকালে 'ল্যাংড়া আম' হাঁকচে। 'ল্যাংড়া আ—আম'—কত পরিচিত এই ডাক্‌টা! এই মৃর্জাপুর স্ট্রীটে দশ বারো বৎসর ধরে ওই ডাক শুন্‌চি—প্রতি বৎসরই নূতন মনে হয়।

৭ই জুলাই, ১৯৩৩। ২৩শে আষাঢ়, ১৩৪০। শুক্রবার।

সকালে পি. সি. সরকার এসে বইএর সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা বললেন। বিকেলে স্কুলের পর আমি বঙ্গশ্রীতে গেলুম। সেখান থেকে পশুপতিবাবুর সঙ্গে আমরা Rishiর কাছে গেলুম। সেখানে ৫-৩০টার সময় সময় নির্দ্ধারিত করে আমরা গেলুম। সেখান থেকে মোটরে বেলেঘাটা মুকুন্দবাবু ও তাঁর পুত্রবধূর কাছে। অনেকরাত্রে বাড়ী এলুম।

৮ই জুলাই, ১৯৩৩। ২৪শে আষাঢ়, ১৩৪০। শনিবার

আজ স্কুলের ছুটির পরে বঙ্গশ্রী আপিসে অনেকক্ষণ আড্ডা দিলুম। তারপর সেখানে সুধীনবাবু এল তার বাড়ী কাল যাবার নেমন্তন্ন কর্ত্তে। ওখানে রাম অধিকারী খুব পান্তুয়া খাওয়ালে। তারপর পশুপতিবাবু গাড়ী পাঠালেন। আমি, নৃপেন, সজনী, জ্ঞান রায়, কিরণ সবাই পশুপতিবাবুর হাসপাতালে গেলুম। সেখানে অণুবীক্ষণ যন্ত্রে সর্ব্বপ্রথমে জ্বরের জীবাণু দেখলুম। সর্ব্বপ্রথম জীবনে X-Ray যন্ত্র দিয়ে সজনী ও দেবীর বুকের পাঁজরা দেখলুম। তারপর চা ও খাবার খেয়ে ওখান থেকে Rishiর কাছে গেলুম। সেখানে circle হোল। এও এক নতুন অভিজ্ঞতা। মণি, রবি, ওদের আত্মা এসে আমার ও সজনীর হাতে লিখলে। বাবা বল্লেন তিনি পথের পাঁচালী দেখেচেন। সবসুদ্ধ মিলে আজ একটা অদ্ভুত দিন জীবনে। বাবা বল্লেন আমার বিয়েতে তাঁর মত নেই। গৌরী বল্লে তার মত আছে।

৯ই জুলাই, ১৯৩৩। ২৫শে আষাঢ়, ১৩৪০। রবিবার

কাল Circle ব্যাপারটার ঘোর আজও ভাল কাটে নি। সকালে কানাই ও নিরঞ্জন সাহা এল, তারপর খাওয়ার পর সন্তোষবাবু। ঘুম থেকে ওঠার পর দুটোর সময় এল অমিয়। শ্রীরামপুরে আর একদিন যেতে হবে সেকথা বলে গেল। আমি মুখহাত ধুয়ে ট্রামে নীরদবাবুর flat-এ গিয়ে কালকার ঘটনা বিবৃত করলুম ও চা খেলুম। সেখান থেকে বেরিয়ে বঙ্গশ্রী। জ্ঞান রায়ের গাড়ীতে আমরা অতুল বোস আর্টিস্টের বাড়ীতে সান্ধ্য সম্মিলন [সম্মিলনে] গেলুম। সেখানে ডাঃ হরেন রায় চমৎকার কৌতুক দেখালেন। তারপর সুধীনবাবুদের ওখানে মেয়ে দেখতে যাওয়া গেল। প্রথমে খুব ভোজন হোল—ভূরিভোজন বলা যেতে পারে। তবে খাওয়ার ব্যাপারটা আগেই অতুল বোসের বাড়ী কম হয়নি। আমি, দেবী, নৃপেন, সজনী খানিকটা বাসে খানিকটা মোটরে [—] বাসায় এলুম রাত ১১টায়। খুব জ্যোৎস্না—কদিন বৃষ্টি হয়নি—খুব গরমও বটে। বাইরে শুয়ে নটরাজ গানটা গাইতে লাগলাম অনেক রাত পর্য্যন্ত। ঘুম আর আসে না। আজ পর্য্যন্ত হৈ-হৈ কাটল—কাল থেকে শান্ত ও সমাহিত চিত্তে কাজ আরম্ভ কর্ত্তে হবে।

১০ই জুলাই, ১৯৩৩। ২৬শে আষাঢ়, ১৩৪০। সোমবার

সকালে রাধারমণ এল। চা খাওয়ালুম, অনেকক্ষণ রৈল। স্কুলে Spirit's Bookখানা নিয়ে গেলুম পড়াতে। সেখান থেকে বঙ্গশ্রীতে। আজ আমার উত্তর পাওয়ার জন্যে জ্ঞান রায়, দেবী সব এসে জুটেচে। সজনীর ঘরে মাদুর পেতে বসে চা খেতে খেতে সিগারেট খেতে আমরা মেয়ের সম্বন্ধে আলোচনা কর্ল্লুম। ওরা আবার চেষ্টা করলে মত দেওয়ার জন্যে—কিন্তু আমি খুব দুঃখের সঙ্গেই প্রত্যাখ্যান কর্ল্লুম। দেবীর সঙ্গে Spiritualism নিয়ে তর্ক। ওখানে এক হিন্দুস্থানী ভদ্রলোকের সঙ্গে সজনী আলাপ করিয়ে দিলেন—তিনি আমার বই হিন্দীতে অনুবাদ করার কথা বল্লেন। পশুপতিবাবুও এলেন। অনেকক্ষণ ধরে খুব আড্ডা হোল। রাত্রে আমি College Sq. দিয়ে হেঁটে

গোলদীঘি একটু বেড়িয়ে বাসায় ফিরলুম। ওবেলা খাইনি। এসে দেখি ঠাকুর পালিয়েচে, রান্না সবে চড়েচে। টরু এসে ওর জিনিসপত্র নিয়ে গিয়েচে, একখানা চিঠি লিখে রেখে গেছে। হাওড়ার ছেলেরা এল 'ভাবীকাল'-এর জন্য লেখা নিতে।

তারপর এলেন দক্ষিণাবাবু। তিনি টাকা চান—আমি দিতে পারলুম না, হাতে নেই। তিনি আবার মেসে থাক্‌তে চান। তারিণীবাবুর কথা উঠল। বৃষ্টি হোল একপসলা ঝম্‌ঝম্‌ করে। জ্যোৎস্না পাশ করেচে।

১১ই জুলাই, ১৯৩৩। ২৭শে আষাঢ়, ১৩৪০। মঙ্গলবার

সকাল এমনি কাট্‌লবৈকালে বঙ্গশ্রী। সজনী আমি—circle করে বসলুম কিন্তু এত বাধা হতে লাগ্‌ল যে circle-এর বড় ব্যাঘাত হতে লাগ্‌ল। সন্ধ্যের পরে চলে এলুম। বারান্দায় চেয়ার পেতে অনেকক্ষণ ধরে চিন্তা করলুম—এই চিন্তাটা অত্যন্ত দরকার—চিন্তা না কর্ল্লে লেখা ফুটবে কোথা থেকে?

চিন্তার আনন্দ অনেকদিন পরে পেলুম। একেবারে আনন্দের ও অনুভূতির কোন্ সমুদ্রে যেন ডুবে গেলুম। ক্রমে রাত্রি গভীর হোল, ভাঙা চাঁদ উঠল, বারান্দা জ্যোৎস্নায় ভরে গেল—খুব খাওয়া আছে, মাদুর পেতে বারান্দায় শুয়ে পড়লুম। বৃষ্টি হয়নি অনেকদিন [-] বড় গরম।

১২ই জুলাই, ১৯৩৩। ২৮শে আষাঢ়, ১৩৪০। বুধবার

সকালে আশিস্ গুপ্ত এসেছিল—তার সঙ্গে স্কুলে গেলুম। স্কুলের পর বঙ্গশ্রী—সেখানে সুনীতিবাবু এলেন। Spiritualism নিয়ে তর্ক হোল—তারপর আমি আত্মোন্নতি বিধায়িনী সভা কর্ত্তে গেলুম, তাতেও ঘোর তর্ক উপস্থিত হোল। রাত প্রায় ন'টার সময় আমি ও পরিমল হেঁটে বাড়ী চলে এলুম।

১৩ই জুলাই, ১৯৩৩।২৯শে আষাঢ়, ১৩৪০। বৃহস্পতিবার

প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার জন্যে স্কুলে গিয়ে ছেলেদের তৈরী করলুম। সকালে হাওড়া থেকে ছেলেরা এসে বললে লেখা দিতে হবে। বঙ্গশ্রী আপিসে শৈলজার সঙ্গে বহুকাল পরে দেখা—সে সোমেশবাবুর অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে অনেক অদ্ভুত কথা বল্লে। সুনীতিবাবুও এসেছিলেন। আজকাল জীবনের অনেক কথা বুঝতে পারচি। সাহিত্যক্ষেত্রে পরস্পর যে হিংসা, দ্বেষ, সংকীর্ণতা দেখতে পাই আজকাল, ওতে আমার মন আর সায় দিচ্ছে না। এক্ষেত্রে ক্রমেই কলকাতাতেই অতি বিষময় শস্যের বীজ উপ্ত হচ্ছে—আমি ভাবচি দেশে চলে যাবো। দেশ থেকে আমি দেশের যা সেবা করতে পারবো এমন আর কোথাও নয়। পরিশ্রম, সেবা সব দিক থেকে। এখানকার এ শৌখীন জীবন যাপন করে পরস্পরকে হিংসা দ্বেষ করে কি হবে?

রাত্রে আজ শীতলের বিয়ে হোল। আমরা সবাই হাওড়ায় বরযাত্রী গেলুম বাসে ও খেয়ে চলে এলুম।

১৪ই জুলাই, ১৯৩৩। ৩০শে আষাঢ়, ১৩৪০। শুক্রবার

স্কুলের আগে শ্যামাপদবাবুর ভাগনে এসে শ্যামাপদবাবুর অদ্ভুত জীবন বল্লেন। সত্যিই ভদ্রলোক প্রথম বয়সে বড় দুঃসহ জীবন কাটিয়েচেন। স্কুলে কিরণবাবু লিখে পাঠালেন পশুপতিবাবু ফোন করেচেন। আমি স্কুলের পর বঙ্গশ্রী গেলুম[-]সেখান থেকে পশুপতি বাবুর সঙ্গে এলাম সার্পেনটাইন লেনে দেবেন মল্লিক এ্যাড্‌ভোকেটের বাড়ী। সেখানে এক বালক নাকি মিডিয়াম। পরীক্ষা করে দেখে আদৌ সন্তুষ্ট হলাম না। আজ স্কুলে যাবার সময় এক ছোট ছেলের সঙ্গে দেখা হয়েছিল মৃণাল সর্ব্বাধিকারীর বাড়ীর সামনে জেলেপাড়ার গলিতে। বেশ সুন্দর ছোট ছেলেটি—আজ এবেলা মল্লিকদের বাড়ী ডলি বলে একটি ৪ বছরের মেয়ের সঙ্গে আলাপ হোল—কি সুন্দর মেয়েটি! বল্লে—আমার নাম কমলা, ডলি বলে ডাকে। কেমন চমৎকার হাসে।

আবার কাল ওদের বাড়ী যাবো।

আজ সারাদিন বৃষ্টি।

১৫ই জুলাই, ১৯৩৩। ৩১শে আষাঢ়, ১৩৪০। শনিবার

আজ বেজায় engagement-এর ভীড়। কাল থেকে ভাবচি—আজ সকালে উঠে দাড়ি কামালুম, তারপর স্নান সেরেই ভাত ও ডাল, মাছভাজা খেয়েই বার হলুম। তারপর স্কুলে যাবার পথে প্রেমরঞ্জন বাবুর বাড়ী গেলুম। Spiritualism সম্বন্ধে আলোচনা করলুম। প্রসাদেরযে বোনের গানের খাতা থেকে গান টুকে নিয়েছিলাম সেই বোনটির সঙ্গে এখানে দেখা হোল—নাম মিনতি—বেশ মেয়েটি। তারপর স্কুলে গিয়েই ছেলেদের নিয়ে গেলুম শোভাবাজারে এরিয়ান স্কুলে। সেখানকার বৃদ্ধ হেড্‌মাস্টার অনেক অদ্ভুত কথা বললে। খুব বৃষ্টি এল। দুটোর সময় সেখান থেকে বেরিয়ে ট্রামে এসে এ্যাসপ্লেনেড নামলুম ও বঙ্গশ্রী অপিসে হেঁটে এলুম। নৃপেন বসে আছে। তখনি পশুপতিবাবু এলেন—তাঁরই সঙ্গে গাড়ীতে দেবেন মল্লিকের বাড়ী। ডলির সঙ্গে আজ আবার দেখা। ডলি যে কি সুন্দর মেয়ে! কেমন যে হাস্‌লে আমরা যখন তার ভাইকে নিয়ে মোটরে চড়লুম। সেখান থেকে সুপ্রভাদের হোস্টেলের পাশ কাটিয়ে এলুম সরোজবাবুর বাড়ী। সেখান থেকে

পশুপতিবাবুর বাড়ী গিয়ে চা খেলুম। পশুপতিবাবুর মেয়েটি বড় লক্ষ্মী—চা নিয়ে এল। ওখান থেকে তাঁর গাড়ীতে বিভূতিদের বাড়ী। এখানে এক বুড়ো সাহেব ও তার মেয়ের সঙ্গে আলাপ হোল। মেয়েটির স্বামী নাকি একজন রুশীয় কাউন্ট। লুচি খেলে খুব [—] আমার সঙ্গে মেয়েটির খুব আলাপ হোল [—] ঠিকানা দিয়ে গেল, 12, Camac St. [—] মেয়েটি সুন্দরী। একজন ভালো আর্টিস্ট। ...অনেকরাত্রে বৃষ্টির মধ্য দিয়ে বাসে মেসে এলুম। আজ Younghusband-এর God and the Universe বলে সুন্দর প্রবন্ধ পড়লুম মোটরে বসে—পুরোনো? আপিসের কাছে।

অন্ধকার বাদলের রাত্রি। দেশে এই সময় অনেক বছর আগে গৌরী ও আমি একসঙ্গে থাকতুম—সেই কথা মনে হোল।

১৬ই জুলাই, ১৯৩৩। ৩২শে আষাঢ়, ১৩৪০।রবিবার।

রবিবার। আজ সারাদিন অসম্ভব বাদলা। বৃষ্টির একদণ্ড নাই কামাই। দুপুরে খুব ঘুমুলাম, কেননা কাল রাত্রে একটার সময় শুয়েচি। সকালে কৃষ্ণধন এসেছিল। ঘুমিয়ে উঠে দেখি ঝম্‌ঝম্ বৃষ্টি পড়চে। একটু থামল [—] আমি হেঁটে বঙ্গশ্রী আপিসে গিয়ে দেখি আছে নৃপেন, কিরণ ও সজনী। ঘোররবে প্রুফ দেখচে কারণ কাল কাগজ বার কর্ত্তেই হবে। ওখানে চা খেয়ে ডলির গল্প করে গেলাম নীরদবাবুর ওখানে। সেখানে আবার চা খেলুম—নীরদবাবু একটু পরই বেরুলেন—আমি ও তাঁর স্ত্রী বসে বসে নানা গল্প শুরু করলুম। ঈশ্বর ও পরলোক সম্বন্ধে আমাদের দেশের নানা quaint রেওয়াজ সম্বন্ধে, যেমন যে সীম পুঁতবে সে সীমই পুঁতবে ইত্যাদি সম্বন্ধে—নানা কথা বলচি—৯-২৫-এর সময় নীরদবাবুর আগমন। আমি আর ঘণ্টাখানেক থেকে ট্রামে বাসায় এলুম—তখনও বৃষ্টি। বাসায় সবে এসেচি, জল আরও বাড়ল—ঝম্‌ঝম্ বৃষ্টি। ফিস্ট না কি হচ্চে, রাখাল চাকর ওপরে খাবার দিয়ে গেল।

১৭ই জুলাই, ১৯৩৩১লা শ্রাবণ, ১৩৪০। সোমবার

সকাল থেকে অসম্ভব বৃষ্টি। এই বৃষ্টির মধ্যেই হেঁটে স্কুলে গেলুম। পথে অখিল মিস্ত্রী লেনে কানাই-এর সঙ্গে দেখা। সে একটা ashtray দিলে বল্লে সুরেশবাবু আপনার কাছে গিয়ে ফিরে এসেচেন। তারপর স্কুলে পরীক্ষা আছে—৫টা পর্য্যন্ত গার্ড দিতে হবে সুতরাং এবেলা ঘুমুলাম। তারপর ৪টার পর বঙ্গশ্রীতে গেলুম। সেখানে চা খেয়ে খুব আড্ডা দেওয়া হোল। এখান থেকে বৃষ্টির মধ্যে সজনীরা গেল এজরা স্ট্রীটে সুশীলবাবুর মেয়েকে পাখা উপহার দেবে তাই কিনতে। আমি বৃষ্টিতে ভিজ্‌তে ভিজ্‌তে মহাআনন্দে বাড়ি চলে এলুম।

ঘোর অন্ধকার রাত—তার ওপর মেঘ ও বৃষ্টি। দালান থেকে কি অদ্ভুত যে দেখায় [!]

ইলেকট্রিক আলো নিভিয়ে দিয়ে চেয়ে রইলুম।

এই শ্রাবণ মাস। বারাকপুরের বাড়ীতে অনেকদিন আগে এই সময়ে আমরা থাকতুম।

১৮ই জুলাই, ১৯৩৩। ২রা শ্রাবণ, ১৩৪০। মঙ্গলবার।

ঝম্‌ঝম্ বৃষ্টির মধ্যে ট্রামে স্কুল গেলুম—সেখানে oral examination ছিল ছেলেদের—সকাল সকাল খেয়ে ১২॥০টার সময় বঙ্গশ্রীতে গিয়ে একটা অভিনয় করলুম। আমি, সজনী, নৃপেন ও কিরণ রায় এই ক'জনে মিলে একটা মৃত্যুদৃশ্য অভিনয় করা হোল। তারপর এলেনসুশীল দে। তিনি দু'খানা পত্র পড়ালেন। একটু পরে কৃষ্ণনগরের মণীন্দ্র চাটুয্যে (?) মশায় নীচে এসে সজনীকে ডাক দিলেন। তাঁর মেয়ের বিয়ে সম্বন্ধে আমি যে অমত করেছিলুম সে বিষয়ে সজনীর সঙ্গে কথা বলতে। তিনি বনগাঁয়ের বাড়ীখানা মেয়ের নামে লিখে দেবেন, এই কথা বলতে এসেছিলেন। আমি যেন ওই লোভ দেখালেই বিয়ে করবো আর কি! ভদ্রলোকের কি ভুল ধারণা!

তারপর বেলা পাঁচটার সময় বেরিয়ে বউবাজার স্ট্রীট দিয়ে যাচ্চি, বিরাজদের মেস্ থেকে সুবোধ ডাকল। সেখানে গিয়ে খানিকক্ষণ গল্প করার পরে ফিরচি। মেডিকেল কলেজের কাছে সুসার কাকার সঙ্গে দেখা। তাঁকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে বই দিলুম একখণ্ড 'অপরাজিত'। তারপর মেসে চলে এসে Wolf's [Wolfe's] Spiritualism পড়লুম। ক'দিন এই বইখানায় মশগুল হয়ে আছি। অদ্ভুত বই। বৃষ্টি এবেলা একটু ধরেচে।

১৯শে জুলাই, ১৯৩৩। ৩রা শ্রাবণ, ১৩৪০। বুধবার

সকালে স্কুল গিয়ে একবার বঙ্গশ্রীতে গেলুম। তারপর এসে ঘণ্টা-দেড় স্কুলের কাজ সেরে আবার গেলুম। ৬॥০টার পরে হেম বাগচি ও হরেকৃষ্টবাবু এলেন। Spiritualism নিয়ে কথাবার্ত্তা হোল। তারপর সবাই মিলে সুশীলবাবুর বাড়ী নিমন্ত্রণে গেলুম। সুনীতিবাবু আমাকে সুধীনের বোনের বিয়ে ও আমার অসম্মতি নিয়ে খানিকটা ঠাট্টা করলেন। আমি বললুম আমি নির্দ্দোষ—আপনি সজনীকে জিগ্যেস করে দেখুন বরং। তারপর সবাই মিলে ওপরের ছাদে বসে খেয়ে রাত এগারোটার পরে বাড়ী চলে এলুম। বলুদের বাসা খুঁজে পেলাম না। অন্ধকার রাত্রি। বারান্দায় চেয়ার টেনে বসে আকাশের

দিকে চাইলুম। আর বঙ্গশ্রীতে বসে বাজে আড্ডা দোব না। আজ থেকে সতর্ক হলুম।

২০শে জুলাই, ১৯৩৩। ৪ঠা শ্রাবণ, ১৩৪০। বৃহস্পতিবার

আজ সকালে ললিতের সঙ্গে দেখা করে টাকার কথা বলে এলুম। Andrew Jackon Davies-এর খানিকটা লেখা পড়ে সত্যই আনন্দ হোল। স্কুলে গিয়ে কাজ সেরেই চলে গেলুম বঙ্গশ্রীতে। তারপর একটার সময় একবার স্কুলে এসে আবার বেরিয়ে গেলুম। নেড়ার কাছে খবর পেলুম যতীশ কাকা মারা গিয়েচেন। আহা সেদিনও মানুর বিয়েতে তাঁকে বসিয়ে খুব সন্দেশ খাইয়েচি। ট্রামে বাসায় চলে এলুম। এসে খুব পড়াশুনো করলুম। মন আজ খুব calm, অনেক রাত পর্যন্ত বারান্দায় বসে রইলুম। মেসে আজ বড় গোলমাল—ঠাকুর চাকর পালিয়েছে— রাত ২টার সময় অন্য সকলে খেলে—আমি অনেক আগেই আহারাদি সেরে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম।

সন্ধ্যার সময় আজ শৈলেন এসেছিল—ছায়াসীতার একটা সমালোচনার জন্যে।

২১শে জুলাই, ১৯৩৩। ৫ই শ্রাবণ, ১৩৪০। শুক্রবার

সকালে স্কুল সেরে বঙ্গশ্রী। সেখান থেকে Imperial Library। হেঁটে এলুম College Square-এ—সেখানে বসে পোড়ানো ভুট্টা খেয়ে Theosophical Society-র ঘরে গিয়ে অনেকদিন পরে বই পড়লুম। যখন সেখানে বসে বই পড়ছি—ভদ্রলোক এলেন—দেখে বুঝলুম খুব শোকগ্রস্থ [শোকগ্রস্ত] তাঁর সঙ্গে গোলদীঘির সামনে দাঁড়িয়ে কথা বল্‌চি—এমন সময় পশুপতিবাবুর গাড়ী দেখি যাচ্চে। দাঁড়িয়ে কথা বল্লুম—ও বৃদ্ধ ভদ্রলোকও আমার ঠিকানা নিলেন। তারপর বৃষ্টি এল—আমি যেতে যেতে রেবতীবাবুর সঙ্গে দেখা হোল। বাড়ী ফিরেএসে পড়াশুনা করলুম।

সজনীরা বঙ্গশ্রী থেকে সুশীলবাবুর বাড়ী গেল ফুলশয্যার তত্ত্ব গোছাতে। রাত্রে একটা ছেলে এল—বল্লে মেঘমল্লার অনুবাদ করবো। সে বল্লে—সুপ্রভা এখানে এসেচে খুব অল্পদিন হোল।

২২শে জুলাই, ১৯৩৩। ৬ই শ্রাবণ, ১৩৪০। শনিবার

স্কুলে সকালে কাজ ছিল—সেখান থেকে বেরিয়ে বঙ্গশ্রী আপিসে গেলুম। সকাল-সকালই বেরুলাম—ঝড়বৃষ্টি এল। খানিকটা অপেক্ষা করার পরে বেলা ৩টার সময় বেরিয়ে নীরদবাবুরবাসায়। নানা গল্পগুজবে রাত ১০টা। তারপর ট্রামে বাসায় ফিরি [।]

২৩শে জুলাই, ১৯৩৩। ৭ই শ্রাবণ, ১৩৪০। রবিবার

রবিবারে সকালে নুটু এল, কৃষ্ণধন ও পশুপতিবাবু এলেন। তারপর খেয়ে একটু ঘুমুলাম। উঠে প্রথমে গেলুম সুরেশবাবুর পার্টিতে। সেখানে সুরেশবাবুর স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ হোল। বেশ বুদ্ধিমতী মেয়েটি—ওখান থেকে পশুপতিবাবুর বাড়ী। দাদামশায়ের সঙ্গে যোগ প্রভৃতি সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা হোল। পশুপতিবাবুর মেয়ে খুকী এসে চা ও খাবার দিয়ে গেল। গল্পগুজবের পরে আমি বললুম পথে গিরিজাবাবুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল—spiritualism সম্বন্ধে কথা হয়েচে। তারপর সার্কেলে গেলুম—কিছুই হচ্চে না, টেবিল নাড়ানাড়ি আর বাজে বকুনি। (?) এক বৃদ্ধ বেজায় Sceptic—বেজায় বক্‌চে। অনেক রাত্রে চলে এলুম।

২৪শে জুলাই, ১৯৩৩। ৮ই শ্রাবণ, ১৩৪০সোমবার

আজ হরতাল। সেনগুপ্ত মারা গিয়েচেন। তাই সকালে সুপ্রভাদের হোস্টেলে যাবো বলেও গেলুম না। সকালে এসে অমিয় বলে গেল মিটিং হবে পরের রবিবারে [—] খুব ভালো কথা। কৃষ্ণধন এসে নিয়ে গেল নীলকণ্ঠ কেবিনে ওভালটিন খেতে ও রায়মশায়ের দোকানে খাবার খাওয়াতে। এসে দেখি সুপ্রভার পত্র এসেচে—হোস্টেলে যেতে লিখেচে। আজ আর গেলুম না। সেনগুপ্তের শবদেহ নিয়ে যাচ্চে—তার সঙ্গে যাবো ভাবলুম কেওড়াতলায়। স্কুলে গেলুম—সেখান থেকে ফণিবাবুকে নিয়ে গেলুম বঙ্গশ্রীতে। শোভাযাত্রা চলে গেলে আমি বার হয়ে সমবায় ম্যানসনের সাম্‌নে গিয়ে দাঁড়ালুম। মেয়েরা দেহের ওপর ফুল ছড়াচ্চে ও গঙ্গাজল ছিটিয়ে দিচ্চে। ভারী impressive দৃশ্য। হ্যারিংটন স্ট্রীট পর্যন্ত হেঁটে গিয়েছি—পেরুর কনসালের সঙ্গে দেখা হোল। তার গাড়ীতে তার বাড়ী গিয়ে এক গ্লাস অরেঞ্জ স্কোয়াস খেলুম, গল্পগুজব করলুম। তারপর তার মোটর আমায় পৌঁছিয়ে দিয়ে গেল মৌলালীর মোড়। বঙ্গশ্রী আপিসে খানিকটা আড্ডা দিয়ে ট্রামে বাসায় চলে এলুম। Spiritualism-এর বইগুলো আজকাল খুব পড়চি—একটা নতুন light পাচ্চি যা এতদিন পাই নি। পশুপতিবাবু ফোন্ করেছিলেন বঙ্গশ্রীতে, কিরণ রায় বল্লে। হেমন্তর সঙ্গে দেখা হোল অনেক দিন পরে। রাত্রে করুণা এল।

২৫শে জুলাই, ১৯৩৩। ৯ই শ্রাবণ, ১৩৪০।মঙ্গলবার

স্কুলে কোনো কাজ ছিল না। সেখান থেকে বঙ্গশ্রী। সুশীল দে এলেন, তাঁর সঙ্গে আড্ডা বেলা ৫টা পর্য্যন্ত। তারপর Theosophical Society-তে এসে তাদের ওখানে Andrew Jackon Davis [Davies]-এর বই

পড়লুম। নীচে দিয়ে প্রমথ বিশী যাচ্চে, তাকে ডাক্‌লুম—মিথ্যে করে বল্লুম বঙ্গশ্রী আপিসে আজ সুশীলবাবু খুব খাইয়েছেন। সে তো বেজায় বিমর্ষ হোল কথাটা শুনে। তারপর ওখান থেকে মৌচাক আপিসে এসে একখানা মৌচাক নিলুম। তারপর মেস্। একটু একটু বৃষ্টি পড়চে। সারাদিন খুব গরম গিয়েছে।

২৬শে জুলাই, ১৯৩৩। ১০ই শ্রাবণ, ১৩৪০। বুধবার

সকালে সুপ্রভাদের হোস্টেলে সুপ্রভার সঙ্গে দেখাকর্ত্তে গেলুম—সেখান থেকে বেরিয়ে D.M. Library। সেখান থেকে স্কুল—। স্কুল থেকে বঙ্গশ্রী হয়ে মেস। সুপ্রভার হাতে সুনীতি বাবুকে একখানা পত্র দিলুম। বাসায় এসে অতীব আনন্দ পেলুম অনেক দিন পরে ভম্বল এসেচে দেখে। তারপর টরু ও মহিমবাবু এলেন।

আকাশ অদ্ভুত ছিল—অনেক রাত পর্য্যন্ত বাইরে শুয়ে ঘুম হোল না।

২৭শে জুলাই, ১৯৩৩। ১১ই শ্রাবণ, ১৩৪০। বৃহস্পতিবার

সকালে স্কুলে যাবার আগে এল আশিস গুপ্ত। তার সঙ্গে কথা বল্‌তে বল্‌তে স্কুলে গেলুম। স্কুলে Mognaschi সাহেবের ড্রাইভার এসে জানালে তার জ্বর হয়েচে। খবরটা দিতে বঙ্গশ্রী আপিস থেকে ট্রামের পাশ দিয়ে গেলুম প্রথমে ইউনিভার্সিটিতে। তারপর সেখান থেকে বিচিত্রা। ইউনিভার্সিটিতে সুকুমারবাবু অন্যান্য প্রফেসরদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন—তাঁরা আমার বই সবাই পড়েচেন দেখলুম এবং খুব ভাল লেগেচে। সুকুমারবাবু বল্লেন বাংলা উপন্যাসে নতুন ধারা উনি এনেচেন—জগত্তারিণী মেডেল এবার ওঁকেই দেওয়া উচিৎ [উচিত] ছিল। ওখান থেকে বেরিয়ে বিচিত্রা গেলুম [,] সেখান থেকে আবার বঙ্গশ্রী। ইটালিতে যাওয়ার খবরটা দিলে সজনী। ডাঃ কালিদাস নাগকে বল্‌বো। আজ আকাশ অদ্ভুত নীল—যেন শরতের আকাশ—

ভারী আনন্দ হোল মনে—অনেকদিন পরে পুরোনো পথটা দিয়ে ফিরলাম। রাত্রে নুটুর মেসে গেলুম টাকা দিতে—আবার নুটুও এল।

২৮শে জুলাই, ১৯৩৩। ১২ই শ্রাবণ, ১৩৪০। শুক্রবার

পোস্ট আপিস্ হয়ে স্কুলে গেলুম—সেখান থেকে বঙ্গশ্রীতে গেলুম লেখা দিতে। তারপর এসে বরিশাল এক্সপ্রেসে বনগ্রামে। রাত্রে বীরেশ্বরবাবু ও হেড্‌মাস্টারের সঙ্গে দেখা করে গল্পগুজব করা গেল।

স্কুলে পৈঠার উপরে বসে হেমবাবু, আমি ও হেড্‌মাস্টারের সঙ্গে spiritualism-এর চর্চ্চা করা গেল।

এ কদিন আকাশের রং অপূর্ব্ব নীল—ঠিক যেন শরত [শরৎ] পড়ে গেছে—মাটি শুক্‌নো (?) খটখটে—এমন চমৎকার বর্ষাঋতুর দৃশ্য অনেকদিন দেখিনি—রৌদ্রের গন্ধ ইছামতীর তীরের বনপ্রান্তে বসে ঘোলাজলের দিকে চেয়ে চেয়ে যদি অনুভব কর্ত্তে পারি—তবেই ছুটিটি সার্থক হবে।

২৯শে জুলাই, ১৯৩৩। ১৩ই শ্রাবণ, ১৩৪০। শনিবার

সকালে উঠে বন্ধুর সঙ্গে দেখা করা গেল। তারপরে হেড্‌মাস্টারের সঙ্গে দেখা কর্ত্তে গিয়ে বীরেশ্বরবাবুর সঙ্গে আলাপ করলুম। হেডমাস্টারের সঙ্গে বোর্ডিং-এর মধ্যে গেলুম—আমার সেকালের seatটা দেখলুম। তারপর নির্ম্মল রোদভরা আকাশের তলা দিয়ে বেলা দশটার সময়ে বারাকপুরে গেলুম। কালো ও রামপদ বুড়ী পিসিমাদের দাওয়ায় বসে তাস খেল্‌চে। আমি হরিপদদাদাদের বাড়ী গিয়ে গল্পগুজব করলুম ও খেলুম সেখানে। এসে রামপদদের বাড়ী ঘুমিয়ে ন'দি, খুড়ীমাদের সঙ্গে অপরাহ্ন [অপরাহ্ণ] পর্য্যন্ত তাস খেললুম। তারপর আমাদের ভিটের দিকে বেড়াতে গেলুম। বর্ষায় বৃষ্টিধৌত নির্ম্মল রাঙা রোদভরা অপরাহ্নের (অপরাহ্ণের]সে দৃশ্য সত্যই অদ্ভুত—বাতাসের কি Freshness! কি সুন্দর গন্ধ! তারপর বেলেডাঙার পুলে বেড়াতে গেলুম। সেখানে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলুম। এই সময় আমি বোধ হয় জীবনে কোনদিনই এখানে আসিনি। দৃশ্য সত্যই অপূর্ব্ব—কি soft colour-scheme আকাশের—নীল সে অদ্ভুত নীল—তেমন নীল সত্যই ক্বচিৎ দেখা যায়। চারিধারের মেঘস্তূপ—পাট্‌কিলে বেগুনি, ধূমল, রাঙা—রাঙা গোধূলির [গোধূলির] রং বটের সারির গায়ে—নীচে ঘন সবুজের প্রাচুর্য্য—থৈ থৈ জল—মাথার ওপরে অপূর্ব্ব রঙীন্ আকাশ। আমার মনে পড়ল কেবলই তাদের কথা যারা পৃথিবী ছেড়ে নানা দুঃখে চলে গিয়েচে—হরি রায়, কামিনী বুড়ী, নদীর ধারে শীতের সন্ধ্যায় গ্রামের কত বুড়ীবুড়োদের চিতা জ্বলতে দেখেচি—খুকী, গৌরীর কথাও মনে পড়ল—এই শ্রাবণসন্ধ্যায় সে প্রদীপ হাতে আমাদের ভিটায় সন্ধ্যা দিত— বাবা, মা, পিসিমা—সবাই ওই নীল আকাশের রঙীন মেঘবর্ত্ম দিয়ে বহুদূরের কোন্ পথযাত্রায় বেরিয়ে চলে গিয়েচে—'প্রস্থিতা দুরমধ্বানং' এই কথাটি বার বার মনে পড়তে লাগ্‌ল। স্বর্গে মর্ত্ত্যে বাস্তবিকই যে সম্বন্ধ আছে—এবং খুব ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে—সেকথা সেদিন রঙীন সন্ধ্যা আকাশের তলায় দাঁড়িয়ে মনে মনে আর অস্বীকার কর্ত্তে পারলুম না। রাত্রে ফিরে অনেক রাত পর্য্যন্ত তাস খেল্লুম ন'দিদিদের দালানে।

৩০শে জুলাই, ১৯৩৩। ১৪ই শ্রাবণ, ১৩৪০রবিবার

সকালে উঠে আমি কালো বনগাঁয়ে এলুম। এসে জলখাবার খেয়ে বসে লিখচি। ওবেলাকলকাতায় যাবো।

৩১শে জুলাই, ১৯৩৩। ১৫ই শ্রাবণ। ১৩৪০সোমবার

সকালে মহিমবাবু এল। বিকেলে স্কুলের পরে আমি গেলুম বঙ্গশ্রী আপিস। সেখানে সুনীতিবাবু ছিলেন—"জাতিস্মরে'র গ্রন্থকার শরদিন্দুবাবুর সঙ্গে আলাপ হোল—তাঁর বাড়ী মুঙ্গেরে—আমার পিসেমশায় হৃদয় গাঙ্গুলী মশায় তাঁর বাড়ীতে ছেলেদের পড়ান শুনে খুব আনন্দ হোল। ওখান থেকে বেরিয়ে গেলুম 'উদয়ন' আপিসে নিয়োগী পুকুর লেনের ভেতর দিয়ে। সেখানে মুরাতিপুরের সিধুর সঙ্গে দেখা হোল, সে কি একটা কাগজ ছাপতে এনেচে। তারপর বাসে চেপে গেলুম পার্ক সার্কাস মণীন্দ্র বসুর বাড়ীতে। সেখানে মণীন্দ্র খুব আদর অভ্যর্থনা করলে। চা ও খাবার খাওয়া হোল [।] তারপর মণি বর্ধন এল, সে চমৎকার নাচ দেখালে। Gifted young man—কালিদাসবাবুকে ইটালির কথা বল্লুম। তিনি খুব খুশি হলেন, বললেন, আপনাদের মত creative artist গেলেই তবে ঠিক দেখতে শুনতে পায়, বড় বড় লোকের কাছে পাঠাতেও পারি। সজনীকে নিয়ে একবার ওঁর বাড়ী যেতে বল্লেন। অনেকক্ষণ বারান্দায় দাঁড়িয়ে কথা হোল ওঁর সঙ্গে। বললেন 'পথের পাঁচালী' অনুবাদ করবার লোক কই, শুধু philologically অনুবাদ কর্ল্লে তো চলবে না। মণি বর্ধন বল্লে আমার 'মেঘমল্লার' থেকে সে নাচের inspiration পেয়েচে।

১লা অগস্ট, ১৯৩৩। ১৬ই শ্রাবণ, ১৩৪০।মঙ্গলবার

সকালেই unemployed মাস্টারমশায়টি এলেন। তারপর এলেন শরদিন্দুবাবু 'জাতিস্মরে'র লেখক ও মহিমাবাবু। অনেকক্ষণ গল্পগুজব হোল। লেখা সম্বন্ধেও অনেক কথা হোল। আকাশ বড় চমৎকার পরিষ্কার। আজকাল কলকাতায় অনেক আড্ডা জুটে গিয়েচে—স্কুল, বঙ্গশ্রী আপিস, পশুপতিবাবুদের বাড়ী, টরুদের ওখানে, Imperial Library, কিরণ মাসীমার বাড়ী, নীরদবাবুদের flat, নীরদ চৌধুরীর বাসা, Mognaschiর flat, মণীন্দ্র বসুর বাড়ী—নানা ধরনের atmosphere—কোথায় কখন যাই! কিন্তু সবখানে গেলেই আনন্দ পাই এই শরতের রোদের মাঝে।

বৈকালে বঙ্গশ্রী আপিসে গিয়ে দেখি শৈলজা বসে গল্প করচে—একটু পরেই সুনীতিবাবু এলেন। তাঁর সঙ্গে গেলুম Mognaschi সাহেবের কাছে। আমার বই-এর কথা সুনীতিবাবু তাঁকে বল্লেন। সেখান থেকে সাহেবের গাড়ীতে আমরা ফিরলুম। ফিরেই গেলুম রেডিও স্টেশনে। প্রথমে নৃপেনবাবুর ঘরে এক গ্লাস করে লস্যি সরবৎ খেলুম। তারপর ঘরে সুনীতিবাবু 'চণ্ডীদাস' সম্বন্ধে বক্তৃতা করলেন। আমার নাম করলে নৃপেন—তারপরে ফিরলুম সেখান থেকে অনেকরাতে।

২রা অগস্ট, ১৯৩৩। ১৭ই শ্রাবণ, ১৩৪০। বুধবার

আজ আর বেশি engagement কোথাও ছিল না। স্কুল থেকে গেলুম বঙ্গশ্রীতে। না— ভুল হয়েচে। স্কুল থেকে বেরিয়ে প্রথমে সুধীর ও অজিতের সঙ্গে খানিকটা গেলুম। তারপর Thacker Spink-এর দোকানে গেলুম বই দেখতে। অনেক দিন পরে দোকানটা খুলেচে। ওখান থেকে ফিরে মিউনিসিপ্যাল মার্কেটে pastry ও Wide World কিনলুম। একটা দোকানে বসে চা খেয়ে বঙ্গশ্রীতে এলুম। অজিত এসেচে অনেকদিন পরে এলাহাবাদ থেকে। ঊষার কথা জিগ্যেস [জিগ্যেস] কর্ল্লুম—ঊষা ভাল আছে। মাথার ওপর দিয়ে এইমাত্র একটা এরোপ্লেন গেল—এই যখন লিখচি। শুয়ে লিখছিলুম, শুয়েই টের পেলুম।

ওখান থেকে আমি ও চৈতন্যদেব বেরিয়ে শাঁখারীটোলা দিয়ে এলুম। বৃষ্টি এল—দুজনে একটা পানের দোকানে দাঁড়ালুম। সেখানে এল অমিয়। তারপরে মেসে এসে চৈতন্যর সঙ্গে গল্প করলুম—সে চলে গেল। তারপর পশুপতিবাবু ও শৈলেন এল। রাত্রে বারান্দায় বেশ ঘুমিয়েছিলুম—কিন্তু বৃষ্টি এল [।]

৩রা অগস্ট, ১৯৩৩। ১৮ই শ্রাবণ, ১৩৪০।বৃহস্পতিবার

সকালে নিরঞ্জন সাহা আর্টিস্ট এল। বৃষ্টিবাদলার দিন—খুব ঝড় হচ্চে—তবে বৃষ্টি মাঝে মাঝে আসচে মাত্র। স্কুলের পর হেডমাস্টার টিচারদের নিয়ে মিটিং করলেন। তারপরে বঙ্গশ্রী আপিসে গেলুম—পশুপতিবাবু phone করলেন তিনি মিডিয়াম ঠিক করেচেন—আমাকে তুলে নিয়ে যাবেন বাগবাজারে। তারপরই অজিত এল—তার গাড়ীর ট্রায়েল রান্ দিয়ে এলুম আমি [,] সজনী ও অজিত—শচীন চালালে। ফিরে এসেই প্রস্তাব করলে মোটরে বনগাঁয়ে যাওয়া যাক্। আমি অস্বীকার করলুম—ওরা সবাই চলে গেল। পশুপতিবাবু এলেন।

আমি পশুপতিবাবুর গাড়ীতে প্রথমে সুপ্রভাদের হোস্টেলের পাশ দিয়ে আতাবাগানে প্রভাত মুখুয্যে নভেলিস্টের বাড়ীতে গেলুম। সেখান থেকে বাগবাজারে মিডিয়মের ওখানে গেলুম। Seance আরম্ভ হোল—একজন সন্ন্যাসীও এলেন—কিন্তু ঘণ্টা-দুই বসবার পরেও কোন ফল হোল না দেখে উঠে চলে এলুম আমরা।

ভাবলুম বলুর বাসায় যাই—একবারও যাইনি এ পর্য্যন্ত কিন্তু সময় হোল না, রাত ৯॥০টা। নীরদের বাসাতেও যাওয়া হোল না। বাসে মানিকতলা লাইন দিয়ে ফিরি।

৪ঠা অগস্ট, ১৯৩৩। ১৯শে শ্রাবণ, ১৩৪০।শুক্রবার

আজ সকালে উঠে বেজায় ঝড় ও বাদলা। যেমন ঝড়, তেমনি বর্ষা। জাহ্নবীর চিঠি পেয়ে বরিশাল এক্সপ্রেসে বাড়ী গেলুম। রাত্রে আমি হেড্‌মাস্টার—স্কুলে প্ল্যান্‌চেট্ নিয়ে বসলুম। রাত্রে অতি সুন্দর চাঁদ উঠল।

৫ই অগস্ট, ১৯৩৩। ২০শে শ্রাবণ, ১৩৪০। শনিবার

আজ সকালে খুব বাদ্‌লা। কিন্তু দুপুরের পরে—বাদ্‌লা বৃষ্টি থেমে গেল। অপূর্ব্ব শরতের রোদ হোল। দুপুরের পর খয়রামারি গিয়ে একটা ঝোপের ধারে কতক্ষণ বসে রইলুম। কি সোনালী রোদ, কি চমৎকার নীল আকাশ! কত কথা যে মনে আসে—অপূর্ব্ব বৈকাল। রাত্রে জ্যোৎস্না অদ্ভুত, পূর্ণিমা আজ। আমি, মিতে, বিনয়দার বাড়ীতে প্ল্যান্‌চেট্ করলুম। বাজে সব, এতে আমার কোন বিশ্বাস নেই।

৬ই অগস্ট, ১৯৩৩। ২১শে শ্রাবণ, ১৩৪০। রবিবার

সকালে কলকাতা চলে এলুম। দুপুরে একটু ঘুমিয়ে নীরদবাবুর ওখানে গেলুম। ওখান থেকে—খেয়ে বেরিয়ে একটু গল্প করে এলাম বন্ধুর বাসায়। বন্ধুর বৌ ছাদে এসে গল্পগুজব কর্ল্লে—তার মধ্যে ওখানকার বাসার অসুবিধের কথা বল্লে। বাসা করে ভাল করেচে বলে মনে হয় না। আমি ওখান থেকে ট্রামে আবার নীরদবাবুর বাসায় চলে এলাম ও খাওয়া দাওয়া করলাম। অনেকরাত্রে এলাম বাসায়।

এত ভয়ানক গরম আজ রাত্রে, এমন দেখিনি ভাপ্‌সা গরম, একটু হাওয়া নেই। বাইরে শুলাম— জ্যোৎস্নায়।

৭ই অগস্ট, ১৯৩৩। ২২শে শ্রাবণ, ১৩৪০।সোমবার;

সকালে পি সি সরকার এসে বাজে বকলে। তারপর করুণা কলেজের ছেলেদের নিয়ে এল—একটি শিলচরের ছেলে বল্লে [,] একটি মহিলাকে জানি তিনি কাঁদচেন অথচ কেঁদে কেঁদে পথের পাঁচালী পড়চেন। স্কুল থেকে বার হয়ে থ্যাকার স্পিঙ্কের দোকানে গেলুম—অনেক দিন পরে দোকানটা খুলেচে। ওখান থেকে বার হয়ে নীরদবাবুর flat-এ এসে চা খেয়ে দুজনে গাড়ী করে বেরুলাম। আমি থিয়েটার রোডে যাবো সাহেবের সঙ্গে দেখা কর্ত্তে—Capt. Symons-এর। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে অনেকক্ষণ গিয়ে বসলুম। বৃষ্টিএল—উঠে, প্রথমে একটা গাছতলায়, তারপর চৌরঙ্গীতে একটা বাড়ীর তলায় এসে দাঁড়ালুম। খানিকটা পরে একটা গাছতলায় অন্ধকারে বেঞ্চিতে বসলুম—তখন বৃষ্টি থেমেচে। একটা উড়ে মুটে এসে কালীঘাটের পথ জিগ্যেস [জিগ্যেস] কর্ল্লে—গল্প কর্ল্লে। আমার মনে হচ্চিল ছোট ছেলেদেরযে লোকে মারধর করে—এ আমি সহ্য কর্ত্তে পারি নে কেন? এইমাত্র ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের মাঠে ঐ পার্শী মেয়েটা যে তার ছোট খোকাকে ঠাঙাচ্ছিল—ও দেখে আমার বুকের মধ্যে কেমন করে। তারপর উঠে ন'টার সময় Capt. Symons-এর flat-এ গেলুম—ও Ginger Beer খেতে খেতে গল্পগুজব করলুম—বাঁওড়ের film তুলেচে দেখালে—কাঁচিকাটার পুলেরও। রাত্রে জ্যোৎস্না উঠেচে। পার্ক সার্কাস দিয়ে বাড়ী—

৮ই অগস্ট ১৯৩৩। ২৩শে শ্রাবণ, ১৩৪০। মঙ্গলবার

সকালে রাধা এল। তারপর সজনী এসে দেবেনের বিয়েতে নিমন্ত্রণ কর্ত্তে গেল। তারপর এল কৃষ্ণধন। আমি স্কুল থেকে Thacher Spink-এর দোকানে গেলুম—সেখান থেকে বঙ্গশ্রীতে এসে খেলাম—সুনীতিবাবু, সুকুমারবাবু—সবাই ছিলেন। তারপর আমি, কৃষ্ণধন ও ইউনিভার্সিটির একজন প্রফেসর হেঁটে বাসায় এলুম। আজ তেঁতুলের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। সে আমার সঙ্গে থ্যাকার্সের দোকানে গেল।

৯ই অগস্ট, ১৯৩৩। ২৪শে শ্রাবণ, ১৩৪০।বুধবার

স্কুলে খুব বৃষ্টি মাঝে মাঝে। ওখান থেকে ছুটি হোলে ওপরে মাস্টারদের ঘরে বসে—'The Undiscovered Country'পড়ছিলুম। বৈকাল ৫॥০ টার সময় ছাদে দাঁড়িয়ে অনেকদিন পরে 'জনতার মাঝে' গানটা গাইতেই গলায় কেমন একটা অদ্ভুত সুর এল [-] চারিধারে মেঘস্তূপ নীল আকাশের মধ্যে মনে এল একটা অপূর্ব্ব শান্তি, এক অদ্ভুত অনুভূতি—বহুদিন এমন হয় নি। বঙ্গশ্রীতে যাচ্চি, পথে আশিস গুপ্তের সঙ্গে দেখা—সে নিয়ে গিয়ে একটা দোকানে চা খাওয়ালে। তারপর বঙ্গশ্রীতে খুব recitation হোল—দেবী 'দেবতার গ্রাস' আবৃত্তি কর্ল্লে। এখান থেকে দেবেনের বিয়েতে সুকিয়া স্ট্রীটে এলুম। খাওয়া দাওয়ার পরে বাসায় ফিরলুম আমি, সজনী, পরিমল। রাত্রে বারান্দায় জ্যোৎস্না পড়েচে—বাইরে শুয়ে এত কথাও মনে এল—দূর আকাশের নক্ষত্র, Space God—কত সব কথা। উত্তেজনায় ঘুম হয় না। কত রাত্রে তবে এল ঘুম।

১০ই অগস্ট, ১৯৩৩। ২৫শে শ্রাবণ, ১৩৪০। বৃহস্পতিবার

টিফিনের সময় একবার বঙ্গশ্রীতে এলুম। তারপর আবার এলুম ছুটির পরে। পশুপতিবাবু ফোন কর্ল্লেন ও এলেন। তাঁর গাড়ীতে ঘোরা গেল—মীরা গাড়ীর মধ্যে বসে ছিল— অনেকদিন পরে মীরার সঙ্গে দেখা হোল। এবার ফোর্থ ইয়ারে উঠেছে বল্লে।

খুব বৃষ্টিবাদলের দিন। অনেক রাত্রে শৈলেন ও সুরেশ নন্দী এলেন। তারক গাঙ্গুলীর জীবনী সম্বন্ধে সুরেশবাবুর সঙ্গে আলোচনা করলুম। আজও আনন্দ কালকারই মত—একটা আধ্যাত্মিক আনন্দ—এর বর্ণনা দেওয়া যায় না।

১১ই অগস্ট, ১৯৩৩।২৬শে শ্রাবণ, ১৩৪০। শুক্রবার

Spiritualism-এর বইগুলো পড়ে একটা নতুন আলো পাচ্চি জীবনে। তাই একটা চার্ট আজ তৈরি করবো, কি অনুসারে জীবনযাপন কর্ত্তে পারি। জীবনের outlook বদ্‌লে গেছে যেন আনন্দও বটে। আনন্দ জীবনের দিতে হবে লেখাকে।

এতদিন ফাঁকা আনন্দ নিয়ে ছিলুম—কিন্তু জীবনে Selfish আনন্দের কোনো মূল্য নেই। দুঃখের মধ্যে দিয়ে, পরার্থের মধ্যে দিয়ে, মানুষের সেবার মধ্যে দিয়ে যে আনন্দ, জীবনে তাই হোক পরম সত্যের বাণী। ভগবান বল দিন। Great Angel World সাহায্য করুন।

আজ দুপুরে বঙ্গশ্রী থেকে টিকিট নিয়ে, 'মামি' বলে film দেখতে যাবো ভাবলুম। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত যাওয়া হোল না। 'বিচিত্রা'য় গিয়ে পরিমলের লেখাটা আনলুম।

সজনী, প্রমথ বিশী ওদের সঙ্গে অনেকক্ষণ রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষণিকা' নিয়ে আলোচনা হোল। আমি 'ক্ষণিকা'র বড় ভক্ত।

সে কথায় রাত হয়ে গেল অনেক। কারণ 'ক্ষণিকা'র কথা একবার উঠলে আমি স্থির থাকতে পারি না।

১২ই অগস্ট, ১৯৩৩। ২৭শে শ্রাবণ, ১৩৪০। শনিবার

আজ সকালে সুপ্রভাদের হোস্টেলে গেলুম। সুপ্রভাকে Spiritualism-এর কথা শোনালুম অনেক। ওখান থেকে নীরদের বাসায়। চারুবাবু এলেন সেখানে। নীরদের ওখান থেকে বন্ধুর বাসায় এলুম। বন্ধুর বৌ চা ও খাবার খাওয়ালে। আমি আবার বিছানা এঁটো করে বস্‌লুম। জিতেন এসেচে ওর মেয়ের operation করাতে। বেলা একটায় বাসায় ফিরে খেয়ে Undiscovered Country বইটা শেষ করি। বিকেলে খুব ঝড়বৃষ্টি এল। আমি বেরিয়ে ভাবলুম 'বঙ্গশ্রী'তে যাবো। পথে ইউনিভার্সিটির হরেকৃষ্ণবাবুর সঙ্গে দেখা। হরেকৃষ্ণবাবু বল্লেন সেখানে কেন আর যাবেন, খুব খাওয়া দাওয়া হোল সেখানে জন্মাষ্টমী উপলক্ষ্যে [—] আমি সেখান থেকে আস্‌চি—সব শেষ হয়ে গেল—ফুটপাথে বসে পড়লুম। আমি ও হরেকৃষ্ণবাবু খানিকটা গল্প কর্ত্তে কর্ত্তে খানিকটা গেলুম।

আমি College Square-এ পুরনো বই-এর দোকানে ঘুরে বাসায় এলুম। একটা অত্যন্ত সুন্দরী মেয়ে মোটরে যেতে দেখলুম। রাত্রে বাদলা এল।

১৩ই অগস্ট, ১৯৩৩। ২৮শে শ্রাবণ, ১৩৪০। রবিবার

দুপুরের পরে নীরদবাবুদের flat-এ গেলুম। এ বছর এই প্রথম তালের বড়া খেলুম—আজ নন্দোৎসব ভালই হয়েচে—এই সময় ছেলেবেলায় আমার একবার খুব পাঁচড়া হয়েছিল, আমি বসে বসে ইংরিজি ম্যাগাজিন পড়তুম—সেই একটা গল্প পড়ে আমার বালকমনে অদ্ভুত ভাব হয়েছিল। বৃন্দাবনদের বাড়ী—জন্মাষ্টমীর নিমন্ত্রণ খেতে গিয়েছিলুম নন্দোৎসবের দিন—সে হোল ১৯১২ সালে। তারপর আর কখনও ওদের বাড়ী জন্মাষ্টমীতে নিমন্ত্রণ খাইনি। ২১/২২ বছর আগেকার কথা।

প্রমোদবাবু এলেন, আজ খুব Spiritualism-এর চর্চ্চা হোল। তারপর ওখান থেকে বঙ্গশ্রী আপিসে এলুম। হরেকৃষ্ণবাবু, শৈলজা, নলিনী সরকার— সবাই এসেচে দেবেনের বিয়ের বৌভাতে নিমন্ত্রিত হয়ে।

রাত্রে সবাই গিয়ে খুব আমোদ করে খাওয়া গেল।

ছবিঘরে আজ নীরদবাবুদের সঙ্গে গিয়ে সিনেমা দেখবার কথা ছিল—সেখানে গেলামও ফিরবার পথে [—] কিন্তু তখন ছবি আরম্ভ হয়ে গিয়েচে—

১৪ই অগস্ট, ১৯৩৩। ২৯শে শ্রাবণ, ১৩৪০। সোমবার

স্কুলে ছোট ছেলেরা আমাকে ভারী ভালবাসে। আমাকে জড়িয়ে ধরে ছুটে এসে, ছাড়তে চায় না, ভয়ও করে না।

স্কুলে যাবার আগে ইউনিভার্সিটি গেলুম ফর্ম্ম দিতে। তারপর এলুম বঙ্গশ্রীতে। সেখানে সুনীতিবাবুর সঙ্গে দেখা হোল—তিনি কাল ঢাকা যাবেন বল্লেন। ওখান থেকে বার হয়ে পুরোনো বইদোকানের কাছে শৈলজা ও সুবলের সঙ্গে দেখা—তাদের সঙ্গে কথা হোল আগামী কাল রূপবাণীতে "Dr. Jekyl & Mr. Hyde" দেখতে যাবো। তারপর গেলুম নীরদবাবুর flat-এ। সেখানে সোমনাথবাবুর আস্‌বার কথা ছিল—কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি এলেন না। আমরা আহারাদি করে আড্ডা দিয়ে অনেক রাত্রে বাড়ী ফিরলুম। Electric Companyর Show roomটা ভারী সুন্দর সাজিয়েচে Victoria House-এ।

১৫ই অগস্ট, ১৯৩৩। ৩০শে শ্রাবণ, ১৩৪০। মঙ্গলবার

ছুটির পরে রূপবাণীতে গেলুম, কাল শৈলজার সঙ্গে কথা ছিল দুজনে 'Dr Jekyl & Mr. Hyde' দেখবো। কিন্তু আমি গিয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম, কোথায় শৈলজা? দাঁড়িয়ে থেকে থেকে আমি হেঁটে রমেশবাবুর আড্ডায় এসে জম্‌লাম। কাল সেখানে তুমুল তর্ক বাধল রাম অধিকারীর ভাইয়ের সঙ্গে Spiritualism নিয়ে। সে আবার Rationality League-এর মেম্বর। সে তো ওসব

মানেই না। আমি তাকে বুঝিয়ে দিলুম—চুলচেরা তর্ক রাত ৯।। ০টা পর্য্যন্ত হবার পরে যে যার বাসায়ফেরা গেল। সে আমার সঙ্গে হ্যারিসন রোডের মোড় পর্য্যন্ত এল।

আজ রাতে বড় গরম।

১৬ই অগস্ট, ১৯৩৩। ৩১শে শ্রাবণ, ১৩৪০। বুধবার

স্কুল থেকে থ্যাকার্স স্পিঙ্কের দোকানে গেলুম। সকালে আশিস্ গুপ্ত ও মহম্মদ কাসেম এল। সিধু—মেজমামার ছেলে সিধুর সঙ্গে দেখা। সে আমার সঙ্গে স্কুল পর্যন্ত গেল।

স্কুল থেকে দোকানে গিয়ে বই দেখলুম। তারপর খুব বৃষ্টি এল—বেরিয়ে পরেশদের দোকানে মাংস ও পরোটা খেলুম। তারপর বঙ্গশ্রীতে খানিকটা আড্ডা—দিয়ে চাঁপাফুল কিনে মেসে ফিরলুম আমি ও পরিমল।

রাত্রি অন্ধকার। বারান্দায় মাদুর পেতে শুয়ে অনেক রাত পর্যন্ত নানা কথা ভাবলুম। আজ ৩১শে শ্রাবণ, কাল ১লা ভাদ্র। দিনটা স্মরণীয় দিন বটে।

১৭ই অগস্ট, ১৯৩৩। ১লা ভাদ্র, ১৩৪০। বৃহস্পতিবার

সকালে P. C. Sircar এল। তারপর স্কুলে গেলুম—টিফিনের সময় একবার গেলুম বঙ্গশ্রীতে। বৈকালে ওদের আপিস্ হয়ে গেলুম থ্যাকার্সের ওখানে বই কিনতে। ফিরে বঙ্গশ্রীতে এসে দেখি খুব আড্ডা বসেচে। কৃষ্ণধনবাবু, মনোজ বসু ইত্যাদি। পশুপতিবাবু এলেন—তাঁর মোটরে বাসায় ফিরলুম—বেজায় বৃষ্টি। মীরা ছিল গাড়ীতে, তার সঙ্গে একটু তর্ক হোল। রাত্রে কৃষ্ণধন এসে চপ খাইয়ে গেল। শৈলেনও এল।

১৮ই অগস্ট, ১৯৩৩। ২রা ভাদ্র, ১৩৪০।শুক্রবার

স্কুলের পর আমি, পরিমল, সুকুমার সেন, সজনী সবাই থ্যাকারের ওখানে বই দেখতে গেলুম। ভয়ানক বৃষ্টি-বাদল চল্‌চে। বই কিনে বাইরে এসে দেখি খুব বৃষ্টি—ট্রামে বাসায় চলে এলুম। আজ সকালে সেই মুসলমান গল্পলেখক ছোকরাটি এসেছিল।

১৯শে অগস্ট, ১৯৩৩। ৩রা ভাদ্র, ১৩৪০।শনিবার

এদিন ছুটির পরে বঙ্গশ্রী আপিসে গেলুম। সজনী ও কিরণ চা আনালে ও তারপর একটা কথা নিয়ে তর্ক বাধালে। আমি সেখান থেকে বেরিয়ে বউবাজার থেকে খাবার কিনে বরিশাল এক্সপ্রেস ধরলুম। ঝড়বৃষ্টি। তার আগে সিধুকে ১১টার গাড়ীতে বনগাঁয়ে পাঠিয়েছিলুম। মোটর থেকে নেমে দেখি সিধু মোটরের কাছে দাঁড়িয়ে আছে। বাসায় গিয়েই রাত্রে দেখি তালের বড়ার আয়োজন হয়েচে। আমি বীরেশ্বরবাবুর ওখানে গিয়ে অনেকক্ষণ কাটালুম। তারপর বিভূতির সঙ্গে দেখা কর্ত্তে ক্লাবে গেলুম। ক্লাবে সবাই বললে কাল আসতে, বই Selection-এর মিটিং আছে। রাত্রে এসে তালের বড়া খাওয়া গেল। মাঝরাত্রে বৃষ্টি পড়তে লাগলো [—] ঘরে উঠে পড়লুম। [।]

২০শে অগস্ট, ১৯৩৩। ৪ঠা ভাদ্র, ১৩৪০। রবিবার

সকালে উঠে বন্ধুর সঙ্গে দেখা করলুম। সে আজ খুব মদ খেয়েচে। বিপ্রদাসবাবু সেখানে বসে আছে। বেলা ১১টার সময় আমি ও দেবেশ মোটরে বারাকপুরে গেলুম। পুঁটি দিদি বল্লে আজ সইমার তিথি। খাওয়া গেল। পথে বেজায় জলকাদা। এবার বেজায় বর্ষা। দেশ ভেসে গিয়েচে। বাঁশবাগানের বরোজপোতার ডোবার জল আমাদের তেঁতুলতলার কোল পর্যন্ত এসেচে। তবুও অদ্ভুত রূপ। ইছামতী দেখলুম না—সময় হোল না। চিন্তের বাড়ীর বাগানের একটা গাছের গায়ে কত মাকাল ফল পেকে গাছ আলো করে আছে। ছেলেবেলায় এই ফল বড় ভালোবাসতুম—এখনও বাসি। দুপুরের পর বনগাঁয়ে এসে খেয়ে ওপারে জিতেনের ডাক্তারখানায় যাই। রাত্রে আমি ও বিভূতি ক্লাবে বই Selection করলুম। বীরেশ্বরবাবুকে বই দিলুম রাত্রে।

২১শে অগস্ট, ১৯৩৩। ৫ই ভাদ্র, ১৩৪০।সোমবার

সকাল সকাল আজ আহারের বন্দোবস্ত হোল কারণ আজ গ্রহণ—কঙ্কণ গ্রাস। সিধু সকালে মুড়ি কিনে আন্‌লে। আমি স্নান করে গিয়ে দেখি ননীদা মাছ ধরবার যোগাড় করচে। একটানালফুল তুলে আন্‌লুম। তারপরে বসে Moses-এর বই পড়তে লাগলুম। তিনু এল—বন্ধুর ভয়ে পালিয়ে এসেচে। খাওয়া সেরে অনেকক্ষণ ধরে বীরেশ্বরবাবুর বাসায় গিয়ে আলোচনা হোল নানা বিষয়ে। তারপর সেখানে গ্রহণ দেখলুম। থার্ডমাস্টারের সঙ্গে চাষ সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা হোল। তিনি বল্লেন চাষে আর সুবিধে নেই—বিশেষ ভদ্রলোকের। বৃষ্টি এল—থামে না। তারপর বাসায় এলুম। তারপর সে কি ঘোর বৃষ্টি! ভোলানাথবাবু দেশ থেকে এসেচেন— বল্লেন দেশে ধান ভেসে গিয়েচে বৃষ্টিতে। বৈকালে ট্রেনে এলুম—দুধারের কি অপূর্ব্ব শোভা!? এই বইখানা পড়তে পড়তে চারিধারে চেয়ে সে সবুজ বন ও মাঠ দেখে সন্ধ্যায় সে কি আনন্দ!

২২শে অগস্ট, ১৯৩৩। ৬ই ভাদ্র, ১৩৪০। মঙ্গলবার

সকালে পি সি সরকারের ছেলে এল। আমি স্কুল থেকে বঙ্গশ্রীতে গেলুম সেখানে। শুনলুম বুদ্ধদেব বসু আমার নামে এক Lampoon লিখেচে উত্তরাতে। তাই নিয়ে নীরদ প্রবাসী থেকে ফোন্ কর্ল্লে। আমরা অনেকক্ষণ তাই নিয়ে আলোচনা কর্ল্লুম। তারপর ওখান থেকে

বেরিয়ে আমি ও চৈতন্যদেব এলুম গলির মধ্যে দিয়ে—M. C. Sircar-এর দোকানে। সেখানে গল্পগুচ্ছ নিলুম ও P. C. Sircar দোকান হয়ে বাসা।

রাত্রে অন্ধকার আকাশের তলে বাইরের বারান্দায় শুয়ে অনেকদিন পরে নানা চিন্তা করলুম—ঈশ্বর সম্বন্ধে। এ ধরনের গভীর চিন্তা অনেকদিন করি নি।

২৩শে অগস্ট, ১৯৩৩। ৭ই ভাদ্র, ১৩৪০।বুধবার

সকালে মহিমবাবু ও আশিস গুপ্ত এলেন। বেশ বৃষ্টির মধ্যে স্কুলে গেলুম। স্কুলে খুব সুন্দর রৌদ্র উঠল—নীলাকাশ চোখে পড়ল। অনেকদিন পরে ছুটির পরেই বউবাজার থেকে ভুট্টাপোড়া কিনে বাসায় এলুম—আর বছরের মত। সন্ধ্যার সময় একটু বেরিয়ে P. C. Sircar-এর দোকানে গিয়েছিলুম। ফেরবার পথে পরিমলের সঙ্গে দেখা।? খোঁজ করে চা-এর দোকানে পেলুম না।

বাসায় এইমাত্র ফিরি।

২৪শে অগস্ট, ১৯৩৩। ৮ই ভাদ্র, ১৩৪০। বৃহস্পতিবার

সকালে এল টরু ও নুটু। নুটুকে বারাকপুরের বাড়ী কেনার প্রস্তাবের কথা বল্লুম। তারপর টরুর সঙ্গে স্কুলে গেলুম। সেখান থেকে বার হয়ে বঙ্গশ্রী আপিসে যাই। তারপর বই কিনে এনে বাড়ী বসে পড়ছিলুম। সন্ধ্যার দিকে মেঘ হোল। সুন্দর মেঘ বারান্দায় বসে দেখ্লুম।

২৫শে অগস্ট, ১৯৩৩। ৯ই ভাদ্র, ১৩৪০।শুক্রবার

সকালে প্রথমে এল শৈলেন 'ছায়াসীতা'র সমালোচনার জন্যে। একটা দিলুম লিখে। এদিকে Spiritualism-এর বই পড়বার জন্যে খুব ব্যস্ত রয়েছি। তারপর এল মহিমাবাবু। বল্তে যে অমলের বাড়ী থেকে আপনাকে নিমন্ত্রণ কর্ত্তে আসবে। তারপর এল পি. সি. সরকার। তারপর এল মুসলমান সাহিত্যিক দুটি—তারপর আবার মহিমা ও তার দুই বন্ধু।

স্কুল থেকে বঙ্গশ্রীতে গেলুম। সজনীর সঙ্গে তুমুল তর্ক। তারপর এল দেবী ও জ্ঞানদা। জ্ঞানদা লোকটা সত্যই ভালো। ঈশ্বর সম্বন্ধে কথা খুব আগ্রহ করে শুনলে।

বৃষ্টি এল [—] ক'জনে ওখান থেকে বার হয়ে বাইরে এলুম। জ্ঞানদা একখানা বায়োস্কোপের টিকিট দিলে—আস্বার সময় নুটুকে দিয়ে এলুম [—]? আলো জ্বেলে পড়চে অনেকদিন পরে দেখ্লুম—কিন্তু তখন বৃষ্টি পড়চে —ছাতা নেই—এজন্যে গেলুম না।

২৬শে অগস্ট, ১৯৩৩। ১০ই ভাদ্র, ১৩৪০। শনিবার

নীচের ক্লাসে অঙ্কের পরীক্ষা নিয়ে ওপরের ছাদে চলে গেলুম। আজ পরিপূর্ণ শরতের রৌদ্র উঠেচে— আকাশের রং অদ্ভুত ধরনেরন নীল—ছুটির পরে কতক্ষণ ছাদে একা একা দাঁড়িয়ে 'জনতার মাঝে জনগণ পতি' গানটা গাইলুম। মেঘস্তূপ চারিধারে—তাদের রংও অতি সুন্দর। তারপর তিনটার পরে বেরিয়ে নেড়ার সঙ্গে দোকানে দেখা করে নীরদবাবুর flat-এ গিয়ে খুবআড্ডা দিলুম ও সেখানেই খেলুম। প্রমোদবাবুও এলেন। রাত এগারোটার সময় বাড়ী এলুম।

বাড়ী এসেই চক্ষুস্থির। প্রবাসী চিঠি দিয়েছে কালই লেখার কপি চাই। এদিকে আমার লেখা এগুই নি [এগোয়নি]। কি উপায় যে করি?

২৭শে অগস্ট, ১৯৩৩। ১১ই ভাদ্র, ১৩৪০। রবিবার

সকালে রাধা এল, তারপর এল অমিয় শ্রীরামপুর থেকে। আমি খুব সকালে কালকার রাত্রের রাঁধা পোলাও খেলুম। একটু ঘুমিয়ে নীরদবাবুদের ফ্ল্যাটে গিয়ে দেখি শুধু নীরদবাবুর স্ত্রী আছেন। আধ ঘণ্টার মধ্যে প্রমোদবাবু ও নীরদবাবু এলেন। আমরা মোটরে বেলুড় গেলুম। কিন্তু সে বাড়ীটা অন্য ভাড়াটে এসেচে। আমরা একটা বাঁধাঘাটে গেলুম—কি সুন্দর বৈকালের আকাশ, মেঘস্তূপ [—] দূরে বালি ব্রীজ। সেখান থেকে লিলুয়া একটা বাগানবাড়ী গেলুম। তারপর ফিরে এসে ফ্ল্যাটে জেলি দিয়ে লুচি ও চা খেয়ে রাত সাড়ে নটা পর্য্যন্ত কেবল তর্ক হোল পুজোয় কোথায় যাওয়া যাবে। কেউ বলে নাগপুর, কেউ বলে ভিজাগাপটন্, কেউ বলে চুনার। কিছুই শেষ পর্যন্ত ঠিক হোল না। এইমাত্র ট্রামে বাসায় ফিরে এলুম। হাওয়া নেই আজ, বেজায় গরম।

২৮শে অগস্ট, ১৯৩৩। ১২ই ভাদ্র, ১৩৪০।সোমবার

সকালে উঠেই শ্যামবাজারে গেলুম নভেলের কপি নিয়ে প্রবাসীর জন্যে নীরদের কাছে। সেখানে কতকগুলি স্টিরিওস্কোপিক ছবি দেখ্লুম অতি অপূর্ব্ব। সত্যিই ভারতবর্ষে এমন সুন্দর সব দেশ আছে। দ্বারিক ঘোষের দোকানে লুচি খেয়ে ট্রামে স্কুলে এলুম। সেখান থেকে বার হয়ে ইউনিভার্সিটির চাক্তিখানা নিয়ে গেলুম ইউনিভার্সিটিতে। পথে সঙ্গে গেল শান্তি। চেক্ বার করে নিয়ে প্রেসে ধীরেনের সঙ্গে দেখা করলুম—তারপর বাসায় এলুম। একটু পরে করুণা এল। তার সঙ্গে গল্প কর্ত্তে কর্ত্তে বেরিয়ে পড়লাম—বইয়ের দাম সম্বন্ধে পি. সি. সরকারের সঙ্গে কথাবার্ত্তা হোতে লাগল। আমি ও সরকার গোলদীঘির বেঞ্চিতে গিয়ে বস্লুম।

অনেক রাত্রে এসে দেখি নগেন চাকর মেস্ ছেড়ে পালিয়েচে [—] রান্না হবে অনেক রাত্রে। বসন্ত কোনো রকমে চালিয়ে নিলে।

২৯শে অগস্ট, ১৯৩৩। ১৩ই ভাদ্র, ১৩৪০। মঙ্গলবার

স্কুল থেকে বঙ্গশ্রীতে গেলুম লেখার কপি দিতে। চা ও সিগারেট খেলুম—সুশীল দে ঢাকা থেকে এসেচেন—দেখা হোল। একটু পরে ব্রজেনদা এলেন প্রবাসী থেকে। বল্লেন কেদারবাবু লেখা শেষ করে দিতে বলেচেন। ভাবলুম পূজোর ছুটিতে বসে বসে লিখবো। ওখান থেকে বাড়ী আসবার পথে বৃষ্টি এল। পথে একটা জায়গায় দাঁড়ালাম। তারপর বাসায় এসে কামিয়ে স্নান করে কাপড়চোপড় পরলুম। একটু পরে অমল ও মহিমা নিতে এল। প্রথমে মণীন্দ্রবাবুর বাড়ী গেলুম। মণি বল্লে আলাদা একটা ভাল ঘরে থাকো। আমিও তাই ভাবচি। তারপর আমরা সবাই হেঁটে বালিগঞ্জে গেলুম। বেশ বড়লোকের বাড়ী। অনেকগুলি ছেলে জুটেছিল। বাড়ীর একটি মেয়ে গান করলে। তারপর বেহালা বাজানো হোল। রাত ১০টার সময় খাওয়ার ডাক পড়ল। আহারাদির পরে ওরাই মোটরে করে পার্ক সার্কাসে পৌঁছে দিয়ে গেল। ওখান থেকে বাসে চলে এলুম। মনে ছিল না যে এই সেই জন্মাষ্টমীর রাত্রির পরদিন। সেই বারাকপুরের ভাঙা ভিটেবাড়িতে আজ—না জানি কত গাছই গজিয়েচে!

৩০শে অগস্ট, ১৯৩৩। ১৪ই ভাদ্র, ১৩৪০। বুধবার

সকালে উঠে সুপ্রভাদের হোস্টেলে গেলুম প্রথম। সেখান থেকে বন্ধুর বাসা। বন্ধুর বউ চা ও পরোটা খেতে দিলে। সেখান থেকে সোজা স্কুলে, এল অবনী রায়। অবনীবাবু মীরাটে বদলি হয়েচে, শনিবারে farewell হবে, সেকথা বলতে। আমি পড়ছি Wasserman [Wassermann]-এর World's Illusion নামে নভেলখানা। স্কুল থেকে বেরুচ্চি, পণ্ডিত মশাই বল্লেন খাবার নিয়ে যাচ্চি [—] M. A &? এর মিটিং। আমি প্রথমে বঙ্গশ্রী, সেখানেএলেন সুকুমার সেন। সেখান থেকে ট্রামে আশিস্ গুপ্তের বাড়ী। চা ও খাবার খাওয়া হোল, গল্পগুজবও হোল। তারপরে দুজনে বেরিয়ে দক্ষিণাবাবুর বাড়ী এলুম। জ্যোৎস্না পাশ করেচে, লেক স্কুলে মাস্টারী করচে। সেখান থেকে বার হয়ে দোতলা বাসে আমি ও আশিসবাবু এলুম কলকাতায়। আমি এলুম পি. সি. সরকারের দোকানে। চেকের টাকা আনেনি বল্লে। বাসায় এসে স্নান কর্ল্লুম। খুব রৌদ্র ছিল আজ, খুব হাওয়া আছে। আজও জন্মাষ্টমীর তৃতীয় দিন। তামাক খেতে খেতে সে কথা মনে হোল।

৩১শে অগস্ট, ১৯৩৩। ১৫ই ভাদ্র, ১৩৪০। বৃহস্পতিবার

সকালে স্কুলে গেলুম। Wasserman-এর বইখানা পড়চি—খুব ভাল লাগচে। স্কুল থেকে হেঁটে এলাম P. C. Sircar-এর দোকানে—চেকে টাকা নিয়ে ঢুকলাম ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউটে, সেখানে আজ Foundation day celebration-এর খাওয়া আছে। ওখানে বুড়োর সঙ্গে দেখা হোল—এবার বি.এ. ফেল করেচে। দেখে বড় আনন্দ হোল। তারপর বাসায় এসে বই পড়চি, করুণা এসে বল্লে রিপন কলেজের সাহিত্য ইউনিয়ন থেকে আপনাকে অভিনন্দন দেবে। দুজনে বেরিয়ে কলেজ স্কোয়ার পর্য্যন্ত পৌঁছেচি—এমন সময় ঘোর বৃষ্টি। একটা জায়গায় দাঁড়ালুম। তারপর বাসে ভবানীপুর হরেনের বাড়ী। হরেনের ছেলে বেশ বড় হয়েচে দেখে তো আমি অবাক। সেখানে বসে পুরোনো আমলের গল্পগুজব করলুম। তারপর আহারাদির পরে বাসে চলে এলুম বাসায়। চমৎকার জ্যোৎস্না, বারান্দায় এসে পড়েচে—শুয়ে ভারী আরাম হোল—তাই ভাবি কলকাতা না হোলে রাত্রে ঘুম হবে আর এমন কোথায়?

১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৩৩। ১৬ই ভাদ্র, ১৩৪০। শুক্রবার

সকালে নুটু ও অবনী রায় এল। স্কুলে গেলুম—১২॥০টায় ছুটি হয়ে গেল—আমি বার হয়ে বঙ্গশ্রীতে গেলুম। সেখান থেকে কিরণবাবুর কাছ থেকে পয়সা নিয়ে নেড়ার দোকানে গিয়ে ওর দশটা টাকা নিয়ে এলুম। তারপর থ্যাকার স্পিঙ্ক-এর দোকানে গিয়ে দেখি বইগুলো ঠিক রেখে দিয়েচে। সাহেব বল্লে তুমি নিয়ে যাবে নাকি? ওখান থেকে ট্রামে স্কুল। একটু পরে চারু বিশ্বাস এলেন। তাঁর সঙ্গে বিলাতের গল্প করলুম। সভা হোল, আমি মানপত্র পড়লুম। তারপর ভূরিভোজন হোল। চা খেয়ে আমি ও ক্ষেত্রবাবু বউবাজার দিয়ে বাসায় চলে এলুম। ক্ষেত্রবাবু একটা কোকো আমাকে উপহার দিলেন।

আজ বৃষ্টি নেই, খুব হাওয়া, আকাশে ঘোলা ঘোলা মেঘ। স্নান করলুম বাসায় এসে। একটু ভাবলুম—অনন্ত বিশ্বের কথা, নক্ষত্রজগতের কথা।

২রা সেপ্টেম্বর, ১৯৩৩। ১৭ই ভাদ্র, ১৩৪০। শনিবার

Engagement-এর ভিড়ে কলিকাতায় জীবন দুর্ব্বিষহ হয়ে পড়েচে। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত শুধু engagement আর engagement! এ সেই ভাগলপুর নির্জ্জন জীবনের ঠিক উল্টো। আজ সকালে রিপনের ছেলেরা এল আমার সঙ্গে দেখা কর্ত্তে সেই reception দেওয়া সম্পর্কে। তারপরমহিমা এল। তারপর স্কুল থেকে গেলুম নীরদবাবুর ওখানে। পথে দেবব্রতের সঙ্গে দেখা। নীরদবাবুর ওখানে চা খেয়ে গল্প করে এলুম বঙ্গশ্রীতে। সেখান থেকে মিলে গেলাম ব্রডকাস্টিং স্টেশনে। করুণাও সেখানে ছিল। সেখানে বক্তৃতা হোল। ওখান থেকে বেরিয়ে সোজা এলুম অবনী রায়ের অভিনন্দন সভায় বেচু

চাটুয্যে স্ট্রীটে। উপেন গাঙ্গুলী সভাপতি। সুশীলবাবু এসেছিলেন, আমার খোঁজও করেছিলেন—দেখা হয় নি। জলযোগ সেরে আমি ও রমেশবাবু বেরুলাম। উপেন সিংহ মশায়ের সঙ্গে দেখা হোল অনেককাল পরে। বৃদ্ধকে ভাল লাগে বড়। এসে দেখি রসচক্র সংসদ থেকে ওদের বার্ষিক উৎসবে যাবার জন্যে বলে গিয়েচে।

Engagement-এর চোটে আর পারিনে।

৩রা সেপ্টেম্বর, ১৯৩৩। ১৮ই ভাদ্র, ১৩৪০। রবিবার

সকালে উঠে রাধা এল। দুজনে চা খেলুম—তারপর আমি বাসে গেলুম বনহুগলী০. C. Ganguly-র বাগানবাড়ীতে, রসচক্রের উৎসবে। মুরলী, নৃপেন, কালিদাস রায়, সত্যেন সবাই এল। খুব গল্পগুজব খাওয়া দাওয়া হোল। আমি খুব সকালে গিয়ে পৌঁছোলাম। সুন্দর ঘরখানি বাগানবাড়ীর—বসে লিখ্‌তে বেশ আরাম। বেলঘরের এক ভদ্রলোক অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে খাওয়ালেন। ওখান থেকে বার হয়ে হেঁটে এসে বালি ব্রিজে এলুম। দুধারে কত সব বাগানবাড়ী—গঙ্গার জলে ডুবুডুবু হয়ে আছে—আমার শৈশবের কথা, হুগলীর কথা মনে করিয়ে দেয়। নরেনদা বল্লেন চিত্রকূটে যাচ্চেন। বালি পুল পার হয়ে ট্রেনে এলুম শ্রীরামপুরে। দিনটা বেজায় গুমট। রোদ নেই, চাপা রোদ মেঘের আড়ালে। লীলাদিদির সঙ্গে অনেকক্ষণ গল্প হোল। তারপর পাবলিক লাইব্রেরীর মিটিং শেষ করে খুকীদের বাড়ী গেলুম। খুকীর ছেলেটি—যাকে আমি ভালবাসি খুব—তার জ্বর হয়েচে। খুকীর ননদ এসে তার বরের জন্যে চাকুরী করে দিতে বল্লে। অনেকক্ষণ বসে গল্প কর্ল্লে। বেশ মেয়েটি [—] ইংরিজিও জানে। দিদির বাড়ী ফিরে এসে বাইরের ছাদে বসে খাওয়া ও গল্প হোল। বেশ জ্যোৎস্না—তবে হাওয়া নেই। মেসে ফিরে এসে বারান্দায় শোয়া গেল—জ্যোৎস্নাভরা বারান্দা। শেষরাত্রে ঘুম ভেঙে গেল— জ্যোৎস্না ফুটফুট করচে। চাঁদের দিকে চাইতে পারি নে।

৪ঠা সেপ্টেম্বর, ১৯৩৩১৯শে ভাদ্র, ১৩৪০। সোমবার

সকালে মনটা আজ কেন যে খুসি হোল, তা কিছু বুঝতে পারলুম না। আকাশ ঘন নীল, প্রখর রৌদ্র শরতের—রৌদ্রে বসে বসে রবীন্দ্রনাথের 'ঊষা দিশাহারা নিবিড় তিমির আঁকা' এই কবিতাটি আবৃত্তি করলুম। মনে যে কি আনন্দ, সে আর বলতে পারি না।

তারপর স্কুলে গেলুম। স্কুল ২-৪০ মিনিটে ছুটি হয়ে গেল। শ্যামবাজার পর্যন্ত ট্রামে বেড়িয়ে এলুম। সকাল সকাল তামাক কিনে বাসায় ফিরলুম। স্নান করলুম। কৃষ্ণধনবাবু এলেন। শুনলুম পশুপতিবাবু এসেছিলেন সন্ধ্যাবেলা।

৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৩। ২০শে ভাদ্র, ১৩৪০। মঙ্গলবার

সকালে 'সমাচার' ও পূর্ব্বাশা' থেকে লোক এল লেখা নিতে। আমি দিতে পারবো না বল্লুম অবিশ্যি। স্কুল থেকে বঙ্গশ্রী। সেখানে এলেন সুনীতিবাবু। ওখান থেকে গেলুম ট্রামে শ্যামবাজার। নীরদের বাড়ী গিয়ে দেখি নীরদ নেই। এলুম বন্ধুর বাড়ী—বন্ধুর বউ একা রয়েচে। নীরদের ওখান থেকে স্টিরিওস্কোপ নিয়ে বাসায় ফিরলুম। আজ রবীন্দ্রনাথের ঐ কবিতাটি—'আছে শুধু পাখা আছে মহা নভঃ অঙ্গন' মনে বড় আনন্দ দিয়েচে—সর্ব্বদাই ওটার আবৃত্তি করচি মনে মনে।

টরুদের আবৃত্তি করে শুনালুম।

শেষরাত্রে ঘুম ভেঙে গেল। চাঁদের জ্যোৎস্না বারান্দায় পড়েচে। ভোরের হাওয়া দিচ্চে। ক্ষুদুর বাবা উঠে বাইরে এল। কত কথা মনে পড়ে যায় এই শরতের প্রত্যুষে। কত শৈশবের মধুর বার্ত্তা, জীবনের কত আনন্দময় অভিযান!

৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৩। ২১শে ভাদ্র, ১৩৪০। বুধবার

স্কুলে যেতে দেরী হয়ে গেল। বঙ্গশ্রীর জন্যে গল্প লিখ্‌তে। স্কুল থেকে মোটরে নীরদ বাবুর flat। পথে রঞ্জনের সঙ্গে দেখা, তাকে stereoscope-এর ছবি দেখালুম। তারপর চা খেয়ে নীরদবাবুদের ছবি দেখালুম। খুব বৃষ্টি এল। তারপর ট্রামে বাগবাজারে পশুপতিবাবুর কাছে। চা খেয়ে গল্পগুজব করলুম। ওখান থেকে নীরদের বাড়ী। নীরদের স্ত্রী ছিল—আরও অনেক slide দেখ্‌লুম। মলিনা এল, কিন্তু এরা আলাপ করিয়ে দিতে ভুলে গেল। কথা হোল একদিন সুপ্রভাকে নিয়ে আস্‌বে slide দেখাতে। বাসে ফিরলুম ৯।। টার সময়ে।

৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৩। ২২শে ভাদ্র, ১৩৪০। বৃহস্পতিবার

এদিন নীরদবাবুর flat-এ রাত্রে নিমন্ত্রণ ছিল। স্কুলে Inspector আসার দরুণ সকালে ছুটি হয়ে গেল। বঙ্গশ্রী আপিসে বসে রাত ৮টার পর পর্য্যন্ত আড্ডা দিলুম [।] তারপর নীরদবাবুর flat-এ গিয়ে রাত্রে আহার করে বাড়ী ফিরলুম রাত দশটায়। কাল বাড়ী যাবো।

৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৩। ২৩শে ভাদ্র, ১৩৪০। শুক্রবার

সকাল ৭॥০ টার গাড়ীতে বাড়ী এলুম। কি সুন্দর শরতের প্রাতঃকাল—লতায় লতায় শিশির, নবীন সূর্য্যালোক। বাঁধের ধারে ধারে কি চমৎকার বেগুনী বনকলমীফুল ফুটেচে, ভাগলপুরের নদীর ধারের একরকম

ফুল ফুটেচে—প্রত্যেক খাদে, ডোবাতে নালফুল। তারপর গাছে গাছে মাকালফল পেকে দুল্‌চে কি চমৎকার! ...বনগাঁয়ে এসে দেখি সিধু ঝগড়া করে চলে গিয়েচে। বৈকালে হাট করে এলুম—তারপর ক্লাবে গেলাম। বীরেশ্বরবাবুও ছিলেন। পিছনের বারান্দাতে বসে আমি ও বীরেশ্বরবাবু গল্প করি। গাড়ী থেকে নেমেই আমি খয়রামারির দিকে বেড়াতে গেলুম—কি সুন্দর, বৈকালেও একবার গেলুম—সেই বেগুনী রং-এর বনকলমী ফুল। জল বেজায় বেড়েচে ইছামতীর।

রাত্রে চাদ উঠ্‌ল। শিয়ালদহ স্টেশনে একটা ইউরেসিয়ান টিকিট কালেক্টর দেখ্‌লুম—ভারী সুশ্রী চেহারা।

৯ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৩। ২৪শে ভাদ্র, ১৩৪০। শনিবার

আজ অতি সুন্দর শরতের রোদ। সকালে মোটরে দেবেনের সঙ্গে গোপালনগর গেলুম। হাজারীর অসুখ—ওদের দোতলায় গিয়ে দেখ্‌লুম। পঞ্চানন ঘোষকে জমির কথা বললুম।

বৈকালে নৌকায় সাতভেয়েতলায় বেড়াতে গেলাম। এক মুহূর্ত্তে মনে হোল কোথায় লাগে উড়িষ্যার পাল্লাহাড়া স্টেটের বনভূমি, কোথায় বা হিমালয়ের sublime সৌন্দর্য্য। কূলে কূলে ভরা ইছামতী—ঝোপে ঝোপে ভায়োলেট্ বনকলমী ফুল—এদিকে আবার বেতের ঝোপ ঘন সবুজ, সে এক অপূর্ব্ব ব্যাপার। সে সৌন্দর্য্যের তুলনা হয় না। সাতভেয়ে ঠাকুরতলায় যখন গেলাম, তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। প্রকাণ্ড বটগাছটা সন্ধ্যায় অন্ধকারে যেমন প্রশান্ত গম্ভীর—তেমনি রহস্যময় দেখাচ্চে। কিছু খাবার কিনে খেয়ে আবার নৌকায় উঠ্‌লাম। আসবার সময় সে কি অপূর্ব্ব রূপ আকাশের, নদীজলের। মেঘের রং বদ্‌লে গেল—নদীজল রাঙা হয়ে, উঠেচে। ধারে ধারে ক্ষেতে সন্ধ্যায় ঝিঙেফুল ফুটেচে। কত শান্তি মনে এনে দেয়—চারিধার নিস্তব্ধ, দূরে বহুদূরে পশ্চিম আকাশে শুক্রতারা উঠেচে। মনে হোল আমার স্থান এই পাড়াগাঁয়ে। নদীতীরের ছোট্ট কুটীরে। কলকাতায় নয়—এদেরই কথা আমায় লিখতে হবে [—] এই ঝিঙেফুলের কথা—এই সহজ জীবনের কথা। জার্ম্মানি থেকে ধার করে আনা complex জীবন সমস্যা আমাদের দেশের নয়। রাত্রে দেবেন ও আমি, মিতে ক্লাবে বসে গল্প করলুম।

১০ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৩। ২৫শে ভাদ্র, ১৩৪০। রবিবার

সকালে উঠে স্নান সেরে এলাম। বন্ধুর সঙ্গে সঙ্গে গল্প করলুম খানিকটা। প্রভাতটা ভারী সুন্দর আজ—নির্ম্মল শরতের প্রভাত। মিতের আড়তে বসে অনেকক্ষণ গল্প করা গেল। সে আধ সের জিলিপী কিনে নিয়ে এল, আমাদের সবারই জন্যে। চা-সহ সেগুলির সদ্ব্যবহার করলুম সবাই মিলে। বৈকালের ট্রেনে কলকাতায় এলুম—আমি, শশধর ও সুনীল। বৈকালের আকাশের শোভা সত্যই অপূর্ব্ব। রাত্রে করুণা এল, তখন বাইরে শুয়ে আছি। রিপন কলেজের সম্বর্দ্ধনা সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা বলে গেল।

১১ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৩। ২৬শে ভাদ্র, ১৩৪০। সোমবার

সকালে রিপন কলেজের ছেলেরা আবার এল। নিরঞ্জন সাহা আর্টিস্ট এল, ললিতের ভাই এল। আমি স্কুল থেকে তিনটের সময় বঙ্গশ্রীতে গেলুম। সেখান থেকে আমি, সজনী ও কিরণ রবীন্দ্রনাথের বাড়ীতে রওনা হলুম। বিশেষ কাজ ছিল। পথে সুনীতিবাবু উঠলেন। আমরা বাইরে বসে আছি, সুধীর কর খবর দিতে গেল ওপরে [—] এমন সময় এলেন পশুপতিবাবুর স্ত্রী মোটরে। একটু পরে পশুপতিবাবুও এলেন। আমি তাঁদের সঙ্গে সঙ্গীত সম্মিলনীতে এলুম। ধূর্জ্জটিবাবুর বক্তৃতা হচ্চে [—] এখানে প্রমথবাবু আছেন। সোমনাথ মৈত্র এলেন। ওঁদের সঙ্গেআলাপ হোল—গিরিজাপতিবাবুর সঙ্গেও আলাপ হোল। তারপর আমরা সবাই ফিরলুম রাত্রে। এসে শুনলুম করুণা এসেছিল। বসে থেকে থেকে চলে গিয়েচে।

১২ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৩। ২৭শে ভাদ্র, ১৩৪০।মঙ্গলবার

সকালে স্কুল থেকে বঙ্গশ্রী গেলুম। সেখানে অনেকক্ষণ আড্ডা দেওয়ার পরে ট্রামে বাসায় এলুম। তারপর সুশীলবাবু এলেন রিপন কলেজে আমায় নিয়ে যেতে। গিয়ে দেখি সুন্দর ব্যবস্থা হয়েচে—কলেজের কমন্‌রুমে। সেখানে ছেলেরা আমায় অভিনন্দন দিলে—প্রমথ চৌধুরী মহাশয় সভাপতি। দেখ্‌লুম আমার ভূতপূর্ব্ব পূজনীয় অধ্যাপকগণ সকলেই উপস্থিত আছেন [—] রবি ঘোষ, আনন্দ সিংহ, বটুক ভট্টাচার্য্য, দেবপ্রসাদ ঘোষ প্রভৃতি। ১৯১৮ সাল আর আজ ১৯৩৩—১৫ বছরের পরে কলেজের কমনরুমে ঢুকে নানা ভাব মনে এল। ওরা অভিনন্দন পাঠ করলে, গলায় ফুলের মালা দিলেআমি কিন্তু বসে বসে ভাব্‌ছিলুম ১৯১৮ সালের কথা। অভিনন্দন সভা শেষ হয়ে গেলে জলযোগ হোল। রবি ঘোষ পাশেই বসলেন— তাঁর সঙ্গে গল্পগুজব হোল। তারপর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বই সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা হোল। সুশীলবাবু ও সোমনাথবাবুর সঙ্গে গাড়ীতে গেলুম ও সোমনাথবাবুর বাড়ীতে রাত ৯॥০টা পর্যন্ত আড্ডা দেওয়া গেল। ফিরবার পথে দেখি বঙ্গশ্রী আপিসে আলো জ্বলচে—

ঢুকে দেখি সজনী দাস ও অশোক চাটুয্যে গল্প করচে, অশোক গাড়ী করে পৌঁছে দিয়ে গেল।

১৩ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৩। ২৮শে ভাদ্র, ১৩৪০। বুধবার

সকালে করুণা, সুধীর, মহিমা, মাখনলাল মুখুয্যে ও মণীন্দ্র বসু এলেন। এদের সঙ্গে গল্পগুজব করে স্কুলে গেলুম। সেখান থেকে বঙ্গশ্রী আপিস। ওখান থেকে রাধিকা গাঙ্গুলীর সঙ্গে সেন্ট্রাল এভিনিউতে একজন ডাক্তারের ওখানে গেলুম খোকার অসুখের জন্যে। তারপর পথে এলুম পি সি সরকারের দোকানে। মধ্যে সিলেটের ছেলেটির সঙ্গে দেখা হোল। তারপর এলুম কুলদাবাবুর বক্তৃতা শুনতে থিয়োসফিক্যাল সোসাইটির হলে। পথে অচিন্ত্য ও শিবরাম বেরুচ্চে M.C. Sircar-এর দোকান থেকে। তারপর বাসায় এলুম কাপড় কিনে। পথে রেডিওতে নিউজ শোনবার জন্যে একটা দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে আছি, বঙ্গলক্ষ্মীর ধীরেনের সঙ্গে দেখা। নিউজ শুনতে গেলুম না—দেখলাম আরও দেরী। নৃপেন বল্‌ছিল কালকার সভার সংবাদ Associated Press-এ ও দিয়ে এসেচে। সেখান থেকে রেডিওতে দেবে।

১৪ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৩। ২৯শে ভাদ্র, ১৩৪০বৃহস্পতিবার

স্কুলে যাবার আগে আমাদের মেসের ছেলেটি আশু সান্ন্যাল নামে আর একটি ছাত্রকে নিয়ে এল। সে বেশ ভাল সনেট্ লেখে। একটা সনেট্ এনেচে বঙ্গশ্রীতে বার করবার জন্যে। বল্লে Ronsard-এর অনেকগুলো সনেট অনুবাদ করেচে।

স্কুল থেকে একটি ছেলে নিয়ে গিয়ে ধর্ম্মতলার মোড়ে খুব খাওয়ালে। তারপর স্কুল থেকে থ্যাকার্সের দোকানে গিয়ে অনেকগুলো বই কিনে আনলুম। সাধু সুন্দর সিং-এর একখানা বই এত ভালো লাগলো! রাত্রে অন্ধকার আকাশে ওপরে ছায়াপথ উঠেছে—আমি বাইরে বসে বইখানা পড়তে লাগলুম—এরকম ঘনীভূত আনন্দ কতদিন যে পাইনি! দূরের ভিটের কথা মনে পড়ল। আমার অভিনন্দনের মালাতে বাবার পুঁথির একটা পাতা গুঁজে রেখেচি, সে কথা মনে পড়লো—সমস্ত নাক্ষত্রিক বিশ্বের সুদূরপ্রসারী রহস্যের কথা মনে পড়লো—আমি কেমন অভিভূত হয়ে গেলুম।

১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৩। ৩০শে ভাদ্র, ১৩৪০। শুক্রবার

শরতের অতি সুন্দর প্রভাত—কিন্তু শেফালী ফুলের গন্ধ কৈ? শিশিরসিক্ত তাজা গাছপালা কৈ? সকালে বাগবাজারের সেই বৃদ্ধটি সেদিন থিওসফিক্যাল হলে যার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল—সে এল। তারপর এল কৃষ্ণদয়ালবাবু। উলিপুর ধামশ্রেণীর বাল্যের গল্প হোল। স্কুল থেকে গেলুম শিবশঙ্করের সঙ্গে ওদের বাড়ী। পথে দ্বারিকা, আরও কয়েকটি ছেলে আমারসঙ্গে গেল। রঞ্জন থাকে উদয়ন আপিসের পেছনের Flat-এ। সে আমায় দেখে দু-দুবার ছুটে পালালো। উদয়ন আপিসে চা খেয়ে বসে বসে গল্প করলুম [—] তারপর শিবশঙ্করের বাড়ী গেলুম। ওর বাবা অদ্ভুত ধরণের ডাক্তার। ওর ঠাকুরদাদা ১০৬ বছর বয়সে মারা গিয়েচেন ১৯২৫ সালে। সেখানেও খাবার ও চা খাওয়ালে—ওরা একটা কাগজ বার করবে তাই নিয়ে গেছল। ওখান থেকে বেলেঘাটাতে কিরণ মাসীমার বাড়ীতে এলাম। শান্তি কতকগুলো লেখা দেখালে আমায়। তারপর ওখান থেকে অনেককাল পরে প্রবোধ মামার বাসায় এলুম। রাত ৯০॥টা পর্য্যন্ত গল্পগুজবে বেশ কাটল। সেখানেও চা একদফা হোল। রাত দশটায় মেসে ফিরে দেখি টরু এসেছিল, খাতাবই রেখে দিয়েচে—কাল আবার আসবে। আজ রাত্রে যেমন অসহ্য গুমট গরম, এরকম বায়ুচলাচলশূন্য, বদ্ধ রাত্রি আমি অনেককাল কলকাতায় দেখিনি। অনেক রাত্রে ঘুম ভাঙলে দেখি বসন্ত চাকর বাসন মাজচে রাত ৩টা।

১৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৩। ৩১শে ভাদ্র, ১৩৪০। শনিবার

বিশ্বকর্মা পূজোর ছুটি। সকালে টরু এসেছিল—দুপুরে ঘুমিয়ে বহুকাল পরে একটা ভারী অদ্ভুত স্বপ্ন দেখ্‌লুম। পিসিমা, মা, সইমা এদের দেখ্‌লুম অনেকদিন পরে। পিসিমার বিষয়ে মাকে বল্‌চি যেন—মা, পিসিমা কি ভালো লোক, চলে গেলে আমরা কি করে থাকবো? মা বল্‌চেন—ঠিক, যা বলিচিস্। ভরতদের বাড়ীতে কার বিয়ে হবে। আবার ভাবচি ঘুমিয়ে নি—ওপাড়াতেও যেন কোথাও একটা জাঁকের বিয়ে আছে। ছেলেবেলাকার স্বপ্ন!...ঘুমিয়ে উঠে দেখি দিব্যি শরতের বিকাল—বেলা তিনটে বেজে গিয়েচে, একটা (?) মেঘলা, রোদ নেই।

তারপর শ্যামবাজারে গেলুম। দেশবন্ধু পার্কে বসে অস্ত আলোয় রাঙা আকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে কত কথা মনে এল।—আমি তখন নিতান্ত ছেলেমানুষ [—] সেই এক পূজোর দিন বাঁওড় থেকে নালফুল তোলা হয়েছিল—সে কথাই মনে পড়ে। বাবা এসময় প্রায়ই অসুখে ভুগতেন। তারপর পার্ক থেকে বার হয়ে সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোকের বাড়ী গেলুম। সেখানে পানিতরের যজ্ঞেশ্বর মুখুয্যের ছেলে বিভূতি মুখুয্যে ছেলে পড়াচ্চে। ওখান থেকে বার হয়ে বাসে এলুম উদয়ন আপিসে—সেখানে ধূর্জ্জটীবাবুর সঙ্গে বসে গল্পগুজব হোল। হেমেন বল্লেন আমার বাসায় একদিন কবে যাবে বলো। প্রমথ চৌধুরী বই পেয়েচেন

বল্লেন—আমের বউলের সম্বন্ধে কি একটা কথা জিগ্যেস্ [জিগ্যেস্] করলেন—আমি ভাল বুঝতে পারলুম না। রমেশবাবু ও আমি দুজনে এসে St. James Square-এ বসলুম। আজ রাত্রে কি ভীষণ গুমট—এমন গুমট এ বছর পড়েনি। আজ হেডমাস্টার যতীনবাবুর বাসায় গেছলুম।

১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৩। ১লা আশ্বিন, ১৩৪০। রবিবার।

সকালে উঠে নীরদ চৌধুরীর বাড়ী থেকে ছবির Slide আনতে গেলুম—তারপর গেলুম টরুদের বাসায়। সুপ্রভাদের হোস্টেলে এসে দেখি সে আজ সকালে খুব ভোরেই চলে গিয়েচে। বাসায় এসে! পড়লুম—তারপর ট্রামে নীরদবাবুর ওখানে গেলুম। সেখান থেকে মোটরে বোটানিক্যাল গার্ডেন। একটা উঁচু ঢিবি মত জায়গায় বসে চা খাওয়া হোল, ছবি দেখা হোল। আজই ঠিক হোল বিকানীর যাওয়া হবে। বাসায় ফিরে গিয়ে flat-এ বসে plan করা হবে ঠিক হোল—অত্যন্ত আনন্দ! এত আনন্দ ও উত্তেজনা অনেকদিন পাইনি। এই কদিনের মধ্যে কত কাজ যে মেটাতে হবে ঠিক করে নিতে হবে। flat [এ] এসে রাত ৯টা পর্য্যন্ত পরামর্শ ও মিটিং-এর পরে ট্রামে রওনা হলুম। নামলুম এসে সুধীরদের বাড়ী। মা ও সুধীরের স্ত্রী দেখা করলেন। ওঁরা লোক ভাল। খাওয়ানের [খোওয়ানোর] পরে সুধীরের স্ত্রী পাশে বসে গল্প করলে—বিকানীর যাবো সে সম্বন্ধে কথা। বেজায় গরম [—] বাইরের বারান্দায় শুয়েচি কিন্তু গরমে ঘুম নেই। শেষরাত্রে ঘন মেঘ করে এল ও বৃষ্টি সুরু হোল। সকালে খুব বৃষ্টি। গরম একদম পড়ে গিয়েচে।

১৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৩। ২রা আশ্বিন, ১৩৪০। সোমবার

বেজায় বৃষ্টিবাদলা সকাল থেকে। সকালে মাখন মুখুয্যে [,] টরু ও নিশিভূষণ মামার ছেলে এল। ভিজতে ভিজতে স্কুলে গেলুম। টিফিনের সময় বঙ্গশ্রীতে গিয়ে টাকার কথা বলে এলুম। সলিল আজ আমার হাতে খুব মার খেলে। ছুটির পরে হবিব আলাম বলে ছাত্রটির সঙ্গে গেলুম Bengal Phototype-এর দোকানে। তারপর গেলুম মহৎ আশ্রমে চা ও খাবার খেতে। মেঘভরা বৈকালে মেসে এলুম শোনপাপড়ি কিনে নিয়ে [—] কাপড়খানা দেখি শুকায় নি। দিনটা খুব ঠাণ্ডা। কাল সকালে মহালয়ার ছুটিতে বাড়ী যাবো।

১৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩৩।৩রা আশ্বিন, ১৩৪০। মঙ্গলবার

ভোরে উঠে বনগাঁয়ে এলুম ৫টায়। এবেলা বিভূতি আসে নি। এখানে এসে খয়রামারি বেড়িয়ে এলুম—পুকুরে স্নান করলুম। তারপর বৈকালে একবার হেডমাস্টারের কাছে বেড়িয়ে এসে আমাদের গ্রামের ছকু জেলের নৌকাতে সাতভেয়েতলায় বেড়াতে গেলুম। যাবার ও আসবার সময় গাছপালা বেতঝোপ ও কচুবনের জলের ধারে কি অপূর্ব্ব শোভা! বিশেষ করে যখন—ফিরবার বেলা এ সব ঝোপের গা দিয়ে নৌকা বেয়ে এলুম—সে কি অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য। সত্যি বাংলার গাছপালার যে অপূর্ব্ব রূপ, এমন বৈচিত্র্য, এমন শ্যামলতা, এমন প্রাচুর্য্য এক Tropical countries ছাড়া আর কোথাও ভৌগোলিক কারণেও সম্ভব নয়।

সন্ধ্যায় বিভূতির আড়তে বসে অনেক রাত পর্য্যন্ত গল্পগুজব করলুম।

২০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩৩। ৪ঠা আশ্বিন, ১৩৪০। বুধবার

সকালে উঠে খয়রামারির মাঠে বেড়াতে গিয়ে ব্যায়াম করলুম। তারপরে ছ'ঘরেতে কালোর সঙ্গে বেড়াতে গেলুম। ওদের বাড়ীতে গেলুম ২৬ বছর পরে। খুকুর সঙ্গে দেখা হোল। আজ খুব মেঘ ও ঝড়। কিন্তু বৃষ্টি নেই। দুপুরে স্কুলের একটা ছেলে খুকীকে ঢিল ছুঁড়ে মারলে। আমি ছেলেটাকে বার করলুম ওদের ক্লাসে গিয়ে। সে ছেলেটা কেঁদে ফেল্‌লে—বল্লে আর কখনও করবো না। তারপর স্কুলে বসে হেডপণ্ডিতের সঙ্গে অনেকক্ষণ গল্প করলুম। ১৮৯৩ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারী হেডপণ্ডিত মশায় এই স্কুলে প্রথম আসেন [—] তার ৬ মাস আগে চারুবাবু এসেচেন। সেবার বীরেশ্বরবাবু নিরঞ্জনবাবু text exam. দিলেন। স্কুলে বসে থাক্‌তে থাক্‌তে ভয়ানক ঝড় ও বৃষ্টি এল। বলচে এবার নাকি cyclone হবে। বাসায় এসে ভাত ও চিঁড়ের ফলার খেলুম। মধ্যে খয়রামারি বেড়াতেও গেলুম। তারপর শ্যামা ও খুকী অনেকক্ষণ বসে আমার কাছে গল্প করলে। ৪টার পরে ব্যাগ নিয়ে বেরুলাম ও হেঁটে স্টেশনে এলুম। লালমোহন এল আমার সঙ্গে দেখা কর্ত্তে। গাড়ীতে উঠিয়ে দিয়ে গেল। পথে খুব ঝড় ও বৃষ্টি। যেমন অন্ধকার আকাশ—মেঘান্ধকার সন্ধ্যার শোভা অবর্ণনীয়।

২১শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩৩। ৫ই আশ্বিন, ১৩৪০। বৃহস্পতিবার

সকালে প্রথমে গেলুম ললিতের বাড়ী। তারপর খানিকক্ষণ পরে স্কুলে গেলুম। স্কুল সকালে ছুটি হয়ে গেল, কে একজন ম্যাজিক দেখাবে সে জন্যে। তারপর বঙ্গশ্রীতে সুনীতিবাবুর সঙ্গে ভাষা নিয়ে তর্ক ও খেলা করা

গেল। সে আমাদের নানা রকম মজার খেলা হোল। ওখান থেকে নীরদবাবুর বাড়ী। চা খেয়ে যাওয়ার দিন ঠিক করা গেল। ওখান থেকে বার হয়ে হেঁটে বাড়ী এলুম। বাসায় এসে তখনি ট্রামে স্কুলের মিটিং-এ। আমি, ফণিবাবু ও হরিবাবু বর্ত্তমান হেডমাস্টারের নানারকম নিন্দা করে বেশ ঘণ্টাখানেক কাটালুম। তারপর ট্রামে টরুদের বাসা শ্যামবাজারে। ওখানে চা খেলুম [—] তারপর আমি ও টরু বার হয়ে হেডমাস্টারের বাড়ীতে বই দিয়ে নীরদের Flatএ। নীরদের স্ত্রী এল—ওরা এখন শিলং যাবে না বল্লে। Botany নিয়ে তর্ক হোল। রাত ১০॥০টায় ফিরলাম—এসে দেখি নুটু বসে আছে—তাকে Slide দেখালুম অনেক রাত পর্য্যন্ত, রাত ১২০॥টায় আলো নিবিয়ে শয্যা আশ্রয় করলুম।

২২শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩৩। ৬ই আশ্বিন, ১৩৪০।শুক্রবার

সকালে ঘোর মেঘান্ধকার, টিপ্ টিপ্ বৃষ্টি পড়চে। স্কুলে গেলুম অন্নপূর্ণা আশ্রমে ভাত খেয়ে। সকালেই ছুটি হয়ে গেল, পূজার দীর্ঘ অবকাশ ঘোষণা করে হেডমাস্টারের সারকুলার বেরুলো। গেলুম বঙ্গশ্রীতে, সজনী টাকা দেবে, সে নেই। কিরণের কাছে বলে গেলুম ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী—সাধু সুন্দর সিং-এর একখানা বই বার করে টিকিট লিখে দিয়ে থ্যাকারের দোকান। আবার ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে আসচি, মতিবাবু প্রাইভেট রিডিং-রুম থেকে ডাকলে। সিগারেট খেতে খেতে গল্প করছি, সেখানে একজন কোথাকার ইংরিজির অধ্যাপক, একজন Ethnologyর অধ্যাপক জুটলেন। তাঁরা আমার বইখানা সম্বন্ধে আলোচনা করতে লাগলেন। ওখানে বেয়ারাকে চারআনা বক্শিশ্ দিয়ে এসে একটা দোকানে কিছু খেলুম। [—] আবার এলুম বঙ্গশ্রীতে। শৈলজা, অজিত অনেকের সঙ্গে গল্প করার পরে স্ট্যান্ডার্ড লিটারেচার কোম্পানীর দালালের মোটরে কলেজ স্কোয়ার এলুম পি. সি. সরকারের দোকানে। তারপর Priestleyর বই কিনলুম। হিন্দুস্থানী সেই বন্ধুটির সঙ্গে দেখা। সে বল্লে এসো চা খাওয়া যাক। চা খেয়ে তারই কাজে তাকে নিয়ে এলুম Book Companyর দোকানে। সেখান থেকে সোজা মেসে। রাত ৭।। ০টা। এবেলা আকাশ পরিষ্কার, নীল দেখা যাচ্চে—মেঘ থাকলেও বাদলার মেঘ নেই। এখন দেখা যাক কাল কি হয়। মনে খুব উত্তেজনা। কাল পশুপতিবাবু এসে ফিরে গেছেন। আজ ছেলেরা স্কুলে খাওয়ালে।

২৩শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩৩৭ই আশ্বিন, ১৩৪০। শনিবার

সকালে বঙ্গশ্রীর লেখা শেষ করিতেছিলাম [করছিলাম]—এমন সময় মহিমা এলেন। তাঁকে মণীন্দ্র বসুর জন্যে লেখাটা দিয়ে স্নানাহার সেরে বঙ্গশ্রীতে গেলুম তাদের লেখা দিতে। ওখান থেকে চঁদনীর দোকান থেকে জামা কিনে আনি। বাসায় এসে জিনিসপত্র বেঁধে ছেঁদে তৈরি। এমন সময়ে আমার ভাই নুটু এল। বেরিয়ে পড়লুম হাওড়া স্টেশনে। নুটু চা খেলে। তারপর আমরা গাড়ীতে বসলুম। গাড়ী ছাড়ল। বম্বে মেলে ওদের লাইনে—ভারী খারাপ। গিড্নি স্টেশনে জনকতক Changer নেমে গেল। রাত গভীর হয়ে এল। আহারাদি শেষ করে upper berthএ গিয়ে শুলাম কিন্তু ঘুম আর আসে না। অনেক রাত্রে ঘুম এল।

২৪শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩৩৮ই আশ্বিন, ১৩৪০। রবিবার।

খুব সকালে উঠে দেখি ট্রেন হু হু চলেছে। নীরদবাবু বললেন তিনি বেলপাহাড় দেখেচেন। একটু পরে গাড়ী বিলাসপুর এল। আমরা ওখানে চা খেলুম। বিলাসপুর ছেড়ে দুধারে একঘেয়ে সমতলভূমি, মাঝে মাঝে জলা, ধানক্ষেত ও ভুট্টাক্ষেত, অত্যন্ত বৃষ্টি হয়ে গেছে—জলে ভেসে গেছে সারাদেশ। ডোঙ্গরগড়ের কাছে ভারী সুন্দর দৃশ্য—ডোঙ্গরগড় থেকে তিনটা স্টেশন পর পর্য্যন্ত। ঘন বন, পাহাড়ী বাঁশবন, পার্ব্বত্য নদী ও পর্ব্বতশ্রেণী। তারপর আবার dull, flat plains. সীমাহীন plains—এক চক্রবাল থেকে অন্য চক্রবাল পর্য্যন্ত বিস্তৃত। বৈকালে নাগপুর এসে পৌঁছে বাংলোয় এলুম। বেশ বাংলোটি। চা খেয়ে আমি ও প্রমোদবাবু বেড়াতে বেরুলাম। সহরটি বেশ সুদৃশ্য। সব টালির ছাদ, বিলাতী স্থাপত্য পদ্ধতি অনুসারে—অর্থাৎ? এর পদ্ধতি অনুসারে গড়া। একটা পাহাড়ের তলায় সন্ধ্যার সময় আমরা গিয়ে বসলুম। চাঁদ ও সন্ধ্যাতারা উঠেচে। হাওয়া ভারী তাজা। রাত্রে বেশ ঠাণ্ডা লাগ্ছিল।

২৫শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩৩। ৯ই আশ্বিন, ১৩৪০সোমবার

আজ সারাদিন বাংলোতে বসে আছি। নীরদবাবুর অসুখ আজ বেড়েচে। রঙীন সাড়ীপরা মার্হাটী মেয়েরা সাইকেলে করে স্কুলে কলেজে যাচ্চে। বেলা দশটা। নাগপুরে এবার বেশ শরৎ পড়েচে। এখানকার রোদ বাংলা দেশের মত নয়। বড় অদ্ভুত রোদ এখানকার। সন্ধ্যার আগে মোটরে বেরুলুম বাজার দেখতে। বাজার বাংলা থেকে অনেকদূর—আজ সোমবারের হাট হয়। পাড়াগাঁ থেকে গরুর গাড়ী অনেক এসেচে। একজায়গায় খাবার বিক্রি হচ্ছে—জিগ্যেস করলুম,কি খাবার ? ...বললে, আনন্দ সা। ময়দা ও গুড় দিয়ে ভাজা পিঠের মত। এদেশে ছোলা ও কাব্লী মটর (এদের ভাষায় বলে ফুটানা) খুব খায়। এখানকার মুড়ি বড় চমৎকার। দোকানপয়সার ভাগলপুরের মত—কিন্তু Old Town (এতোয়ারী) বড় নোংরা। Civil lines খুব সুন্দর।

এখানে সব ঘরই লাল টালি বা খাপ্‌রা। গাছপালার মধ্যে কালকাসুন্দে গাছ দেখলাম জঙ্গলে। অন্যসব undergrowth—আগাছা। রাত্রে ভোঁসোয়ালী কলারাCustard বেশ লাগ্‌ল। একজন ব্রাহ্মণ এল দুপুরে—তার বাড়ী খাণ্ডোয়া, রংড়ে ব্রাহ্মণ।

২৬শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩৩। ১০ই আশ্বিন, ১৩৪০। মঙ্গলবার

সকালে নেমিচাঁদের সঙ্গে মোটরে পুরোনো নাগপুর সহরে বেড়াতে গেলুম। দুগ্ধমন্দির বলে একটা রেস্টোরেণ্টে দুধ, পেস্তাবাদাম দিয়ে ঘোঁটা খেতে দিলে। সনোমা, নমকান বলে সব খাবার। নাম শুনিনি কখনো। মুসাম্বী কিনলুম নীরদবাবুর জন্যে—তাঁর বড় জ্বর। প্রাচীন ভোঁসলাদের একটি দীঘি দেখ্‌লুম—সীতাবলড়ীর পাহাড় যেখানে সীতাবলড়ীর যুদ্ধ হয়েছিল—তাও দেখলুম। পুরোনো নাগপুর সহরে সব খোলার বাড়ী। একটা ছোট মার্হাটী মেয়ে দোকানে দেখ্‌লুম—বছর পাঁচ-ছয় বয়েস—কেমন চমৎকার নীল চোখ—নন্দলাল মেবুলালের দোকানে কি জিনিস কিনতে এসেচে। বিকেলে রস্তমজীর বাংলোতে গেলুম। রস্তমজীর বোনের সঙ্গে আলাপ হয় [হয়ে] গেল। তারপর মহারাজবাগ বেড়াতে গেলুম। মহারাজবাগে একটা খুব বড় সিংহ আছে—ভারী চমৎকার গোলাপ ফুটে আছে। ওধারে একটা ছোট নদী, যেন মেক্সিকো কি পেরুর নদী। দূরে একটা পাহাড়, সূর্য্য অস্ত যাচ্চে—আকাশের রঙের দিকে চেয়ে মনে হোল আজ দুর্গাপূজোর সপ্তমী। গোপালনগরে এখন পূজো হচ্চে—বাঁওড়ের নালফুলের কথা মনে হোল আমি ও প্রমোদবাবু একটা গাছের তলায় বেঞ্চে বসলুম—অনেকক্ষণ বাদে জ্যোৎস্না উঠল—তারপর বাড়ী চলে এলুম। মিউজিয়ামে একটা সিংহ ও অজগর দেখলুম।

২৭শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩৩। ১১ই আশ্বিন, ১৩৪০। বুধবার

সকালে নীরদবাবুর জ্বর এসেচে—আমরা আর কোথাও বেরুইনি। দুপুরে একটু ঘুমোলাম। বিকেলে যোধপুরী ছাত্রটি মোটর নিয়ে এল ও ডাঃ খারেকে ডেকে আনলে। ডাক্তার চলে গেলে আমরা সেই গাড়ীতে সহরের পিছনে বেড়াতে গেলুম। খুব উঁচু পাহাড়ী জমি, highlands যখন সেই পাহাড়ী জমির ওপর মোটর উঠ্‌ল—তখন চারিধারের সে বিরাট সমতলভূমির দৃশ্যের বর্ণনা কর্ত্তে পারি এমন ভাষা আমার নেই। প্রমোদবাবু বার বার প্রণাম করতে লাগলেন—আমিও—অসীমের উদ্দেশে এ প্রণাম আমার বড় ভাল লাগল। দূরে দূরে নীল শৈলমালা—যতদূর দৃষ্টি যায় ধূ ধূ প্রান্তর—বাংলা দেশের মত প্রান্তর নয়—উচ্চাবচ প্রান্তর বললে ভুল বলা হয়—বিরাট uplands, একটা হ্রদ আছে। হ্রদের ধারে সন্ধ্যায় আমরা গিয়ে বস্‌লুম—জ্যোৎস্না উঠল—অনেকে মোটরে বেড়াতে এসেচে—একটা দোন্‌নায় দোল খেলুম।আবার মোটরে চড়ে বাসায় ফিরি।।

নাগপুর। ২৭-৯-৩৩।

Note : এইমাত্র নাগপুরের চারিপাশের মালভূমির পথে মোটরে বেড়িয়ে ফিরচি। এ গম্ভীর মহিমার তুলনা নেই, বাংলার সৌন্দর্য্য রমণীয় বটে, কিন্তু বিরাট নয়, মহিমময় নয়। Majesticও নয়, pretty. [এই অংশটি ১৯শে সেপ্টেম্বরের পাতায় লেখা।]

২৮শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩৩। ১২ই আশ্বিন, ১৩৪০। বৃহস্পতিবার

আজ সকালে গৌরীরাও (?) হ্রদ দেখ্‌তে গেলুম। South Tiger Gap Road দিয়ে বেরিয়ে একেবারে হ্রদের সামনে গিয়ে পড়লুম—সে কি বিরাট দৃশ্য! সকাল থেকে রোগীর ঘরে বসেই আছি। দুপুরে একবার ওষুধ আনতে নিমচাঁদের গাড়ী করে বাজারে গেলুম। বিকেলে আবার গেলুম—ডাঃ খারের কাছে আমি ও প্রমোদবাবু। পরামর্শ কর্ত্তে যে নীরদবাবুকে নিয়ে যাবো কিনা কল্‌কাতায়। নিমচাঁদ এল রাত্রে। এসে ডাঃ নেরুলকরকে নিয়ে এল। আমি ও নেরুলকর প্রথমে হাঁসপাতাল হাসপাতাল] গেলুম। নিমচাঁদের বড় গাড়ীতে। আজ বিজয়া দশমী—তাইভাবছি বাংলাদেশ থেকে কত দূরে বেড়াচ্চি। স্টেশনের বড় ব্রিজটা পার হয়ে কতবার এতোয়ারী ও সদর বাজারে যাতায়াত কর্ল্লুম। হাঁসপাতালে এসে ওষুধ নিলুম। রস্তমজির সঙ্গে কাস্টার্ড কিনতে গিয়ে কোথাও পাইনে। আজ দশমীর ছুটি—সব ওষুধের দোকান বন্ধ। অবশেষে একটা দোকানে গেলুম।...

২৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩৩। ১৩ই আশ্বিন, ১৩৪০।শুক্রবার

আজ সকালে ডাক্তার এল নীরদবাবুর জন্যে। দুপুরের পর আমরা বেরুবো বলে দুপুরে রোগীর ঘরে বসা গেল। তারপর এল বৃষ্টি। আমাদের বাংলার সামনে বাবলাতলায় একদল মহিষ রোজ চরাতে আনে—আজও আন্‌লে। তারপর আমরা টাঙা করে বেড়াতে বেরুলাম। C. P. Club-এর সামনে দিয়ে হাজারী পাহাড়ের ওপর গেলুম। পথে কুল ও খেজুর গাছের বন। Highland Driveএ যাবার জন্যে Pultara (?) Diversion Road ধরলুম। ওপরে টাঙা রেখে নীচে নাম্‌লুম। চারিধারে বিরাট দৃশ্য! সন্ধ্যার ছায়ায় চারিধার ঘেরা—পশ্চিমে সূর্য্য অস্ত যাচ্চে। বহুদূর পর্যন্ত থৈ থৈ করচেuplands, উঁচুনীচু, বন্ধুর। দূরে

নীল পাহাড়শ্রেণী—বৃক্ষলতা যা আছে সে সব এই মুক্তরূপা প্রকৃতির কাছে pale হয়ে গিয়েছে। কতক্ষণ আমরা টোঙার ওপরে উঠে দেখলুম। দূরে একটা দীর্ঘ পাহাড়ের পেছনে সূর্য্য অস্ত যাচ্চে। সে কি বিরাট মহনীয় দৃশ্য! তারপর ওখান থেকে ডাঃ নেরুলকরের বাড়ী গেলুম। ডাঃ নেরুলকরের বাংলার বাইরে চেয়ারে অনেকক্ষণ বসে রইলুম। ওর মেয়ে বেবির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলে।

৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩৩। ১৪ই আশ্বিন, ১৩৪০শনিবার

আজ সকালে উঠে স্নান সেরে মহারাজবাগের পথ ধরে আম্বেঝেরী হ্রদে যাবো বলে বেরুলাম। খুব সকাল [—] মহারাজবাগের গাছপালায় শিশির পড়েচে—সিংহটা খুব গর্জন করচে। কৃষি কলেজের কয়েকটি ছেলের সঙ্গে আলাপ হোল। একটা বড় গাছে ধুঁলের মত বড় বড় ফল অজস্র ফলেছে—ছাত্রেরা বল্লে এ একরকম তেঁতুল। আম্বেঝেরীর পথ ধরলুম। চারিধারে বাংলো। মারাঠী মেয়েরা চশমা পরে সাইকেলে এত সকালে পড়তে যাচ্চে। এখানে পাহাড়ের রাস্তা নয়—সমতল, তবে রাস্তা উঁচুনীচু। দশটার সময় নিমচাঁদের সঙ্গে মোটরে নন্দলাল মেবুলালের দোকানে জিনিস কিনতে গেলুম। বিকেলে নিমচাঁদ গাড়ী পাঠাবে বলে গেল কিন্তু আমরা বসেই রইলুম—গাড়ী আর আসে না। জ্যোৎস্না ফুট্‌ল, Highland drive-এর সময় চলে গেল, তখন তাশ হয়ে পায়ে হেঁটে বেরিয়ে পড়ে, প্রথমে গেলুম ডাঃ নেরুলকরের ওখানে। বাসস্ট্যান্ডে গিয়ে খবর নিলুম রামটেকের বাস কখন ছাড়ে। নাগপুরের যেখানে সেখানে 'হিন্দু হোটেলে'র ছড়াছড়ি। অর্থাৎ খাবারের দোকান। রেলের embankment bridge দিয়ে যখন যাচ্চি তখন খুব জ্যোৎস্না। এসে দেখি নিমচাঁদ এসেচে। টাকা হাতে নেই সেকথা বলা গেল। জুতা কিনবার জন্যে চেষ্টা করেছিলুম বাজারে, কিন্তু অত রাত্রে মুচী পাওয়া গেল না। Young রস্তমজি গাড়ী করে বেড়াতে যাচ্চে—আমাদের দেখে বললে—কি মশাই? নন্দলাল মেবুলালের দোকানে ওবেলা বড় মজা হয়েছিল। জিনিস কিনেচি, নিমচাঁদ চলে গেছে রামকৃষ্ণ স্পিনিং মিল্‌স্-এ। ওখান থেকে আবার টাকা নিয়ে তবে দি। রাত্রে 'বালক কবি'র গল্প করলুম প্রমোদবাবুর সঙ্গে—

১লা অক্টোবর, ১৯৩৩। ১৫ই আশ্বিন, ১৩৪০। রবিবার

আজ সকালে অতি সুন্দর রৌদ্র। স্নান সেরে পোস্টাপিসে গিয়ে বনগাঁয়ের চিঠি ফেলে দিয়ে এলুম। একটু পরে ডাঃ নেরুলকর এল। জুতা সারানো দরকার দেখলুম। ওবেলা? 'দুগ্ধমন্দির'এখেতে যাবো ও জুতা কিনবো। ও সারাবো। বিস্কুট নেই, জ্যাম নেই, এসব জিনিস আনতে হলে হংসাপুরী কি সিতাবলডির বাজারে যেতে হয়। নিমচাঁদের হাতে টাকা। তার ভরসায় থাকা বড় কষ্টকর। রোজই বিকেলে ভাবি হাইল্যান্ড ড্রাইভে যাবো, নিমচাঁদ গাড়ী পাঠাবে। ঠিক সময়ে গাড়ী আসে না, অসময়ে আসে। সামনে কোতোয়াল সাহেবের বাংলোতে অনেক রাত পর্য্যন্ত কালইংরিজিতে কথাবার্ত্তা কয়েচে। ফিরিওয়ালারা মুসাম্বির ও কলা বেচতে আনে। এখানে কলা দু'আনা ডজন। মুসম্বির (Sweet lime) দশ আনা ডজন। জমাদার হংসাপুরী থেকে বরফ নিয়ে এল। কয়লা খানসামা বাজার করে আনলে। মাছ পাওয়া যায় না, মাংস আনলে। কলার কাস্টার্ড রোজ রাত্রে খাচ্চি। আমাদের শঙ্কর বলে একটা মেথর ছোকরা আছে, ভারী বুদ্ধিমান, রোজ এসে গল্প করে। নীরদবাবুর জ্বর রোজই ভাবি ছেড়ে যাবে, রোজই আসে, কোনো ডাক্তার বলতে পারে না কি। আজ ডাক্তার নেরুলকর ডাঃ ডুবেকে নিয়ে আসবে।

সন্ধ্যায় সীতাবল্‌ডি বাজারে ওষুধ কিনতে গেলুম—একটা লাইব্রেরীতে সভা হচ্চে— হাতে ফুলের তোড়া ও পান দিলে। একটা গ্রামোফোনের দোকানে মারাঠী গান বাজাচ্চে। দুগ্ধমন্দিরে শ্রীখণ্ড ও সমোসা খেলুম।

২রা অক্টোবর, ১৯৩৩। ১৬ই আশ্বিন, ১৩৪০সোমবার

আজ মোটরে রামটেক ও কিন্‌সী হ্রদ দেখতে গেলুম। এই এখন লিখছি কিন্‌সী হ্রদের বাংলোর বারান্দায় বসে। সামনে নীল হ্রদ জঙ্গলাবৃত পাহাড়ে ঘেরা। ঘন বন পাহাড়ের অধিত্যকায়। আমি ও প্রমোদবাবু বেড়িয়ে এলুম বনের মধ্যে। বন্য শিউলি, কেঁদ, সাঁইবাবলা, আরও কত কি বনের নিবিড় ঘন অরণ্য। স্থানে স্থানে অন্ধকার। গনু মাহার নামে একটা বৃদ্ধ লোক বুনো গাছ নিয়ে যাচ্চে পাঞ্চালা নামে এক গ্রামে। পথে মন্‌সরে ম্যাঙ্গানীজ পাহাড় দেখলুম। চারিধার যে কি সুন্দর তা কি বলবো!সামনে নীল হ্রদটা—লিখচি আর চেয়ে চেয়ে দেখচি। বেলা পড়ে এসেচে। মেসের বালিশটা ঠেস দিয়ে হ্রদের দিকে চেয়ে আছি। সাতশো মাইল দূরে বাংলাদেশটার কথা ভাবচি।

আজ মাথার ওপর শরতের আকাশটা কি নীল! পাহাড়ে যখন মোটর উঠল—একধারে পাহাড়, একধারে খাদ—সে কি সুন্দর! জীবনে এরকম স্থানে কখনো আসিনি।

একটু পরে রামটেক গেলুম—একধারে অরণ্যানীবেষ্টিত শৈলমালা। আঁকাবাঁকা বন্ধুর পথ দিয়ে অপরাহ্নের [অপরাহ্নের] ছায়ার মধ্যে তীরবেগে মোটর ছুটেচে। একটা পাহাড় ঘুরে আম্বার গেলুম। এখন থেকে বনাবৃত অধিত্যকাভূমির মধ্যে দিয়ে রামটেক মন্দিরে উঠবার

পাষাণময় সোপানশ্রেণী। মন্দিরের চবুতরায় বসে কত কথা মনে পড়ল।'বিশ্ব যখন নিদ্রামগন' ইত্যাদি গান ওখানেই মনে পড়ল। মন্দিরের ওপর একটা চবুতরার ওপর বসে রইলুম। তারপর পূর্ব্বে পূর্ণচন্দ্র উঠল। নাগপুরের আলো জ্বলে উঠ্‌ল। জ্যোৎস্নাপ্লাবিত বনভূমির মধ্যে দিয়ে আবার আমরা নেমে এলুম। রামটেকে মোটর দাঁড় করিয়ে চা খাওয়া গেল। তারপর জ্যোৎস্নাভরা সুপ্ত মাঠপ্রান্তরের মধ্যে দিয়ে কয়েক ঘণ্টার পথ চলবার পরে নাগপুরে এলুম। বাংলার বাইরে আমি ও প্রমোদবাবু বসে গল্প করলুম।

৩রা অক্টোবর, ১৯৩৩। ১৭ই আশ্বিন, ১৩৪০। মঙ্গলবার

আজ কোজাগরী পূর্ণিমা। প্রমোদবাবু ও আমি সকালে ডাক্তারের জন্যে বেরুতে পারিনি। বৈকেলে দুজনে টাঙা করে স্টেশনে গেলুম বার্থ রিজার্ভ কর্ত্তে কারণ প্রমোদবাবু যাবেন ও সেখান থেকে ডাক্তার নেরুলকরের ওখানে গেলুম। দুজনে ডাক্তারের গাড়িতে এলুম। এসে রোগীর কাছেই বসে বাতাস করতে লাগলুম। ক্রমে পূর্ণচন্দ্র উঠল। ভাবতে লাগলুম দূরে বাংলাদেশে ঠিক এই সময়টাতে ঘরে ঘরে শাঁক বেজে উঠেচে—এতক্ষণ লুচিভাজার সত্যি সত্যি গন্ধ বেরিয়েছে—এর ভুল নেই। তারপর রাত নটার সময় দুজনে জ্যোৎস্নাপ্লাবিত নাগপুরের পথ দিয়ে South Tiger Gap Road ও North Tiger Gap Road দিয়ে হাঁটতে লাগলুম। সব নির্জ্জন, বামে জঙ্গলাবৃত নীচু পাহাড়, বন্য শেফালিফুলের ঘন সুবাস। একস্থানেবসে আমি দেওঘর হাঁটার গল্প করলুম। রাত্রে আহারাদির পর বাইরে বসে গল্প জ্যোৎস্নায়। চাঁটগাঁয়ের মণির কথা হোল।

৪ঠা অক্টোবর, ১৯৩৩। ১৮ই আশ্বিন, ১৩৪০। বুধবার

আজ সকালে উঠে যাবেন প্রমোদবাবু। ডাক্তার ফিরে গেলে দুজনে বম্বে মেলে গেলুম।অতি কষ্টে বার্থ পাওয়া গেল। তারপর দুপুরে খুব ঘুমুলাম। সেই ভাগলপুরের বড়বাসায় দুপুরের মত ঘুম অনেককাল পরে। ঘুম ভেঙেই বিছানায় শুয়ে শুয়েই দেশের কথা ভাবলুম। যেমন আমি করে থাকি। এবার ভাগলপুর নয়—৭৫০ মাইল দূর থেকে ভাবচি ছিরেপুকুরের কথা, ইছামতীতে নৌকা করে বনগাঁ থেকে বারাকপুর যাওয়ার কথা। রৌদ্রালোকিত নীল আকাশের তলায় ইছামতীর দুধারের শ্যামল বনঝোপের মধ্য দিয়ে। কেমন স্বপ্ন দেখ্‌লুম! মাড়োয়ারীরা এসে জিজ্ঞেস করচে সাহেব কেমন আছেন, আমি ঘুমের মধ্যেই তাদের লাথি মেরে তাড়িয়ে দিলুম। দুপুরে ঘুমিয়ে আমি সব সময়েই এইরকম চমৎকার স্বপ্ন দেখি। দেশের জন্যে মন একটু উতলাও হয়েচে। আজ ভাবচি হাইল্যান্ড ড্রাইভে বৈকেলে যাবো। আবার সদর বাজারে ঘড়ির দোকানে ও নেরুলকরের কাছে যেতে হবে।

বৈকেলে পাহাড়ের উপর উঠলুম South Tiger Gap Road দিয়ে [—] একটা সাঁকোর কাছে বসে রৈলুম। সূর্য্য অস্ত গেল। দূরে রামটেকের পাহাড়—পেছনে পূর্ণচন্দ্র উঠল। শিউলিফুলের গন্ধে ভরা পথ দিয়ে পাহাড় থেকে নামলুম। সীতাবলডির বাজারে ঘড়ি নিয়ে ও রেডিও শুনে নেরুলকরের বাড়ীতে গিয়ে অনেকরাত পর্য্যন্ত অপেক্ষা করলুম। ডাক্তার এল না। Story of Everest বইখানা পড়লুম।

৫ই অক্টোবর, ১৯৩৩। ১৯শে আশ্বিন, ১৩৪০। বৃহস্পতিবার

সকালে উঠে নীরদবাবু ও আমি বারান্দায় গল্প করলুম। ডাঃ সেনগুপ্ত বলে জনৈক বাঙ্গালী ভদ্রলোক এল। রস্তমজী ও প্রভাত রায় বলে একজন ব্যারিস্টার এল দেখা করতে। একটু ঘুমিয়েচি এমন সময় ডাঃ নেরুলকর এল। ৫।।০টার সময় তার গাড়ী পাঠিয়ে দিলে—আমরা মহারাজবাগের মধ্য দিয়ে আম্বাঝেরী highland drive ও গোয়েওয়াড়া (?) বেড়িয়ে ৭।।০টায় ফিরি। ঘড়িটা কাল সারিয়ে এনেছিলুম, খারাপ হয়ে গেছে। ধোপা কাপড় দিয়ে যাইনি। [যায়নি]—অথচ আমরা কাল কলকাতায় ফিরবো কেমন করে? মেথর শঙ্করের দাদাকে বলে দিলুম। সকালে বাংলায় রুটিওয়ালা আসে, কলা ও মুসাম্বিরওয়ালা আসে, সীতাফলওয়ালী আসে। আজ একটা আবিষ্কার করেচি North Tiger Gap Road-এর ডাইনের রাস্তা যেখানে একটা গেট আছে সেটাই highland drive-এ চলে গিয়েচে। রাত্রে বাইরে বসে 'দক্ষিণাপথ ভ্রমণ' পড়লুম। কতকাল আগে আপিসে বসে এখানা পড়তুম। রাত হয়েচে। মিসেস দাশগুপ্ত এসে গল্প করচেন।

৬ই অক্টোবর, ১৯৩৩।২০শে আশ্বিন, ১৩৪০। শুক্রবার

আজ আমরা এখান থেকে চলে যাবো। নাগপুরটা সত্যি সত্যি ভাল লেগেচে। ছেড়ে যেতে মায়া হচ্চে। কাল সন্ধ্যার মোটর-ভ্রমণটা আমরা কখনো ভুলবো না। আজ সকালে সীতাল্‌বডি বাজারে ঘড়ি সারিয়ে নিয়ে ডাঃ সেনগুপ্তের ওখানে গেলুম। তিনি বললেন চম্বা ও পঞ্চ মৌরীর পথে জঙ্গল খুব। আজব শা এখানকার রাজ ?ওদেরই ছিল এ দেশটা। ওদের কাছ থেকে মারাঠারা নেয়। আজ আকাশ বড় নীল। নেরুলকরের কাছে হাঁসপাতালে গিয়ে টাকা দিয়ে এলুম। দুপুরে মিউজিয়াম দেখতে গেলুম। ফিরে এসে যাবার জন্য তৈরি হওয়া গেল।৬॥০টায় নেরুলকর গাড়ী পাঠালে, তাতেই রওনা

হওয়া গেল। ওবেলা স্টেশনে রিজার্ভেরকথা বলেই এসেছিলুম।

সারারাত্রি জেগে কাটালুম। অপূর্ব্ব জ্যোৎস্নারাতে সালকেসা (?) অরণ্যের শোভা ও মহিমাও অবর্ণনীয়। বিলহা স্টেশনে ভোর হল [—] রাইপুর স্টেশন ছাড়িয়ে সারাদিন-রাত ট্রেনে আসচি। কান্‌সাবান স্টেশনে বসে এই ডায়েরী লিখচি। চারিধারে পাহাড় ও বনভূমি। বনাকীর্ণ পাহাড়ে ঘেরা নির্জন স্থানটি। বাসের উপযুক্ত। বেলপাহাড়ে আবার নামলুম। স্টেশনমাস্টারটি বললেন আপনার নাম বিভূতিবাবু কি? ইব স্টেশনে নেমে বেড়ালুম।

৭ই অক্টোবর, ১৯৩৩। ২১শে আশ্বিন, ১৩৪০। শনিবার

এই অংশ বনগাঁয়ে বসে লিখচি। খুব বড় বড় বন যেমন ডোঙ্গরগাড়ের অরণ্য জ্যোৎস্নারআলোতে দেখলুম। কুলুঙ্গারা (?) রাজগাংপুরের (?) একটা Subdivision। রাত হোল চক্রধরপুরে। হিন্দু রিফ্রেশমেন্ট থেকে আনিয়ে খেলুম—তারপর শেষরাত্রে ঘুম ভেঙে দেখি জ্যোৎস্না ফুটেচে চারিধারে—গাড়ী এসেচে ঝাড়গ্রামে। ভোরবেলা হাওড়ায় পৌঁছে বাসায় স্নান সেরে টরুদের বাসায় গেলুম। সেখানে লুচি ভেজে খাওয়ালে। নীরদের বাসায় গেলুম। নীরদের স্ত্রীর কাছে গল্প করলুম ওখানে যাওয়ার কথা। বাসায় ফিরে পশুপতিবাবুর নিমন্ত্রণের পত্র পেলুম। নীরদবাবুর Flatএ চা খেয়ে গেলুম পশুপতিবাবুর Flatএ। সেখানে গিরিজাবাবুর সঙ্গে তর্ক হোল। পশুপতিবাবুর স্ত্রী বৌ-ঠাকরুণ খুব যত্ন করে খাওয়ালে।

৮ই অক্টোবর, ১৯৩৩। ২২শে আশ্বিন, ১৩৪০। রবিবার

ভোরের গাড়ীতে বনগাঁয়ে এলুম। এবেলা এসে পুকুরে স্নান করা গেল। বৈকালে খুব ঘুমোনো গেল। মিতে এল। তার সঙ্গে গল্পগুজব করচি এমন সময় মোটর এল, তাতে আমি ও সুরেন গোপালনগরে গেলুম। কাছারীতে খগেন মামার সঙ্গে দেখাশোনা করলুম। সেখান থেকে হরিবোলের দোকানে এসে চা খেলুম। নন্দ সেকরা ওর ছেলে ও [ছেলেও] মিডিয়মের কথা বললে। সেই দেখা ও এই দেখা। তারপর যুগল ময়রার দোকানে তামাক খাওয়ালে। রাত্রে মোটরে ফেরা গেল। হরিপদ বাঁড়ুয্যের সঙ্গে দেখা। বারাকপুর যেতে বল্লে।

৯ই অক্টোবর, ১৯৩৩। ২৩শে আশ্বিন, ১৩৪০। সোমবার

বনগাঁ অতি dull জায়গা। এখানে তাড়াতাড়ি আসার কোন দরকার ছিল না। কাজের খাতিরে আসতে হোল। আজ মিতের সঙ্গে সকালে ওর নতুন বাসা দেখতে গেলাম—দুপুরে খুব ঘুমুলাম। বৈকালে থানার ছোকরাটার সঙ্গে ক্লাবের রোয়াকে বসে গল্প করা গেল। কোনো লোকজন নেই ছুটির সময়—এখানে বড় dull লাগে।

বারাকপুর যাবো বলে নৌকা ঠিক কর্ত্তে গেলুম। কিন্তু নৌকা পাওয়া গেল না। সন্ধ্যার সময় মিতে এল। তার মুখে বিন্ধ্যাচলের গল্প শুনছিলুম। রাত্রে আর একবার club-এ গেলুম।

১০ই অক্টোবর, ১৯৩৩। ২৪শে আশ্বিন, ১৩৪০। মঙ্গলবার

আজ সকালে শরীর তেমন ভালো না। সকালে সাবরেজিস্ট্রারবাবুর সঙ্গে বন্ধুর ডাক্তারখানায় বসে গল্প হোল। দেখলুম—সমধর্মী লোক। আজ বৈকালে বারাকপুর যাবো। বারাকপুর এলুম নৌকাতে—আসতে সন্ধ্যে হয়ে গেল। তেঁতুলতলার ঘাটে খুব জল বেড়েচে। কুঁচকাঁটার ঝোপ ডুবে গিয়েচে। চালতেপোতার বাঁকে ঝোপঝাপ সব ডুবেচে। রাত্রে সার্থক দাদার বাড়ীতে ছেলের অসুখ [—] দেখতে গেলুম।

১১ই অক্টোবর, ১৯৩৩। ২৫শে আশ্বিন, ১৩৪০। বুধবার

ভববন্ধু মামাকে দেখ্‌তে গেলাম। বাইরে তক্তপোষ পেতে দিলে। কাঁঠালতলায় চা খাওয়ার আড্ডা দিলাম। বৈকেলে বৃষ্টি ও মেঘ খুব—ভববন্ধু মামার সঙ্গে দেখা কর্ত্তে গেলাম দাসীঠাকরুণের বাড়ীতে। একটু পরে হরিপদদা এল। কম্বল পেতে দাসীঠাকরুণের বাড়ীর আড্ডা আমার বেশ লাগল—বঙ্গশ্রীর আড্ডার চেয়ে ভালো। ওখান থেকে হরিপদ-র বাড়ীতে চা খেতে গেলাম ও আড্ডা দিলাম তিনজনে।

১২ই অক্টোবর, ১৯৩৩। ২৬শে আশ্বিন, ১৩৪০। বৃহস্পতিবার।

কাঁটালতলায় আড্ডা হোল। সকালে পাঁচুকাকাকে দেখতে গেলাম বৃন্দাবন ও হরিবোলের সঙ্গে। বৈকালে হাটে গেলাম। হাটে দেবেন এল—তার গাড়ীতে জোড়াবটতলায় নেমে চলে এলাম। রাত্রে সার্থকদার ছেলে ও পাঁচু কাকাকে দেখতে গেলাম। পাঁচু কাকার অবস্থা ভাল না।

১৩ই অক্টোবর, ১৯৩৩। ২৭শে আশ্বিন, ১৩৪০। শুক্রবার

সকালে চাল্‌কী যাবার যোগাড় করচি এমন সময় ভাবলাম পাঁচু কাকাকে দেখে আসি। পাঁচু কাকার অবস্থা

ক্রমে খারাপ হয়েচে রাত্রে—আমার সামনেই শ্বাস হয়েচে। মারা গেলেন। আমি চাল্‌কী গেলাম। অনেক বেলায় ফিরে পুকুরে স্নান করে এলাম। বৈকেলে মেঘ ও বৃষ্টি। রাত্রে কালো ও খুড়ীমা এলেন। তাস খেলা হোল।

১৪ই অক্টোবর, ১৯৩৩। ২৮শে আশ্বিন, ১৩৪০। শনিবার

সকালে হরিপদদার ওখানে চা খেলাম। ভববন্ধু মামারা চলে গিয়েচে। কালোর সঙ্গে গল্প করা গেল। দুপুরে তাস খেলা হোল। আমি আর কালো বেলেডাঙায় বেড়াতে গেলুম। গাছপালার সবুজ ও প্রাচুর্য্য খুব বেশী। ঝোপঝাপ খুব নিবিড় ও কালো। নাগপুরে এমন নেই—হোতে পারে না। গাছপালার শোভা বেশী—তবে বড় কিছু নয়—ঝোপঝাপ। রাত্রে তাস খেলা হোল।

১৫ই অক্টোবর, ১৯৩৩।২৯শে আশ্বিন, ১৩৪০।রবিবার

সকালে? পুকুরে মুখ ধুতে গিয়ে হরিপদদার বাড়ীতে ১১টা পর্যন্ত আড্ডা। ভূষণ, উপেন জেলেকে ডেকে একটা বিচার হোল। ফণি কাকাও ছিল। ওখানে দুপুরে নিমন্ত্রণ ছিল। বৈকালে তাস খেলার পর বাড়ীর পিছনে বেড়াতে গেলাম। শরতের বৈকাল ভারী সুন্দর হয়েচে। তার পর হাটে গেলাম। খগেন মামার সঙ্গে আলাপ হোল। হরিপদ আমি ও ফণি কাকা অনেক রাত্রে বাড়ী ফিরি। রাত্রে হরিপদদার ওখানে নিমন্ত্রণ। অনেকরাত্রে আহারাদি হোল।

১৬ই অক্টোবর, ১৯৩৩। ৩০শে আশ্বিন, ১৩৪০। সোমবার

সকাল থেকে খুব বৃষ্টি। বনগাঁয়ে যাওয়ার কথা ছিল হোল না। রাণাঘাটে যাওয়ার কথা বলচে হরিপদ-দা—ওর নায়েবি চাকরীর সুপারিশের জন্যে। ছকু পাড়ই এসে ঘাটে বসে আছে, আমায় বনগাঁয়ে নিয়ে যাবে বলে। দুপুরে তাস খেলি। তারপর আমি ও হরিপদদা রাণাঘাটে গেলুম খগেন মামার বাড়ী। ওখানকার কাজ সেরে বাজারে চা খেলাম। সন্ধ্যের গাড়ীতে নেমে ঘোর অন্ধকারের মধ্যে গোপালনগরে এসে রাত্রে তাস খেলি।

ভোররাত্রে বৃষ্টির মধ্যে ছেলেরা চেঁচাচ্চে—['']আশ্বিন যায়, কার্তিক আসে' অনেকদিন এ ডাক শুনিনি।

১৭ই অক্টোবর, ১৯৩৩। ৩১শে আশ্বিন, ১৩৪০।মঙ্গলবার

এদিন নৌকোতে বনগাঁয়ে এলুম। তারপর খেয়ে ঘুমিয়ে বিভূতির আড়তে অনেকক্ষণ গল্পগুজব করি। বনগাঁয়ে ভাল লাগে না। অতি dull জায়গা। সতীশ মোক্তারের সঙ্গে ওপারে। বাসা দেখতে গিয়ে দেবেনের ডাক্তারখানায় খানিকটা বসে গল্পগুজব করলুম।

১৮ই অক্টোবর, ১৯৩৩। ১লা কার্ত্তিক, ১৩৪০। বুধবার

সকালে হাটবাজার করা গেল। আজ কালীপূজা। বিভূতির আড়তে ও বন্ধুর ওখানে গল্পগুজব করলুম। বৈকালে ঘুমিয়ে উঠে বেশ (?) ভাল বিকেল হয়েচে। বন্ধুর জ্বর হয়েচে— সেখানে বসে থাকতে বেলা গেল। ওখান থেকে বিভূতির আড়তে এসে গল্প করচি এমন সময় শোনা গেল দেবেনের স্ত্রীর খুব অসুখ। সেখানে দেখতে গেলাম সবাই মিলে। তারপর ক্লাবে গিয়ে আমার পদব্রজে দেওঘর ভ্রমণের কথা বললুম। আজ হাজারী জেলেনী এসেছিল টাকা নেওয়ার দরুন—তাকে ৩৲ টাকা দিয়ে দিলাম।

১৯শে অক্টোবর, ১৯৩৩।২রা কার্ত্তিক, ১৩৪০। বৃহস্পতিবার

সকালে উঠে স্নান সেরে এলুম—ননীদা ধরে নিয়ে গেল নদীতে। তারপর মিতের আড়তে বসে আড্ডা দিলুম। এসে শুনি আদিত্যর বাড়ীতে কালীপূজার নেমন্তন্ন। অনেকক্ষণ ধরে পড়লুম Good Companions। তারপর শান্তি ডেকে নিয়ে গেল মিতের আড়ত থেকে নেমন্তন্ন খেতে। আমি, ফটিক সবাই বসে খেলাম। রাত্রে খুব আড্ডা দেওয়া গেল। খুব বৃষ্টিবাদলা।

২০শে অক্টোবর, ১৯৩৩। ৩রা কার্ত্তিক, ১৩৪০। শুক্রবার

আজ রওনা হব। সকালে বাজার করলুম। বিভূতির ওখানে বসে আড্ডা দিলাম। বৈকালে একখানা কড়া কিনে বাসায় দিয়ে একটা মুটে নিয়ে স্টেশনে এলাম। হাজারী কাকার সঙ্গে দেখা। তিনি বল্লেন গোপালনগরের নায়েব একজন মুসলমান হয়ে গেছে। পথে একজন বাসন ফিরিওয়ালার সঙ্গে দেখা—আষাড়ুর বাজারে থাকে, বাড়ী গোবরডাঙ্গায়। ট্রেন যখন বারাসাতে এল—তখন মার্টিন লাইনের ছোট গাড়ীর দিকে চেয়ে মনে পড়ল ১৯১৮ সালে ঠিক এইদিনেই বোধ হয় আমি এখান থেকে সন্ধ্যার ট্রেনে বনগাঁ গিয়েছিলুম, রবীন্দ্রনাথের 'পুরাতন ভৃত্য' আবৃত্তি কর্ত্তে কর্ত্তে। কত কথাই মনে এল! জীবনের নানা পরিবর্তন ঘটেচে। Great Spirit-কেও যেন নক্ষত্রালোকিত মহাশূন্যে দেখতে পেলুম। এবার দেশ তেমন ভাল লাগে নি। বৃষ্টি, কাদা স্যাঁতস্যাঁতে ডোবা, জঙ্গল। অপরিচ্ছন্নতা—দেশের লোকে বাস কর্ত্তে জানে না। ওসব স্থানে মন মুষড়ে থাকে। চিন্তা আসে না।

আজ কলকাতা যেন নতুন চোখে দেখলুম। ১৮/১৯ বছরের কত স্মৃতি এর সঙ্গে জড়ানো। এত আলো, এত পরিচ্ছন্নতা—কালীপূজার জের এখনও মেটেনি—হাউই,

তুবড়ি এখনও ফুটচে—বড় ভাল লাগল। এই সময়টা কত বৎসর ধরে একা enjoy করে এসেচি কল্‌কতায়। যখন ছাতিমফুল ফুটত তখন। কত রাত পর্যন্ত বারান্দাতে অবাক হয়ে বসে রইলুম। এ যে স্বর্গ—নক্ষত্রলোক কাছে এসেচে। অন্ধকার নেই।

২১শে অক্টোবর, ১৯৩৩। ৪ঠা কার্তিক, ১৩৪০। শনিবার

কল্‌কাতা এত ভালো লাগেনি আর কখনও। একে এবার যেন নূতন দেখ্‌চি। সকালে বন্ধুর বাসায় গিয়ে ১১টা পর্যন্ত রইলুম। এসে ঘুমিয়ে উঠেই বঙ্গশ্রীতে গেলুম। সেখান থেকে Geographies কিনে নিয়ে বেড়াতে বেড়াতে নীরদবাবুর flatএ। ধর্ম্মতলার স্ট্রীটের মোড়ে যখন গিয়েচি, সন্ধ্যা হোল। ট্রামে লালনীলসবুজ আলো জ্বালিয়েচে—ট্রাফিকের ভিড়, অনেকক্ষণই দাঁড়িয়ে দেখলুম—এত সুন্দর, এত সজীব, এত বিরাট মনে হোতে লাগল এই ugly কলকাতা সহরকে। নীরদবাবুর ওখানে গিয়ে চা খেয়ে আড্ডা দিলুম। তারপর দুজনেই বেরুলাম। নীরদ বাবুর স্ত্রীকে phone করা হোল amed (?) এর Soda Fountain থেকে। তারপর আমরা সব বায়োস্কোপগুলো বেড়িয়ে কোথায় কি আছে দেখে নিলাম। আমি আবার ফিরে গিয়ে stall-এ Wide World খুঁজলুম। তারপর মেসে এসে রাত একটা পর্যন্ত GoodCompanions পড়লুম। বইখানা সুন্দর লাগচে।

২২শে অক্টোবর, ১৯৩৩। ৫ই কার্তিক, ১৩৪০। রবিবার

সকালে উঠে Good Companions পড়চি। একটি ছেলে এল, তার সঙ্গে বেরিয়ে রমাপ্রসন্নদের বাড়ী গেলুম। রমাপ্রসন্ন নেই। কৃষ্ণধনবাবুর বাড়ীতে গেলুম। গল্পগুজব সেরে বাড়ীতে স্নান করলুম।

একটু ঘুমিয়ে উঠেই ছবিঘরে White Devil দেখ্‌তে গেলুম। সেখানে মুরারির সঙ্গে দেখা। মুরারি চা খাওয়ালে। মিষ্টি কথা বলতে পারলে মুরারি ছেলেটি মন্দ নয়। ছবিঘর থেকে বেরিয়ে ঘুরতে ঘুরতে College Square-এ বসলুম। পুরোনো বই-এর দোকান দেখলুম। শিবরাম ও শৈলেনের সঙ্গে পথে দেখা। Advance-এর বিজনও যাচ্ছিল—আলাপ হোল। রমেশ সেনের ওখানে গেলুম ও সেখান থেকে দুজনে চলে এসে রমাপ্রসন্নের বাসায় বসে অনেকক্ষণ গল্পগুজব কর্ল্লুম। সদানন্দ আশ্রমে খেয়ে রাত্রি ৯টায় ফিরলুম। Good Companions আজ শেষ হোল। চমৎকার বই। কলকাতা খুব ভাল লাগ্‌চে।

২৩শে অক্টোবর, ১৯৩৩। ৬ই কার্ত্তিক, ১৩৪০। সোমবার

সকালে উঠে স্নান ও কামানো সেরে মণীন্দ্র বসুর বাড়ী পার্ক সার্কাসে গেলুম। চা ও খাবার খেয়ে খুব গল্পগুজব হোল। বেলা সাড়ে এগারোটার সময় মণি ট্রামে তুলে দিয়ে গেল। মণির বাড়ী খুব খাবার খাইয়েচে, তবুও মেসে এসে ভাত খেলুম। একটু পরেই Imperial Library-তে গিয়ে সাধু সুন্দর সিং-এর বই ফেরৎ দিয়ে এলুম। পথে ফলের আইসক্রিম খাই। তারপরে বঙ্গশ্রী। নীহার রায় এল। অশোকও এল। এ ওর হাত দেখে, সে ওর হাত দেখে। প্রমথ বিশীর হাত দেখে একটা অপ্রীতিকর কথা বলতেই সে বিষণ্ণ হয়ে পড়ল। নীহার ও আমি বেরুলুম ওখান থেকে—নীহার গেল কর্পোরেশন ট্রেনিং স্কুলে পড়াতে। আমি পথে সুনীতিবাবুর 'বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা' দু পয়সা দিয়ে কিনলুম।

বাসায় এসে কিছু খেয়ে বাংলা সাহিত্যের কথা'খানা অনেক রাত পর্যন্ত পড়লুম।

আজ চমৎকার আকাশ। Imperial Library-তে Oliver Lodge-এর My Philosophy বইখানা পড়লুম আজ।

কাপড় ফেলে এসেচি বনগাঁয়ে। আসচে শুক্রবার আনতে যাবো। খুকুকে দেখলুম আজ।

২৪শে অক্টোবর, ১৯৩৩। ৭ই কার্ত্তিক, ১৩৪০। মঙ্গলবার

সকালে উঠে উপন্যাসের কথা ভাবলুম। তারপর খেয়ে ননীর সঙ্গে দেখা কর্ত্তে গেলুম রামরাজাতলা। খুরুট রোডের মোড়ে বাস পাইনে—হেঁটে গেলুম অনেকটা। জতু চা খাওয়ালে। সন্ধ্যার পরে ওখান থেকে বার হয়ে বিভূতিদের বাড়ী। এসে শুনি ছোট বৌরাণীর T.B.হয়েচে খুব ভুগছেন, বাঁচেন কি না বাঁচেন। এতদিন পরে Home Gardens বইখানার তাগাদা করলুম কারণ ওদের বালীগঞ্জের বাড়ীটা ভাড়া হয়ে গিয়েচে—কে এক বিড়িওয়ালা ৭০০৲ টাকা ভাড়ায় নিয়েচে। হায় সিধুবাবু! ১৯২৮ সালে তুমি যখন Osler-এর বাড়ীর দামী ফার্ণিচার এনে বাড়ী সাজিয়েছিলে—তখন কি জানতে ও বাড়ীর কি পরিণাম হবে? এততেও মানুষ ভাবতে শেখে না কেন, তাই বিস্মিত হই। Homes & Gardens-এর কাজ শেষ হয়েচে তাই ফেরৎ চাইলুম।

ওখান থেকে হেঁটে বাসায় এলুম—পথে প্যারীমোহন সেনগুপ্তের সঙ্গে দেখা। নাগপুরের গল্প হোল। আসবার সময় দেখি রমেশ কবিরাজের দোকান বন্ধ হয়ে গেছে [।]

২৫শে অক্টোবর, ১৯৩৩৮ই কার্ত্তিক, ১৩৪০। বুধবার

সকালে বসে কৈলাস ভ্রমণ পড়লুম। বৈকালে বঙ্গশ্রী গেলুম, তারপর ওখান থেকে আমি, মনোজ ও সজনী ছবিঘরে Christina দেখ্‌তে এলুম। শান্তি পাল খুব খাওয়ালে—তারপর ছবি দেখতে গিয়ে কিন্তু বেশীক্ষণ বস্‌তে পারলুম না—Interval-এর পরেই বার হয়ে নীরদবাবুর flat-এ এলুম কারণ ওখানে নিমন্ত্রণ ছিল। অনেক রাত পর্যন্ত আড্ডা ও খাওয়া দাওয়া [—] ধূমপানের পর বাসে করে বাসায় ফিরলুম। কলকাতার জীবনটা কাটে একটা কাজকর্ম ও Engagement-এর ঘূর্ণিপাকের মধ্যে। পাড়াগাঁয়ের মত dull life নয়। জীবনের অভিজ্ঞতাও তাই এখানে বেড়েই চলে।

২৬শে অক্টোবর, ১৯৩৩। ৯ই কার্ত্তিক, ১৩৪০। বৃহস্পতিবার

সকালে উঠে বন্ধুর বাসায় গেলাম। বেলা ১১টার সময় সেখান থেকে বার হয়ে বিচিত্রা আপিসে উপেনবাবুর কাছে। সুশীলবাবু এলেন। আড়াইটা বেলা পর্য্যন্ত সেখানে আড্ডা। তারপর ট্রামে কলেজ স্কোয়ারের পুরোনো বই-এর দোকান দেখ্‌চি, অশ্বিনীবাবুর বোর্ডিংয়ের পুরাতন roommate প্রবোধবাবুর সঙ্গে দেখা। তারপর এলুম P. C. Sircar-এর দোকানে। বেলা ৪টার সময়ে বাড়ী। বঙ্গশ্রীর জন্যে লিখলুম। কাল বনগাঁয়ে যাবো কারণ এখনো স্কুল খোলেনি—এই সপ্তাহে না গেলে অনেকদিন আর যাওয়া হবে না। দিদিদের—? thyroid tablets কিনে আনলুম একটা দোকান থেকে। রাত্রে কিছু খাই নি। বারান্দায় বিছানা পেতে শোয়া গেল। বেশ জ্যোৎস্না। নুটু এসে গল্প করছিল বৈকালে।

২৭শে অক্টোবর, ১৯৩৩। ১০ই কার্ত্তিক, ১৩৪০। শুক্রবার

সকালে ৭টার ট্রেনে বনগাঁয়ে এলুম। সকালের এই গাড়ীখানা বেশ ভালো। খুব ফুল ফুটেচে পথে পথে। একটু মেঘ করেছিল সকালে—এখানো [এখন] আর নেই। এবার বনগাঁয়ে এসে সেই গাছপালার অপূর্ব্বdelicious সুগন্ধটা পাচ্ছি। ও সপ্তাহে পাইনি। কার্ত্তিকের মাঝামাঝিই ও গন্ধটা পাওয়া যায়। তবে স্থায়ী হয় না বেশীদিন। দারোগাবাবুর সঙ্গে গল্প করে নাইতে গেলুম দুজনে বাঁধাঘাটে। জল পরিষ্কার হয়ে গিয়েচে। খুব কচুরিপানা ভেসে আস্‌চে—বোধহয় গোপালনগরের বাঁওড় থেকে। এবার দেশে বেশ ভাল লাগ্‌চে।

বৈকেলে মিতের আড়তে বসে খুব গল্প করলুম। জ্যোৎস্না উঠেচে। একটু একটু শীতওআছে। বৈকালে খয়রামারি বেড়াতে গেলুম। বেশ লাগলো। সবরকম ফুল ফুটেচে ও বন, মৌরীর ঘন সুগন্ধ বেরুচ্চে।

২৮শে অক্টোবর, ১৯৩৩। ১১ই কার্ত্তিক, ১৩৪০। শনিবার

সকালে উঠে স্নান সেরে চাল্‌কী গেলুম দিদিদের বাড়ী। সেখানে চা খেয়ে বারাকপুরে। এবার দেশের শোভা হয়েছে অপূর্ব্ব। গাছপালার সেই ঘন সুগন্ধে ভরপুর। আজ আবার আকাশ অপূর্ব্ব ধরনের নীল। কত কি ফুল ফুটেচে [—] কখনো মিষ্টি গন্ধ, কখনো বা অন্য ধরনের গন্ধ। গাজিতলার পথটায় যেমন ঘন জঙ্গল, সবুজও নিবিড়—তেমনি সুগন্ধে ভরপুর। এ ধরনের বনের নিবিড়তা ও শোভা নাগপুরের বনের নেই। তবে এ woods, আর সে হোল forest. Tropical forest সেখানে সত্যি তার শোভা অনেক বেশি হবে, বোঝাই যায়।

কাঁটালতলায় বসে হরিপদ, ফণিকাকা সবাই গল্প করলুম, তারপর রামপদদের বাড়ীতে গেলুম। ওরা গোঁসাইবাড়ী স্কুলে বেরিয়ে গেল। আমি কালো, খুড়ীমা, ন'দি বসে তাস খেলা করলুম। পুঁটীদিদি একটা পাগলীর গল্প করলে। বেলা পড়েচে—আমি ও কালো বার হয়ে ওপাড়ার ঘাট দেখে নদীর ধারে এলুম। ফণি কাকা মাছ ধরচে। নদীর ধারে খুব কাদা। ওপাড়ার ঘাট ভেঙে গিয়েচে। আবার গাজিতলার সেই সুন্দর জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে হেঁটে বনগাঁয়ে এলুম। কিছু খাইনি সারাদিন। দারোগার বাড়ী নিমন্ত্রণ খেলুম।

২৯শে অক্টোবর, ১৯৩৩। ১২ই কার্ত্তিক, ১৩৪০। রবিবার।

বনগাঁ থেকে বরিশাল এক্সপ্রেসে এলুম। এসে খানিকটা ঘুমিয়ে উঠে রূপবাণীতে একটা বনের ছবি দেখ্‌তে গেলুম। হেঁটে ফিরতে ফিরতে রমেশ সেনের আড্ডায় গেলাম। শিবরাম বাবুও ছিলেন। সেখান থেকে রাতআটটায় বাসায় এলুম। খুব ছাতিম ফুলের সুগন্ধ বেরুচ্চে।

৩০শে অক্টোবর, ১৯৩৩। ১৩ই কার্ত্তিক, ১৩৪০। সোমবার

স্কুল খুল্‌ল। পথে যাচ্চি, দেবব্রতদের সঙ্গে দেখা। সে বল্লে প্যাটেলের দেহ কবে এসে বম্বে পৌঁছুবে। ছুটি হবে কিনা তাও জিজ্ঞেস কর্ল্লে। স্কুলে গিয়ে আজ খুব কাছে ঘেঁষে রইল। সকাল সকাল ছুটি হয়ে গেল। বঙ্গশ্রী আপিসে গিয়ে চা খেলুম। আড্ডাও হোল বিরাট? [—] ডাঃ মহম্মদ শহীদদুল্লাও এলেন—তাঁকে জিজ্ঞেস করে জানলুম তিনি বসিরহাটে practice কর্ত্তেন। আমার শ্বশুরকে

চেনেন। সেই শহীদদুল্লা। [—] ১৯১৮ সালে শ্বশুরমশায় এঁর কথাই বলতেন। প্রবোধ বাগচীও এলেন। ডাঃ রায়কে phone—করলুম কামিনী রায়ের সভায় preside কর্ত্তে পারবেন কিনা সেজন্যে। পাওয়া গেল না। কৃষ্ণধনবাবুর গাড়ীতে college square এ নামলুম ও কিছু খাবার খেয়ে পুরানো বই-এর দোকান ঘুরে বাড়ী এলাম। রাত্রে জ্যোৎস্না।

৩১শে অক্টোবর, ১৯৩৩। ১৪ই কার্ত্তিক, ১৩৪০। মঙ্গলবার

সকালে মহিমাবাবু ও P.C. Sircar-এর ছেলে এল। স্কুল থেকে বঙ্গশ্রীতে। শৈলজা গল্প পড়লে—পশুপতিবাবু এলেন। তাঁর গাড়ীতে শ্যামবাজারে। বল্লেন কাল রেডিওতে বক্তৃতা দেবেন, মৃণালবাবু বলেচেন তাঁর বক্তৃতাটায় বইয়ের কথা উল্লেখ কর্ত্তে। নীরদের বাসায় নীরদ নেই। হেঁটে বাসায় এলুম। বাইরে জ্যোৎস্নায় বসলুম —ক্লান্তি এল।

১লা নভেম্বর, ১৯৩৩। ১৫ই কার্ত্তিক, ১৩৪০। বুধবার

রাসের ছুটি। সকালে পড়েশুনে কাটানো গেল। বৈকেলে থ্যাকার্সের দোকানে গিয়ে ৫টা পর্যন্ত একখানা জঙ্গলের বই পড়লুম। কার্জ্জন পার্কে বসে সিগারেট খেয়ে বঙ্গশ্রী আপিসে আস্‌চি—দেখি সজনী বার হয়ে যাচ্চে মোটরে। আমি হেঁটে Radio office-এ গেলুম। নৃপেন এল—৭-৫ মিনিটে আমার বক্তৃতা হোল।

বাসায় এসে 'জঙ্গল [,] সম্বন্ধে বইটার sketch করলুম [।]

২রা নভেম্বর, ১৯৩৩। ১৬ই কার্তিক, ১৩৪০। বৃহস্পতিবার

খুব সকালে এলেন রমেশবাবু, এসে বিছানা থেকে ওঠালেন। কামিনী রায়ের শোকসভাহবে—তাতে আমার নাম ছাপাবেন কিনা, সে কথা জিগ্যেস কর্ত্তে। একটু পরেই মহিমা বাবু এলেন। স্কুলে গেলুম। সেখান থেকে বঙ্গশ্রীতে। ওখান থেকে কিছু চানাচুর খেয়ে হেঁটে রমেনবাবুর আড্ডায়। চোখের ওষুধ নিয়ে চলে এলুম। পথে বেচু চাটুয্যের স্ট্রীটে শ্যামসুন্দর জীউর রাস হচ্চে।

৩রা নভেম্বর, ১৯৩৩। ১৭ই কার্ত্তিক, ১৩৪০। শুক্রবার

স্কুলে থেকে নীরদবাবুর গাড়ীতে নীরদবাবুর flat-এ। সেখানে সুশীলবাবু ও শঙ্করকে দেখে খুব খুশী হলুম। চা খেয়ে নীরদবাবুর স্ত্রীর সঙ্গে গাড়ীতে সিমলে এলাম। গাড়ীতে ওঠ্‌বার সময় খোকা খুড়োর সঙ্গে দেখা হোল। সিম্‌লে থেকে শ্রীযুক্তা কামিনী রায়ের শোকসভায় এলুম। উপেনবাবু আগে থেকেই বসে আছেন। শিবরাম চক্রবর্ত্তী এল—উপেনবাবুকে বল্লুম— কাল শিবরামকে খুব করে বলেচি। শিবরাম হাসতে লাগল। নরেন দেবের সঙ্গে চিত্রকূট সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা হোল। চিত্রকূটে রাধারানী দেবী ও নরেনদা গিয়েছিলেন এবার। বল্লেন বেশ সুন্দর জায়গা। চিত্রকূট সেবাসদনে ফণিবাবুর নাম বল্লেই গাড়ী নিয়ে যাবে। সেখানে থাকা যায়। বাঙালী দেখ্‌লে খুব আদর করেন। ঘোড়া ভাড়া পাওয়া যায়। পাহাড় জঙ্গলের মধ্যে যাওয়া যায়। দূরে দূরে পাহাড় জঙ্গল আছে। কেরায়নি (?) স্টেশনে নাম্‌তে হয়—সেখান থেকে বাস মোটর এক্কা পাওয়া যায়। কামিনী রায়ের শোকসভা থেকে আমি আর মনোজ বার হয়ে ছবিঘরে এসে Cavalcade দেখলুম—Noel Coward-এর বেশ ভাল বই। সজনী, দেবী, জ্ঞানবাবু, নৃপেন, পরিমল সবাই ছিল। অনেক রাত্রে মেসে ফিরি।

৪ঠা নভেম্বর, ১৯৩৩। ১৮ই কার্ত্তিক, ১৩৪০। শনিবার

ছুটি ছিল—অক্ষয়বাবুর স্ত্রীর পরলোক গমনের জন্যে। বসে বসে লিখ্‌লুম—বৈকেলে হেঁটে বঙ্গশ্রী আপিসে। কেউ নেই—সেখান থেকে বেরিয়ে কলেজ স্কোয়ারে বেঞ্চিতে বসে সিগারেট খেলুম। তারপর হেঁটে শ্যামবাজারে টরুদের বাসায়। ওখান থেকে নীরদের বাসায়। গিরিজাবাবু ও ব্রজেনদা বসে রামমোহনের শ্রাদ্ধ করচে। তারপর ট্রামে বাসায় এলুম। বেশ জ্যোৎস্না।

৫ই নভেম্বর, ১৯৩৩। ১৯শে কার্ত্তিক, ১৩৪০।রবিবার

সকালে চুল ছেটে [হেঁটে] মণির বাসায় গেলুম পার্ক সার্কাসে। সেখানে সুধীর সরকার, শচীন সেন এলেন। চা পান আড্ডা হোল। অনেক বেলায় বাসায় এসে খেয়ে একটু বিশ্রাম করলুম। তারপর উঠে নীরদবাবুদের Flat-এ গিয়ে আড্ডা দেওয়া গেল। মণির কাছ থেকে My [?] Thousand Years বইখানা এনেছি। প্রমোদবাবু এসেছিলেন। আমরা মণিপুর যাবো ঠিক করলুম। তারপর ওখান থেকে বার হয়ে বাসায় এলুম।

৬ই নভেম্বর, ১৯৩৩। ২০শে কার্ত্তিক, ১৩৪০। সোমবার।

মণির কাছ থেকে My [?] Thousand Years বলে বইখানা এনেছিলুম—পড়া গেল। স্কুল থেকে বের হয়ে কৃষ্ণধনের গাড়ীতে College Square। ওখান থেকে রমেশ সেনের দোকান। তারপর বাসা। সন্ধ্যের দিকে আজ বাসায় কেউ নেই—বসে বসে বইখানা পড়লুম। বেশ লাগ্‌চে। পূর্বাশার ম্যানেজার এল একখানা চিঠি নিয়ে।

৭ই নভেম্বর, ১৯৩৩। ২১শে কার্তিক, ১৩৪০। মঙ্গলবার

স্কুল থেকে বঙ্গশ্রী আপিস্। এক কাপ্ কোকো খেয়ে ওখান থেকে College Sqr. হিন্দু স্কুলের পাশে বেঞ্চিতে অনেকদিন বসিনি, গাছের তলায়। বসে তারপর বাড়ী ফিরে এলুম। একখানা Wide World কিনে এনেছিলুম। তাই পড়লুম।

আজ ঘরে এসে দেখি বেজায় ভিড় ও আড্ডা চল্‌চে। আমি ভিড় ও আড্ডা একেবারেই সহ্য করতে পারিনে--বিশেষত পরিচিত লোকের। এ কটা দিন গেলে বাঁচা যায়।

৮ই নভেম্বর, ১৯৩৩। ২২শে কার্ত্তিক, ১৩৪০। বুধবার

স্কুল থেকে বেরিয়ে বঙ্গশ্রীতে গেলুম। সেখানে এলেন সুনীতিবাবু। রবীন্দ্রনাথের জাভাযাওয়ার সময়ে খাওয়ার গল্প কর্ল্লেন। সজনীরা রোন্‌ক (?) মহলে ছবি দেখতে গেল—আমি শিববাবুর কাছ থেকে ম্যাগাজিনের টাকা নিয়ে ইনস্টিটিউটে এলুম Col. Camild Canali-র বক্তৃতা শুনতে। Fascism ও মুসোলিনী সম্বন্ধে নূতন কথা কিছু বল্লেন না। অনেকদিন পর অনেকক্ষণ লাউঞ্জে বসে রইলুম। বোধহয় এভাবে আজ তিন চার বছর বসিনি—কিংবা বেশী। এদের খাওয়া দাওয়া হোল—তারপর আমি রাত্রে বাসায় এলুম।

৯ই নভেম্বর, ১৯৩৩। ২৩শে কার্ত্তিক, ১৩৪০। বৃহস্পতিবার

আজ স্কুল থেকে বঙ্গশ্রী হয়ে রোনক্ মহলে গেলুম। সেখানে Bird of Paradise বলে ছবিটা দেখি আমি, পরিমল নবশক্তির সরোজ ছিল। আজকাল হেমন্ত এখানে ম্যানেজার হয়েছে। ছবি দেখার পরে Wide World কিন্‌তে গেলুম মার্কেটে। পথে হেমেন্ নায়েবের ভাইয়ের সঙ্গে দেখা। হেমেন নায়েব মুক্তাগাছাতেই আছে। কোনো চাকুরী পায়নি। সুধীরের সঙ্গেও দেখা। সে যেতে বল্লে ওদের দেশে। তারপর শিখের দোকানে কিছু খেয়ে (আমি ওই দোকানে খেতে খুব ভালবাসি, এটা খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, ঠিক ফায়ার বিগ্রেডের আড্ডার সামনে) বাসায় এলুম হেঁটে। নক্ষত্রগুলোর দিকে চেয়ে আজ একটা অপূর্ব্ব হোল। ওয়েলিংটন স্কোয়ারে এসে বসলুম খানিকটা। দেশের কথা মনে হোল। এখানে মনটা ভারী active থাকে কিন্তু। কলকাতা এখন বেশ লাগ্‌চে।

১০ই নভেম্বর ১৯৩৩। ২৪শে কার্ত্তিক, ১৩৪০। শুক্রবার।

স্কুল থেকে বঙ্গশ্রী। আমি আর প্রমথ বিশী হিমালয় ও মণিপুরের গল্প কর্ত্তে কর্ত্তে College Square পর্য্যন্ত এলুম। সজনীরা Song of Songs দেখতে গেল। আমি তামাক কিনে বাসায় ফিরলুম। অনেক রাত্রে গোপেন মিত্র ও রমেশ সেন এলেন কালকার সভার বিষয় ঠিক করবার জন্যে। আজকাল কল্‌কাতা বেশ লাগ্‌চে।

১১ই নভেম্বর, ১৯৩৩। ২৫শে কার্ত্তিক, ১৩৪০। শনিবার

স্কুলের ছুটি সকালেই হোল। দেবব্রতের একখানা চিঠি নিয়ে এল একটা ছেলে। বঙ্গশ্রী আপিসে মাণিক বাঁড়ুয্যে ও নৃপেনের সঙ্গে আড্ডা দিলাম খানিকক্ষণ। ওরা গেল বায়োস্কোপ দেখতে। আমি College Square-এ বসে আছি, প্রমথ বিশীর সঙ্গে দেখা। সেখান থেকে বাসায় এসে খানিকটা লিখে সাহিত্য সেবক সমিতিতে সভাপতিত্ব কর্ত্তে গেলুম। ওখান থেকে বেরিয়ে বাসায় এলাম গোলদীঘির পাশ দিয়ে হেঁটে।

১২ই নভেম্বর, ১৯৩৩। ২৬শে কার্তিক, ১৩৪০। রবিবার

সকালে নীলকণ্ঠ কেবিনে এককাপ ওভালটিন খেলাম কারণ শরীরটা ভাল নয়। তারপর মহিমাবাবুদের বাড়ী গেলাম। তারাও খাবার আনালে—তারপর গল্পগুজব হোল। বাসায় এসে স্নান সেরে দেখি প্রমোদবাবু এসে চিঠি লিখে রেখে গেছেন। হেঁটে যেতে যেতে পথে Cow Protection League-এর মোহনবাবুর সঙ্গে দেখা। খানিকটা পুরোনো দিনের বিষয়ে গল্পগুজব করা গেল। তারপর Flat-এ গিয়ে খেয়ে দেয়ে খুব আড্ডা। বড়দিনে কোথায় যাওয়া হবে, তাই নিয়ে কথা। ঠিক হোল মণিপুর, দেওঘর, ভুবনেশ্বর, বরাকর ও বেনারস—এদের মধ্যে একটা জায়গায় যাওয়া হবে। সুশীলবাবু এলো অনেক রাত্রে। তারপর ট্রামে বাসায় এলুম।

১৩ই নভেম্বর, ১৯৩৩। ২৭শে কার্ত্তিক, ১৩৪০। সোমবার

স্কুলে আজও নাকি দেবব্রত চিঠি দিয়েছিল, যার কাছে দিয়েছিল সে হারিয়ে ফেলেচে। বঙ্গশ্রী থেকে সজনী খুব খাওয়ালে, প্রমথ বিশী ও আমি পয়সা দিলাম। সজনী এপ্রিকট্ কিন্‌লে। তারপর বাসে শেয়ালদা দিয়ে টরুদের বাসায় গেলুম সেখানে চা খেয়ে, পথে সুরেশানন্দর সঙ্গে দেখা—অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তা হোল। তার ঠিকানা ২৫ হেমেন্দ্র সেনের স্ট্রীট, মস্‌জিদ্ বাড়ী। আবার বঙ্গশ্রীতে ফিরে দেখি ওরা কেউ নেই। পথে আসবার সময় বেশ আনন্দ হোল—দিনটা বেশী ঠাণ্ডা নয়, বেশী গরমও নয়।

ওয়েলিংটন স্কোয়ার জায়গাটা বেশ ভাল লাগে। স্কুলেও আজকাল বেশ লাগে।

১৪ই নভেম্বর, ১৯৩৩।২৮শে কার্ত্তিক, ১৩৪০। মঙ্গলবার

বঙ্গশ্রী আপিস থেকে অগিল্‌ভি (?) হোস্টেলে Annual Social-এ গেলুম। বক্তৃতা করবোনাইচ্ছে ছিল, হঠাৎ পেছন দিক থেকে "আমরা বিভূতিবাবুকে দেখব" "আমরা বিভূতিবাবুকে দেখব" শব্দ উঠলো। উঠে অগত্যা কিছু বল্লুম। তারপর খাওয়া দাওয়া সেরে অনেক রাত্রে বাসায় এলুম।

১৫ই নভেম্বর, ১৯৩৩। ২৯শে কার্তিক, ১৩৪০বুধবার

সকালে সুপ্রভাদের নতুন হোস্টেলে গিয়ে অনেকক্ষণ গল্পগুজব করা গেল। ফিরে এসে স্কুলে যাব এমন সময় রেবতীবাবু ও বুলবুলের সম্পাদক এলেন। স্কুল থেকে বঙ্গশ্রী। সেখানে সত্যেন বসু মশায় তাঁর বাড়ীতে সোমবারে খাওয়ার নিমন্ত্রণ কর্ল্লেন, সেখানে তাঁর রচিত একটা নাটক শুনতে হবে।

১৬ই নভেম্বর, ১৯৩৩।৩০শে কার্তিক, ১৩৪০। বৃহস্পতিবার

আজ কার্ত্তিক পূজার ছুটি। সকালে মণি বোসের বাড়ী গেলুম আমি ও মহিমাবাবু। ওখান থেকে এসে দুপুরে একটু ঘুমিয়েই Imperial Libraryতে গিয়ে? এর Plant Geography পড়লুম। ওখান থেকে চারু বিশ্বাসের বাড়ী যাবার পথে মুরলী বসুর বাড়ী গেলুম। চারু বিশ্বাসের বাড়ী চা খেয়ে বালীগঞ্জে মন্মথদের বাড়ী গেলাম। রাত্রে নিমন্ত্রণ ছিল। তাস খেলে ও নিমন্ত্রণ খেয়ে রাত ১১টার পরে ওদেরই মোটরে বাসায় এলুম। আজ শীত তত নেই।

১৭ই নভেম্বর, ১৯৩৩। ১লা অগ্রহায়ণ, ১৩৪০। শুক্রবার

আজ স্কুল খোলা। বঙ্গশ্রী থেকে জ্ঞানবাবুর গাড়ীতে সন্ধ্যার সময়ে সজনীর বাসায় সজনীকে নামিয়ে দিয়ে আমি গেলুম শ্যামবাজারে। জ্ঞানবাবুর বাড়ী থেকে চা খেয়ে বার হয়ে গেলুম নীরদের ওখানে। খানিকক্ষণ গল্পগুজব সেরে দ্বারিকের দোকানে কিছু খেলাম কারণ খিদে পেয়েছিল। তারপর টরুদের ওখানে এলুম। ওরা তখনই দেশ থেকে এসেচে—শুনলুম ন'দির অসুখ, বাঁচবে না। তারপর অনেক রাত্রে বাসায় এলাম।

১৮ই নভেম্বর ১৯৩৩।২রা অগ্রহায়ণ, ১৩৪০। শনিবার

সকালে উঠে গেলুম ট্রেনে বালিগঞ্জে ধূর্জ্জটিবাবুর বাড়ী। একডালিয়া রোডে বেশ বাড়ীখানা করেছে। খানিকটা গল্পগুজবের পরে সাড়ে ন'টার ট্রেন ধরে বালিগঞ্জ থেকে ফিরলুম। তারপর স্কুল, সেখান থেকে বঙ্গশ্রী আপিস—সেখানে সত্যেনবাবু এসে নেমন্তন্ন কর্ল্লেন। বরিশাল এক্সপ্রেসে বনগাঁয়ে গেলুম দিদির রাগ্‌ কিনে নিয়ে। বনগাঁয়ে ওরা কেউ নেই [—] গেলুম চার্কীতে। সন্ধ্যার সময় দিদিদের রান্নাঘরে বসে চা খেলাম ও গল্প হোল। তারপরে এ ঘরে এসে তারাপদ ও আমি Spiritualism আলোচনা কর্ল্লুম। রাত্রে শোয়ার বড় অসুবিধা। বড় মশা, গরমও বেশ। দেশে আদৌ শীত নেই।

১৯শে নভেম্বর, ১৯৩৩। ৩রা অগ্রহায়ণ, ১৩৪০।রবিবার

চাল্‌কীতে প্রকৃতির মধ্যে বাস—বেশ লাগে আমার। সকালে বাড়ীর পিছনের বন দেখে মনে হোল পয়সা খরচ করে ট্রপিক্যাল ফরেস্ট্‌ দেখ্‌তে এখানে ওখানে যাবার দরকার নেই এই তো ট্রপিক্যাল ফরেস্ট্‌। তারপরে খুকী ও নিনুর সঙ্গে পথের ধারের সেই সাঁকোর ওপর গিয়ে খেলা করলুম, অনেকদিন পরে। আমি ওদের বসিয়ে রেখে পালিতপাড়ার বনের মধ্যে ঢুকলাম—বিজন ও গভীর ট্রপিক্যাল ফরেস্ট। এর চেয়ে বন নাগপুরে গভীর নয়। খুকীদের বাড়ী পাঠিয়ে দিয়ে আমি গেলুম বারাকপুরে। কচা কাঁটালতলায় বসে আছে [,] সে বল্লে ন'দিকে দেখঁতে ফণি কাকা গেছে। পুঁটিদিদিদের বাড়ীতে খোকা বসে আছে আমতলায়, রামপদ মাছ কুটচে। খুড়ীমার সঙ্গে দেখা পেলাম বিলবিলের জলে, ওরা কাপড় কাচ্‌চে। ওখানেই স্নানসেরে নিলাম নদীতে। কি স্নিগ্ধ ছায়া, ঘাটে নেয়ে কি সুখ! বনলতার কি সৌন্দর্য্য! তারপর বাড়ী এসে দেখি পুঁটিদিদি ও রামপদ দুজনে ঝগড়া বেধেচে। চাল্‌কীতে এসে খেলাম ও একটু ঘুমুলাম [।] তারপর জ্ঞানদের উঠানে বসে একটা ডাব খেলাম। বৈকালে বারাকপুরে ইছামতী নদীর ধারে একটা নৌকার ওপর বসে রইলুম। রোদ রাঙা হয়ে গেছে, একটা নিস্তব্ধতা—Silence of the Jungle—বেড়ে সুন্দর। তারপর আবার নেড়াদের বাড়ীতে এসে মুড়ি খাওয়ালে খুড়ীমা। সন্ধ্যার পরে ঘুট্‌ঘুটে অন্ধকারে গাজিতলার পথ দিয়ে আস্‌তে পায়ে কুঁচকাঁটা বেধে [বেঁধে] গেল। পাকারাস্তায়—আগে দেবেনদের গাড়ী যাচ্চে। ডাকলুম শুন্‌তে পেলে না। দিদিদের বাড়ী গিয়ে চা খেলুম। রাত্রে যেমন গরম, তেমনি মশা।

২০শে নভেম্বর, ১৯৩৩। ৪ঠা অগ্রহায়ণ, ১৩৪০। সোমবার

খুব সকালে উঠে হেঁটে বনগাঁয়ে এলুম। জাহ্নবীরাও সকালে গরুর গাড়ী করে বনগাঁয়ে এল। দারোগার বাসায় খেয়ে বরিশাল এক্সপ্রেস্ ধরলুম। তারপর নেয়ে খেয়ে স্কুলে। স্কুল থেকে বঙ্গশ্রী হয়ে জ্ঞানবাবুর গাড়ীতে—সত্যেনবাবুর বাড়ীতে। সেখান তাঁর Grazzia [Grazia] Deledda উপন্যাসের অনুবাদ শুন্‌তে শুন্‌তে অনেক রাত হোল। সেখানে আহারাদি করলুম আমি, নৃপেন, সজনী ও কিরণ। তারপর অনেক রাত্রে বাসায় এলুম।

আজ যেমন গরম, তেমনি আলোর পোকা। শীত একটুও নেই। এরকম আমি কখনো দেখিনি।

২১শে নভেম্বর, ১৯৩৩। ৫ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪০। মঙ্গলবার

আজ ভোরে উঠে এত গরম যে না নেয়ে পারলুম না। নাওয়ার সময়ে আরাম হোল। কাল রাতে দক্ষিণ হাওয়া দিয়েচে। এ কি অদ্ভুত ধরনের আবহাওয়া!

স্কুলে গিয়ে ওখান থেকে বঙ্গশ্রী। কেউ নেই, সজনী বার হয়ে গিয়েচে। আমি College Squareএ হেঁটে চলে এলুম। নৃপেনের সঙ্গে দেখা। তার সঙ্গে মোস্‌লেম পাবলিশিং হাউসে গেলুম।

সকালে অনেকগুলো ছেলে এল কোথাকার Post Graduate Hostel থেকে।

২২শে নভেম্বর, ১৯৩৩। ৬ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪০বুধবার

সকালে উঠে কিরণ মাসিমার বাড়ী গেলুম। একটা ভাল নির্জন বাড়ী খুঁজচি। মন সব সময় একটা ভাল বাড়ীর জন্যে উতলা হয়ে থাকে। সবসময়ই বাড়ীর প্ল্যান আঁক্‌চি। বাসায় এসে খেয়ে স্কুলে ও সেখান থেকে বঙ্গশ্রীতে। একবার বার হয়ে পরেশদের দোকানে গেলুম ধর্ম্মতলাতে। তারপর আমি ও পরিমল হেঁটে এলুম নিজের মেসে।

শ্রীরামপুরের পাঁচু আজ এসেচে। টাকার কথা বলে। কোথায় টাকা তাকে বলে দিলুম।

২৩শে নভেম্বর, ১৯৩৩। ৭ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪০। বৃহস্পতিবার

স্কুল থেকে বঙ্গশ্রী। সেখানে চা খেয়ে মণি বোসের ওখানে পার্ক সার্কাসে। সেখানে সোমনাথবাবু এলেন। মণি বর্দ্ধনের নাচ হোল, খাওয়া দাওয়া হোল। রাত দশটায় বাড়ী ফিরি।

২৪শে নভেম্বর, ১৯৩৩। ৮ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪০। শুক্রবার

সকালে স্কুল। সেখানে থেকে বঙ্গশ্রী হয়ে ভাগলপুরের চারুবাবুর ছেলে, আমি, সজনী, জ্ঞানবাবুর গাড়ীতে Topaz [e] Film দেখ্‌তে গেলুম। বাস্তবিকই অতি সুন্দর বই। জ্ঞানদার গাড়ীতেই মৃর্জাপুরের বাসায় ফিরে এলুম।

১৯৩৩ সালে দেখা Topaz ছবিটার কথা আজওভুলিনি। সামনের শুক্রবারে ঘাটশিলা যাবো। বারাকপুরে বাড়ী সারাচ্চি ১৭. ১১. ৪১

২৫শে নভেম্বর, ১৯৩৩। ৯ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪০। শনিবার

স্কুল থেকে বঙ্গশ্রী হয়ে বাসায় এলুম। সেখান থেকে ছেলেরা ইউনিভারসিটিতে নিয়ে গেল। সেখান থেকে ওদের মেসে খেয়ে অনেক রাত্রে ফিরলুম।

২৬শে নভেম্বর, ১৯৩৩। ১০ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪০। রবিবার।

সকালে সুপ্রভাদের হোস্টেলে গিয়ে ওকে পেলুম না। সেখান থেকে College Square-এ খানিকটা বেড়িয়ে জয়শ্রী কাগজ দেখে শ্যামবাজারে পশুপতিবাবুর বাড়ী গেলুম। ওখানে চা খেয়ে দুজনে সজনীবাবুর বাড়ী। সুধার সঙ্গে দেখা হোল অনেক দিন পরে। তারপর বাসায় এসে নীরদবাবুর flat-এ গেলুম। শুন্‌লুম সোমনাথবাবুর মুখে নীরদবাবুর জ্বর। তারপর আবার সুপ্রভাদের হোস্টেলে। সেখানে গল্পগুজব করে শ্যামবাজারে টরুদের বাড়ী। তার আগে রমেশবাবুর আড্ডায়। সেখান থেকে টরুদের ওখানে চা খেয়ে রমেশবাবুর বাসায় এসে খেলুম। অনেক রাত্রে এসে খেলুম।

আজ শিশির এঘর থেকে অন্য ঘরে চলে গেল। ঘর নির্জ্জন হয়েচে। এমন ভুল আর কখনো করবো না। আর কারুর সঙ্গে থাকা কি পোষায় ?

২৭শে নভেম্বর, ১৯৩৩। ১১ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪০। সোমবার

স্কুল থেকে গেলুম বঙ্গশ্রীতে। সজনী নেই। তারপর বেড়াতে বেড়াতে বাড়ী এসে বসে লিখ্‌লুম। অনেকদিন পরে ঘর গুছিয়ে নিয়েচি।

২৮শে নভেম্বর, ১৯৩৩। ১২ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪০। মঙ্গলবার

সকালে শ্রীগোপাল মল্লিক লেনের হোস্টেলের ছেলেটি এল। সেদিন ওখানে গেছলুম বহুদিন পরে। স্কুলে গেলুম—সকাল সকাল সেখান থেকে বার হয়ে বঙ্গশ্রীতে বসে আড্ডা সন্ধ্যা পর্য্যন্ত। সত্যেনবাবু ছিলেন [—] দাড়িওয়ালা সত্যেনবাবু। সোমেশ বসু সেখানে এলেন। সন্ধ্যার সময় বাড়ীতে এলুম গায়ের কাপড় কিনে নিয়ে।

২৯শে নভেম্বর, ১৯৩৩। ১৩ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪০। বুধবার

স্কুলে কাজকর্ম্ম নেই। Class 7 আস্‌চে না—অন্য অন্য ক্লাসে ছেলে নেই বল্লেই হয়। সকালে স্কুল থেকে বেরিয়ে

প্রথমে নীরদবাবুর বাড়ী গেলুম ভবানীপুরে। নীরদবাবুর বাবা নেমে এলেন। তাঁর সঙ্গে ওপরে গেলুম। যাবার পথে ও আস্‌বার পথে বড় বড় গাছের ছায়াভরা গড়ের মাঠ ও St. Paul's Cathedral-এর কম্পাউণ্ডটা ভারী সুন্দর লাগে। পুনরায়এলুম বঙ্গশ্রীতে ও সেখানে থেকে গেলাম flat-এ নীরদবাবুর স্ত্রীর সঙ্গে দেখা কর্ত্তে। সেখানেচা খেয়ে অনেকক্ষণ গল্পগুজব করলুম। তারপর ট্রামে রমেশ সেনের দোকানে ওষুধ আন্‌তে। দুজনে সেখান থেকে হেঁটে বাসায় চলে এলুম। আজও শীত নেই। বরং গরমই যেন। এত কম শীত কখনো দেখিনি কলকাতায়।

৩০শে নভেম্বর, ১৯৩৩। ১৪ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪০। বৃহস্পতিবার

স্কুল সকালে ছুটি হয়ে গেল। সেখান থেকে বঙ্গশ্রীতে গেলুম। খাওয়া হোল। তারপর বেরিয়ে গেলুম— College Square-এ। পথে জসিমউদ্দিনের মেসে খানিকটা কাটানো গেল। দুজনে ওখান থেকে বার হয়ে যাচ্চি, Universityর সামনে অনেকের সঙ্গে দেখা হোল। প্রথমে অযোধ্যা সিং, তারপর সরোজ চৌধুরী, তারপরে মীরা। আমরা খানিকটা গোলদীঘিতে বসে চানাচুর খেয়ে এলুম Calcutta Hotelএ। সুনীতিবাবু একটা বক্তৃতা দিলেন। ডাঃ প্রবোধ বাগচিও ছিলেন। জলযোগ ও চা-পানান্তে বাসায় এলুম। বিমলেন্দু বলে পোস্ট গ্র্যাজুয়েটের সেই ছেলেটি এল। অনেক রাত পর্য্যন্ত রইল।

১লা ডিসেম্বর, ১৯৩৩। ১৫ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪০।শুক্রবার

স্কুল সকালে ছুটি। তারপর গেলুম বঙ্গশ্রী। সেখান থেকে রমেশ সেনের দোকানে। ওখান থেকে 'অশোক' দেখ্‌বার নিমন্ত্রণপত্র পেলাম রঙমহলে। আমি ও শিবরাম দুজনে বেরুনো গেল। মীরার হোস্টেলে এসে মীরাকে পেলুম না। তারপর থিয়েটারে এলাম। রাত্র ১০॥০টা পর্য্যন্ত আমি, শৈলজা, প্রেমেন, দেবী, সবাই মিলে থিয়েটার দেখ্‌লাম। তারপর বাড়ী এসে মেসে ফিস্ট খেলাম।

সরোজ চৌধুরী, সুনীতিবাবু একতল বলে পোস্টো

আশ্চর্যের বিষয় আজ ১৯৪১ সালের এই দিনটিতে আমি চাকুরীতে resign দিয়েচি— এর [আর] আজও আমি রমেশ সেনের দোকানে গিয়েচি, সেখান থেকে শিবরামের সঙ্গেই বেরিয়েছি। ১. ১১. ৪১.

২রা ডিসেম্বর, ১৯৩৩। ১৬ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪০। শনিবার

সকালে উঠে ট্রেনে রওনা। Wide World Magazine পড়তে পড়তে বেশ সময় কাট্‌ল। বনগাঁয়ে পৌঁছে—কিছু মাছ কিন্‌লুম। বিভূতি ও সুরেন এখানে নেই। বিকেলে আমি ও বিজয় গোপালনগর লাইনের ধারে বেড়াতে গেলাম। খুব চাঁদ উঠল। একখানা মালগাড়ী গেল, ভাগলপুরের কথা মনে হোল আমার। সেও এই শীতকাল। রাত্রে ফিরে বোডিংয়ের [বোর্ডিংয়ের] রান্নাঘরে হেমবাবুর কাছে এসে গল্পগুজব কর্ত্তে লাগলুম। জ্যোৎস্না সুন্দর— পুরোনো বোর্ডিংয়ের হলে আমার সিটে ছোট্ট ছেলে একটা বসে কি পড়চে। তারপর টাউন হলে গিয়ে হরিবাবুর সঙ্গে গল্প করলুম। রাত্রে Wide World পড়া গেল।

৩রা ডিসেম্বর, ১৯৩৩।১৭ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪০। রবিবার

সকালে উঠে ছয়ঘরের পথে বেড়াতে গেলুম। সুরেন মিত্র উকীলের সঙ্গে পথে গল্পগুজব হোল। তারপর চন্দ্রকান্ত রোড পর্য্যন্ত যাচ্চি, বিশ্বনাথ মোটর নিয়ে আসচে। তারই মোটরে আবার বাজারে এলাম। তারপর বাজার করলুম। বিকেলে খয়রামারির মাঠে বেড়াতে গেলাম। সন্ধ্যার সময় ট্রেনে কল্‌কাতা।

৪ঠা ডিসেম্বর, ১৯৩৩১৮ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪০। সোমবার

স্কুলে সকালেই ছুটি। তারপর ওখান থেকে বঙ্গশ্রী। সেখানে গিয়ে জুরমত এল—তাই হেঁটে বাসায় চলে এলুম। বাড়ী এসে সত্যিই জ্বরের মত হোল। রাত্রে কিছু আর খেলুম না।

৫ই ডিসেম্বর, ১৯৩৩। ১৯শে অগ্রহায়ণ, ১৩৪০। মঙ্গলবার

স্কুলে গিয়ে কাজ করি না। উঠে বঙ্গশ্রীতে যাই। তারপর পুলিশ হাঁসপাতালে [হাসপাতালে] অশোকের গাড়ীতে। সেখানে সাবিত্রীরানীর ভাই বামনকে (?) দেখলুম। এলুম পুনরায় বঙ্গশ্রীতেই। তারপর—এলুম হেঁটে নবীন ফার্ম্মেসীতে ওষুধ নিতে। পি. সি. সরকারের দোকানে বসে গল্পগুজব করা গেল। দেবতোষ একখানা কাগজ দেখিয়ে বল্লে লেখা দিতে হবে।

এই কৃষ্ণদয়াল, মণীন্দ্র বসু এদের লেখা আগেই প্রবাসীতে পড়েছিলুম। জাঙ্গিপাড়ায় বসে—তখন থেকেই এরা প্রবাসীর লেখক। আমি তখন পাড়াগাঁয়ের স্কুল-মাস্টার, লেখার কল্পনাও করি নি কোনোদিন। এদের তখন কত উঁচু জীব ভাবতুম, প্রবাসীদের সম্বন্ধে কত উঁচু ধারণাই ছিল। এখন এদের আর সে চোখেই দেখি না— এদের সঙ্গেও ভাব হয়েচে—কত!

৬ই ডিসেম্বর, ১৯৩৩। ২০শে অগ্রহায়ণ, ১৩৪০।বুধবার

আজ অসুখের জন্যে স্কুলে গেলুম না। কিন্তু বৈকেলে বঙ্গশ্রীতে গেলুম। সেখানে দেবীবাবুর বিরুদ্ধে খুব তর্ক ও কথাবার্ত্তা হোল। আমি তাতে সুখী হলুম না। দেবী আমার চুল কাটিয়েছিল সেদিন। তারপর হেঁটে বাহাদুর সিং-এর বাড়ীতে এলুম জবাকুসুম হাউসে। অতি চমৎকার রাজপুত ও মোগল ছবি ও অন্যান্য শিল্প দেখে মনটা খুসি হোল। খাওয়া দাওয়া করে চলে এলুম।

৭ই ডিসেম্বর, ১৯৩৩। ২১শে অগ্রহায়ণ, ১৩৪০। বৃহস্পতিবার

বঙ্গশ্রী আপিস থেকে গেলুম আমি ও সত্যেনবাবু film দেখ্‌তে— Blue Angle [—] সেখানে সজনীবাবু ও কিরণকেও পেলাম। একসঙ্গে বেরিয়ে আমি অন্যদিকে যাচ্চি, চক্রবর্ত্তী একটা দোকান থেকে ডাক্‌লে। গিয়ে দেখি মিঃ রবি মিত্র ব্যারিস্টারও বসে। সিধুবাবুর মেয়ে কিছু পায় নি সেই গল্প করলে। আমি সবই জানি—১৯২৩ [১৯২৩ হবে] সাল আজ ১৯৩৩—এই এগারো বছরে কতই দেখ্‌লুম। তারপর পুরানো বই দেখ্‌চি—সুনীতিবাবুর সঙ্গে দেখা হোল। তারপর আবার বঙ্গশ্রীতে এসে আমি ও প্রেমেন দুজনে বেরুলুম। প্রেমেন এক বিয়ের গল্প কর্ত্তে কর্ত্তে College Square পর্য্যন্ত গেল। ওখানে রাধারমণের সঙ্গে দেখা।রাধারমণ তার বাসায় নিয়ে গেল [—] সেখান থেকে বাসায় ফিরি রাত ৮টায়।

৮ই ডিসেম্বর, ১৯৩৩।২২শে অগ্রহায়ণ, ১৩৪০। শুক্রবার

সকালে নীরদের ওখানে গেলুম। নীরদ বেরিয়ে যাচ্চে, ওখান থেকে এলুম সজনীবাবুর বাড়ী। সেখানে হেডমাস্টার যতীনবাবু এসে বইয়ের টাকা দিলেন। তারপর গেলুম আবার নীরদের ওখানে। নীরদের স্ত্রী বল্লে দেখবেন আসুন। গিয়ে দেখি জনকতক ছেলেমেয়ে নিয়ে গাড়ী করে ভিক্ষে করচে। ওখান থেকে স্কুলে ফিরলুম। এবং সকাল সকাল বার হয়ে বঙ্গশ্রী। ওখান থেকে বাড়ী ফিরলুম।

৯ই ডিসেম্বর, ১৯৩৩। ২৩শে অগ্রহায়ণ, ১৩৪০ ।শনিবার

সকালে স্কুল থেকে বঙ্গশ্রী। তারপর সকলে মিলে পশুপতিবাবুর হাঁসপাতালে—ওখান থেকে Nature Study Exhibition দেখতে। তারপর ফিরে এসে College Square-এ বস্‌লুম খানিকটা। আশু এল—প্রমথ বিশীর সঙ্গেও দেখা। হার্ডিঞ্জ হোস্টেলে শরৎবাবুর অভিনন্দন ছিল। সেখানে একবার গিয়ে সেখান থেকে ফিরে এলুম বাসায়।

১০ই ডিসেম্বর, ১৯৩৩।২৪শে অগ্রহায়ণ, ১৩৪০ ।রবিবার

সকালে বসে লিখ্‌লাম। তারপর মণীন্দ্র বসুর বাড়ীতে গিয়ে বারোটা পর্য্যন্ত আড্ডা। সেখানে চারু রায়, শচীন সেন, সুধীর সরকার—ওরা এল। তারপর বৈকেলে আবার পার্ক সার্কাসের একটা বাড়ীতে নিয়ে গেল সৌরীন মজুমদার। জ্যোৎস্না বলে একটি মেয়ে বিদ্যাসাগরে না সিটিতে পড়ে, এসে অনেকক্ষণ আলাপ কর্ল্লে। রাতে এসে লিখ্‌লুম।

১১ই ডিসেম্বর, ১৯৩৩। ২৫শে অগ্রহায়ণ। ১৩৪০ ।সোমবার

সকালে স্কুল। ওখান থেকে বঙ্গশ্রী। ওখান থেকে উদয়ন আপিসে অনিল দের সঙ্গে [দেখা] করি। আবার বঙ্গশ্রীতে ফিরে আসি। তারপর পশুপতিবাবুর গাড়ীতে মীরা, মীরার বাবা [,] আমি—সবাই এলুম College Street-এ। সেখান থেকে রমেশ সেনের আড্ডায় এলুম গাড়ীতে। গল্প করে ফিরলুম।

১২ই ডিসেম্বর, ১৯৩৩। ২৬শে অগ্রহায়ণ, ১৩৪০,মঙ্গলবার

স্কুল আজ ছুটি ছিল। সকালে অনেকদিন পরে বাগবাজারের সেই দরিদ্রা স্ত্রীলোকটি এল কিছু ভিক্ষা নিতে। রেবতীবাবু এল গল্পের টাকা দেবে বলে—২ টাকা দিয়েও গেল। গল্প লিখতে বস্‌লুম—Pot boiler নিতান্তই। দুপুরের পরে তিনটার সময় হেঁটে অনেককাল পরে ইডেন গার্ডেন বেড়াতে গেলুম। পথে লালদীঘিতে বসলুম একবার—তারপর ইডেন্ গার্ডেনে গিয়ে তালীকুঞ্জের মধ্যে বস্‌লুম। একটা লোকের সঙ্গে আলাপ হোল। সে বোর্ড অফ অ্যাপ্রেন্টিস-এর পরীক্ষা দিতে এসেচে ঢাকা থেকে। ছোকরা অত্যন্ত গরিব। গড়ের মাঠে ফোর্টের কাছে একটা জায়গায় বড় চমৎকার ফুল ফুটেচে—সেখানে খানিকটা বসে একটা বিড়ি ধরালুম। তারপর ওখান থেকে হেঁটে বঙ্গশ্রীতে। অশোক? গরম সিঙাড়া আনিয়েচে— সবাই মিলে খাওয়া গেল। ডাঃ রাম অধিকারীর সঙ্গে আমি, সরোজ, পরিমল তিনজনে চৌরঙ্গী গ্রিলে এসে খেলাম। তারপর আমি রামবাবুর সঙ্গে শম্ভুনাথ [শম্ভুনাথ] পণ্ডিতের রোড্ [?] গেলুম ও ট্রামে বাসায় ফিরলুম রাত সাড়ে আটটার সময়।

১৩ই ডিসেম্বর, ১৯৩৩। ২৭শে অগ্রহায়ণ, ১৩৪০ ।বুধবার

সকালে গল্প লিখলুম খুব খেটে। স্কুলের কাজ অল্পের মধ্যেই হয়ে গেল। ওখান থেকে বারহয়ে বঙ্গশ্রী। ফিরে আস্‌চি—সতীশের সঙ্গে দেখা। তার বৌবাজারের দোকানে বসে একটু গল্প করলুম। তারপর ফিরে এলুম।

১৪ই ডিসেম্বর, ১৯৩৩। ২৮শে অগ্রহায়ণ, ১৩৪০। বৃহস্পতিবার

সকালে শরদিন্দুবাবু এলেন। তারপর গেলুম স্কুলে। সেখানে থেকে বঙ্গশ্রীতে। ট্রামে চলে এসে অনেকদিন পরে বিকেলে লিখ্‌লুম [।] তারপরে পার্ক সার্কাসে মণি বোসের ওখানে গিয়ে রাত ৯ ।।০টা পর্যন্ত আড্ডা।

১৫ই ডিসেম্বর, ১৯৩৩। ২৯শে অগ্রহায়ণ, ১৩৪০। শুক্রবার

স্কুল থেকে মেসে এলুম। তারপর লিখে মীরাকে পড়াতে গেলুম হোস্টেলে। সেখান থেকে টরুদের বাসা। রাত্রে ফিরি।

১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৩৩। ১লা পৌষ, ১৩৪০। শনিবার

শীত পড়েচে বেশ। স্কুলে যেতে দেরী হোল। হাতঘড়িটা সারালুম। স্কুলে পরীক্ষা। সেরে গেলুম বঙ্গশ্রী। সেখান থেকে নীরদবাবুর flat-এ। অনেক রাত্রে ফিরি।

১৭ই ডিসেম্বর, ১৯৩৩। ২রা পৌষ, ১৩৪০। রবিবার

ভাগলপুরে যাবার কথা ছিল কাল [—] গেলুম না। আজ বেলা চারটে পর্য্যন্ত লিখেচি। বেরিয়ে দু'খানা পুরানো বই কিনে Lonely Trails [?]—রমেশ সেনের আড্ডায়। ট্রামে শ্যামবাজার গিয়ে এলুম দ্বারিকের দোকানে। তারপর বাড়ী।

১৮ই ডিসেম্বর, ১৯৩৩। ৩রা পৌষ, ১৩৪০। সোমবার

স্কুল থেকে বঙ্গশ্রী। রামবাবুর পাল্লায় পড়ে গেলাম তারপর। একবার মীরাকে পড়াতে গেলাম। তারপর বাসায়। সজনীরা ভাগলপুরে গিয়েচে—শুনে আমার কেবলই মনে হচ্চিল গেলে হোত ভাগলপুরে। তবুও হরেন রায় মশায়কে দেখে আসা যেতো।

১৯শে ডিসেম্বর, ১৯৩৩। ৪ঠা পৌষ, ১৩৪০। মঙ্গলবার

স্কুলে থেকে বঙ্গশ্রী। আমি আর প্রমথ বিশী বাসায় ফিরে এলুম। তারপর আবার যাই পার্ক সার্কাস। মণি, মহিমা ও আমি দুর্গাশঙ্করবাবুর বাড়ী গেলুম বালিগঞ্জে। পাহাড় জঙ্গলের কথা শুনে এলাম। অনেক রাত্রে ফিরি।

২০শে ডিসেম্বর, ১৯৩৩। ৫ই পৌষ, ১৩৪০। বুধবার

স্কুলে মাইনে হবে বলে বসে রইলুম—কিন্তু চেক্ ফেরত দিলে ব্যাঙ্ক থেকে। বঙ্গশ্রীতে গিয়ে সজনীদের ভাগলপুর ভ্রমণের গল্প শুনলাম—তারপর উঠে চৈতন্যদেবের সঙ্গে মিউজিয়ামে এক্সিবিশান দেখতে এলুম। ওখান থেকে নীরদবাবুর Flat-এ। চা খেয়ে গল্পগুজব করে—বাসায়।

২১শে ডিসেম্বর, ১৯৩৩। ৬ই পৌষ, ১৩৪০।বৃহস্পতিবার।

সকাল দশটায় বেরিয়ে Thackers-এর দোকানে গেলুম। সেখান থেকে একখানা Hugh Walpole-এর Harris Series নভেলের booklet নিয়ে এলুম। ওখান থেকে গেলুম আর্ট স্কুলের প্রদর্শনীতে। মার্কেট হয়ে স্কুল। তখনও রামবাবু মাইনে নিয়ে আসিনি [আসেনি]। ওখান থেকে বঙ্গশ্রীতে। সুশীলবাবু এসেচেন ঢাকা থেকে। আড্ডা চল্‌চে। ওখান থেকে বার হয়ে স্কুলে এসে মাইনে নিলুম। তারপর নেড়ার কাছ থেকে টাকা নিলুম ও ওয়াছেল মোল্লার দোকানে ক্ষ্যান্তির জন্যে জামার সন্ধানে গেলুম। জামা পাওয়া গেল। তারপর শেয়ালদা এসে টিকিট কিনে বাসা থেকে জিনিসপত্র নিয়ে গাড়ীতে চড়ি। কালোর সঙ্গে দেখা। বনগ্রামে এলুম। বেশ জ্যোৎস্না রাত। পুলের ঘাটে বেড়াতে গেলাম। রস কিনে খেয়ে বিনয়দার ওখানে মুন্সেফবাবুর সঙ্গে গল্প হোল—তারপর হেডমাস্টারের কাছে। অনেক রাত্রে ফিরে খেয়ে শুই।

২২শে ডিসেম্বর, ১৯৩৩। ৭ই পৌষ, ১৩৪০। শুক্রবার।

সকালে হাটবাজার করি। খয়রামারিতে খুব সকালে বেড়াতে গেলুম। বীরেশ্বরবাবুর বাড়ীতে বসে গল্প করলুম। তারপর দুপুরে দেবেনের ওখানে গেলাম। সন্ধ্যার সময় মন্মথবাবুর বাসায় বসে গল্প করে বীরেশ্বরবাবুর বাসায় গেলুম রাত্রে।

২৩শে ডিসেম্বর, ১৯৩৩। ৮ই পৌষ, ১৩৪০। শনিবার

সকালে টুরুর ওখানে চা খেয়ে বীরেশ্বরবাবুর বাসায় গিয়ে দেখি তিনি চলে গিয়েচেন দেশে। দুপুরে বসে লিখচি, কালো এল। যতীন ডাক্তার এল। খয়রামারিতে জমি দেখে এলুম। বৈকালে আমি ও টরু খয়রামারিতে বেড়াতে গেলুম।

২৪শে ডিসেম্বর, ১৯৩৩। ৯ই পৌষ, ১৩৪০। রবিবার

সকালে দারোগার ঘোড়া করে বারাকপুর গেলাম। এসে দুপুরে কালো এল। রাত্রে এলুম। যতীন ডাক্তারের কাছে গল্প করা গেল। সন্ধ্যাবেলা জ্যোৎস্নারাত্রে টরু আমি তিন চা খেলুম খয়রামারিতে বসে ষাঁড়াপোলের (?) তলায়।

এবার বনগাঁয়ের মাঠ এবং এই জীবন এত সুন্দর লাগ্‌চে!

এবারকার বড়দিনে এই সুন্দর জীবন এত ভাল লাগছে। কি সুন্দর জ্যোৎস্না, কি সুন্দর সকালের হাওয়া, মাঠে মাঠে ফুটন্ত রাধালতা ফুল [,] রাঙা সোনালী রোদ—সবই সুন্দর।

২৫শে ডিসেম্বর, ১৯৩৩। ১০ই পৌষ, ১৩৪০। সোমবার

এদিন সকালে সাহেব এল। সাহেবের সঙ্গে বারাকপুর ও সেখান থেকে বেলেডাঙা গেলুম। বেশ লাগ্‌ল এই শীতের দিনে ঝোপঝাপ।

২৬শে ডিসেম্বর, ১৯৩৩১১ই পৌষ, ১৩৪০মঙ্গলবার

বিকেলে আমি ও মহেন্দ্র শিমুলতলার মাঠে বেড়াতে গেলুম।

২৭শে ডিসেম্বর, ১৯৩৩। ১২ই পৌষ, ১৩৪০। বুধবার।

আমি [,] টরু [,] তিনু রাজনগরে বেড়াতে গেলাম। ফিরবার পথে চমৎকার জ্যোৎস্না—মুক্ত মাঠ, ভাগলপুরের কথা মনে করিয়ে দেয়—মাটির গন্ধ—সেই রকম গাছপালার গন্ধ।

২৮শে ডিসেম্বর, ১৯৩৩।১৩ই পৌষ, ১৩৪০বৃহস্পতিবার

কাল বিকেলে আমরা রাজনগরের পথে বেড়াতে গেলাম। আমি, তিনু, টরু। একটা বটগাছ ঝুরি নামিয়ে দাঁড়িয়ে আছে—তার তলায় কি অদ্ভুত ছায়া। বাস্তবিকই বনগাঁয়ের মাঠ, বনের সম্পদ—বারাকপুরের চেয়ে বেশী।

কতকাল আগে বিজয় মামা বলেছিল—যদি আমি কবি হই, এদিককার শোভা আঁকবো—কুটীর মাঠে শুকনো কুল খেতে খেতে।

আমি 'পথের পাঁচালী'তে বিজয় মামার সে কাজ করেচি।

কাল রাজনগরে হরিসংকীর্ত্তন হয়েছিল—বিশু অধিকারীর সঙ্গে দেখা হোল অনেক রাত্রে। তখন সে আঁটুরি থেকে গান গেয়ে ফিরচে।

২৯শে ডিসেম্বর, ১৯৩৩। ১৪ই পৌষ, ১৩৪০। শুক্রবার

আমি আজ একা রাজনগরের বটতলায় বেড়াতে গিয়েছিলাম। অনেকক্ষণ মাঠের অনুচ্চ টিলার উপরে বসে রৈলুম। সামনে টকটকে লাল সূর্য্যটা অস্ত গেল। তারপর বটতলাটা একাবেড়িয়ে বাসায় ফিরলুম।

স্টীমারে বেড়াবার জন্যে শ্যামাপদবাবু বেজায় ধরেচে। বোধহয় যাবো না।

সন্ধ্যার সময় বন্ধুর ডাক্তারখানায় গল্প করচি—মণীন্দ্র চাটুয্যের ছেলে সুধীন এল। তার সঙ্গে গল্প করেবিভূতির আড়তে বসে আড্ডা দিলাম—কলেজের আমলের গল্প করলাম।

৩০শে ডিসেম্বর, ১৯৩৩। ১৫ই পৌষ, ১৩৪০। শনিবার

সকালে বারাকপুরে গেলাম। চমৎকার লাগচে এবার দেশ। কাঁঠালতলায় দুই ফণি কাকা (ফণি রায় ও ফণি চক্রবর্ত্তী) ও কচা বসে। কচাকে বল্লুম গুল্মলতা কেটে কলকাতায় চালান দে। পুঁটিদিদিদের বাড়ী তেল মেখে বরোজপোতার মধ্যে দিয়ে ওপাড়ার ঘাটে। মনে হচ্চিল কতকাল আগে বাবা মারা গিয়েছিলেন এই সময়ে—এই সেই বাঁশঝাড়। ওপাড়ার ঘাটটা বেশ খালি। তারপর খেয়ে খুড়ীমার সঙ্গে গল্প করচি—ন'দি এল রাণাঘাট আর্চার সাহেবের ডাক্তারখানা থেকে। শ্যামাচরণদাদা বেড়া পুত্‌চে [পুঁতচে] ওর বাগানে, তার সঙ্গে গল্প করলাম স্নানে যাওয়ার সময়ে।

সন্ধ্যায় বাঁশবন ও ভিটের দিকে বেড়াতে গেলাম। সন্ধ্যা হয়ে আসচে। নিস্তব্ধ, অন্ধকার বাঁশবন। কালো বাঁশঝাড়ের পটভূমিতে প্রজাপতি উড়চে—জনপ্রাণী নেই কোথায় [কোথাও]।শীতের জনহীন, বিষণ্ন সন্ধ্যা। আজও বনভূমি সেই শৈশব-স্বপ্ন মাখা—অথচ রঙ্গমঞ্চ অন্ধকার, বারাকপুর শ্মশান—কেউ নেই—সব পালিয়েচে। স্বপ্ন স্বপ্নই আছে এখনও—তেমনই নবীন, তেমনই মোহময়। পথে আস্‌তে আস্‌তে কাটা গাছের ওপর বস্‌লুম—চাঁদ উঠেছে চতুর্দ্দশীর চাঁদ [—] মাঠে একটা ছেলে গান করচে। আমাদের ভিটেতেও গিয়েছিলাম সন্ধ্যার আগে। সেই নারকোল গাছটা যার ডালে বাল্যে কত জ্যোৎস্না চিক্‌চিক্ করতো—পিসিমা বলতো মণিকে নিয়ে আয়—ভিটেটা দেখুক।

বারাকপুরের মত নাড়া দেয় না কোনো জায়গা। Depth of Being পর্য্যন্ত দেখা যায় এখানে এলে। কৃত্রিম ভাববিলাস থাকে না। অনিলের আড়তে এসে গল্প করলুম।

৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৩৩। ১৬ই পৌষ, ১৩৪০। রবিবার

ইংরিজি বছর আজ শেষ হোল। বিদায়!

সকালে দারোগার সঙ্গে স্টেশনে এসে আবদুল সত্তরের সঙ্গে দেখা করলুম। ১৯১৮ সালের মার্চ মাসের পর ১৯৩৩ সালের ৩১শে ডিসেম্বর। তারপর কল্‌কাতায় এসে নীরদবাবুর flat-এ গেলুম। সেখান থেকে দক্ষিণেশ্বর গিয়ে চা খেলাম। পথে? কালীপদর (?) সঙ্গে দেখা। তারপর ট্যাবু দেখতে গিয়ে ফটিকের সঙ্গে দেখা। অনেক রাত পর্য্যন্ত জেগে বসে রইলুম। রাত ১২টার পর ১৯৩৪ সাল পড়ল—খুব পট্‌কা বাজি ছুঁড়তে লাগ্‌ল চারিদিকে—বাঁশি বেজে উঠল। আজ পূর্ণিমার রাত্রে বহু আনন্দ ব্যথাপূর্ণ ১৯৩৩ সালকে বিদায় দিলুম। একদিন এই

দিনটাকে বহুদূরের অতীত বলে মনে হবে। ১৯৩৪ সালও অতি পুরাতন হয়ে যাবে।

Chronicles and Events

এই সালের শ্রাবণ মাসে গ্রামের যতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মারা যান এবং কার্ত্তিক মাসে পঞ্চানন রায় মারা যান।

বুড়ী পিসিমার বিবাহ হয় ওই শ্রাবণ মাসে।

জাহ্নবীর মেয়ে ছোটখুকী মারা যায় ফাল্গুন মাসে।

বড় মামার মেয়ে মান্তী থাইসিসে ভুগে মারা যায় ডিসেম্বর মাসে।

এই বছরে প্রথমে Spiritual seance-এ বসি।

পাথুরেঘাটার অক্ষয় ঘোষের স্ত্রীর মৃত্যু হয় কার্ত্তিক মাসের শেষের দিকে। জগদ্ধাত্রীপূজার সময়। ভাগলপুরের হরেন্দ্রলাল রায় (ডি. এল. রায়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা) ডিসেম্বরের শেষে মারা যান। তিনি আমায় অত্যন্ত স্নেহ করতেন। তাঁর মৃত্যুতে দুঃখের কারণ ঘটেচে আমার।*

১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দের দিনলিপির প্রেক্ষাপট ও টীকা

[বিভূতিভূষণের দিনলিপি রাখবার বিশিষ্ট অভ্যাস সম্বন্ধে এর আগেই চতুর্থ খণ্ডে 'স্মৃতির রেখা'-র বর্জিত অংশের আলোচনাপ্রসঙ্গে বলা হয়েছে। মোটামুটিভাবে ১৯২৩/১৯২৪ থেকে ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুর তিনদিন আগে পর্যন্ত নিয়মিত দিনলিপি রেখেছেন বিভূতিভূষণ। এর অনেক অংশ প্রকাশিত, আবার বহুলাংশ অপ্রকাশিত এবং অগ্রন্থিত—এখনো যা পাণ্ডুলিপি আকারে অপেক্ষায় রয়েছে যোগ্য গবেষকের হাতে সম্পাদিত হয়ে প্রকাশিত হবার। এইখানেই আসল সমস্যা। কালোহ্যয়ং নিরবধি—তা মানা যেতে পারে। কিন্তু সেটা বোধহয় কেবলই অনাদ্যন্ত বিশ্বজগতের ক্ষেত্রে। 'ত্বরা করে ছুটে আসি, মনে বাসি ভয়/এসে দেখি যায় নাই তোমার সময়।' কিন্তু বিশ্বদেবের তুলনায় আমাদের সময় অপ্রতুল/প্রকৃতি একটি ফুলের কুঁড়ির প্রস্ফুটন সম্ভব করার জন্য কোটি বৎসর পূর্ব থেকে বিবর্তনের ধীর গতিকে ধৈর্যের সঙ্গে অমোঘ পরিণতির দিকে পরিচালিত করতে পারে, কিন্তু আমাদের নির্দিষ্ট ও প্রতিশ্রুত সময়ের মধ্যে শতবর্ষ সংস্করণ রচনাবলী প্রকাশ করতেই হবে। এই খণ্ডগুলিকে যতদূর সম্ভব পূর্ণাঙ্গ করবার দায়িত্বও বর্তমান সম্পাদকমণ্ডলীর। কাজেই যোগাযোগ্য বিচার না করে এই মুহূর্তে আমাদের কর্তব্য হচ্ছে নিষ্ঠার সঙ্গে লেখকের অপ্রকাশিত/অগ্রন্থিত অংশের সটিক পাঠ এই সংস্করণে সন্নিবিষ্ট করা। প্রবণতা দেখে প্রতীতি জন্মাচ্ছে যে, আগামী অনেক শতাব্দী বিভূতিভূষণ থাকবেন। তাঁকে নিয়ে গবেষণাও হবে। অদূর এবং সুদূর ভবিষ্যতে পাঠক ও গবেষকদের জন্য বিচার-বিশ্লেষণের ভার রইল। আমরা মুদ্রিত অক্ষরে বিভূতি-রচনাকে রেখে যাওয়ার চেষ্টা করি। উদ্বায়ী জীবনের ক্ষণস্থায়ী বহু খণ্ডাংশের চাইতে মুদ্রিত অক্ষর দীর্ঘজীবী।

এই দিনলিপিগুলিকে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মূল ভাগে ভাগ করা যায়। রচনার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী এগুলি এরকমঃ

১. প্রতিদিনের সাধারণ ঘটনাবলী

২.ব্যক্তিগত জীবনোপলব্ধি। Realisation বা Rumination.

৩. ভ্রমণকাহিনী ধরনের টানা লেখা

৪. ভবিষ্যতে কী লিখবেন তার খসড়া

৫. প্রয়োজনীয় কৃত্যের স্মারক, হিসাবনিকাশ ইত্যাদি।

এই বিভাগগুলি খুব স্পষ্টভাবে বিভক্ত নয়। একটি বিষয় নিয়ে লিখতে লিখতে বিভূতিভূষণ অনেক ক্ষেত্রেই বিষয়ান্তরে প্রবেশ করেছেন। স্বগ্রামের প্রাত্যহিক জীবনকাহিনীকে বিস্মিত করতে গিয়ে অকস্মাৎই মহাবিশ্বের বিশালতার কথা ভেবে স্পন্দিত হয়েছেন। তারপরের দিনই হয়ত চলন্ত রেলগাড়ির জানালা দিয়ে বিহার ও উড়িষ্যার সীমান্তের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখে উচ্ছ্বসিত হচ্ছেন। আবার এর দু-পাতা পরেই হয়ত মাসে লিখে কত টাকা উপার্জন করতে পারলে উনি কলকাতার চাকরি ছেড়ে দিয়ে গ্রামে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে পারবেন তার একটা হিসেব করেছেন। দিনলিপিতে উল্লিখিত অনেক মানুষই পরবর্তীকালে তাঁর সাহিত্যের চরিত্র হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে।

আমরা সাধারণত সাহিত্যিককে বিচার করি তাঁর রচনা বিশ্লেষণের মাধ্যমে। কিন্তু বিভূতিভূষণের মত বড়মাপের একজন লেখকের ব্যক্তিগত জীবনে যে বিচিত্র চিন্তা-

---

*[বিভূতিভূষণের ডায়েরির বানান প্রসঙ্গে সম্পাদকীয় নিবেদন : বিভূতি রচনাবলীতে আমরা যথাসাধ্য আধুনিক বানান অনুসরণের চেষ্টা করেছি, হয়তো সর্বত্র তা করে ওঠা সম্ভব হয়নি অনিবার্য কারণে। বিভূতিভূষণের দিনলিপিগুলির বানানের ব্যাপারে আমরা কোনরূপ হস্তক্ষেপ করিনি। তিনি জীবিত থাকলে কোনওরূপ পরিবর্তন করতেন কিনা জানিনা। আমরা তাঁর দিনলিপির মূলের স্বাদটি যথাযথ পাঠকদের গোচরীভূত করার জন্য বানানে কোনও পরিবর্তন ঘটাতে চাইনি। ভরসা করি পাঠকবৃন্দ এতে পরিতৃপ্ত হবেন।—নির্বাহী সম্পাদক।]

ভাবনার ক্রিয়া-বিক্রিয়া চলে তাকে সম্যক জানতে না পারলে সেই লেখকের সামগ্রিক মূল্যায়নআমাদের আয়ত্তের বাইরেই থেকে যায়। বিভূতিভূষণের প্রকাশিত এবং অপ্রকাশিত খসড়া ও দিনলিপির পরিমাণ বিপুল। পূর্ববর্তী খণ্ডগুলিতে তার কিছু প্রকাশিত হয়েছে, পরের খণ্ডগুলিতে এই ধরনের বাকি সমস্ত রচনাকে টিকাসহ গ্রন্থিত করতে সম্পাদকমণ্ডলী সচেষ্ট থাকবেন। ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দের এই দিনলিপিতে উল্লিখিত কিছু ব্যক্তি, ঘটনা ও স্থানের পরিচয় নিচে দেওয়া গেল, যাতে পাঠকদের রসোপলব্ধির সুবিধা হয়।]

মিত্রা বন্দ্যোপাধ্যায়

তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

১. চাল্‌কী : বিভূতিভূষণের স্বগ্রাম বারাকপুর (বনগাঁর কাছে-এর, পাশের গ্রাম)

২. বন্ধু : লেখকের বন্ধু চিকিৎসক ক্যাপ্টেন সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

৩. পাণিতর : লেখকের পিতামহ তারিণীচরণের আদিনিবাস বসিরহাটের কাছে

৪. বাবা : বিভূতিভূষণের পিতা মহানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় শাস্ত্রী

৫. রঞ্জন : রঞ্জনকুমার দাস, সজনীকান্তের ছেলে

৬. বন্ধুর বৌ : সরোজিনী দেবী, চিকিৎসক সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের স্ত্রী

৭. ছোটমামা:বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, ভাটপাড়ানিবাসী

৮, মা : লেখকের মাতা মৃণালিনী দেবী

৯. ফুলী : নিভাননী দেবীর কন্যা অন্নপূর্ণা গোস্বামী, রাজপুরবাসিনী

১০. ক্লারিজ : এইচ. সি. ক্লারিজ, প্রধান শিক্ষক, খেলাতচন্দ্র ক্যালকাটা ইন্‌স্টিটিউশন

১১. খুকী : উমা বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণের ভাগিনেয়ী

১২. শান্ত : প্রশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, লেখকের ভাগিনেয়, প্রয়াত

১৩. দক্ষিণাবাবু :সাহিত্যিক দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার, ৪১নং মির্জাপুর স্ট্রীটের মেসে লেখকের সহবাসিন্দা।

১৪. নুটু : চিকিৎসক নুটুবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণের ভ্রাতা

১৫. বিক্রমখোল : উড়িষ্যার সম্বলপুর জেলার পাহাড়। লেখক এখানে খোদিত প্রাগৈতিহাসিক লিপি ও গুহাচিত্র দেখতে গিয়েছিলেন।

১৬. শান্তি : প্রসিদ্ধ সাঁতারু ও কবি শান্তি পাল

১৭. Municipal Market : বর্তমানে নিউ মার্কেট

১৮. খুকু : প্রীতিলতা মুখোপাধ্যায়, বারাকপুরবাসিনী (যুগলকিশোরবন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা—পশুপতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের [কালো] ভগিনী)।

১৯. উমাপ্রসাদ : সাহিত্যিক উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

২০, গৌরী : বিভূতিভূষণের প্রথমা স্ত্রী, পাণিতরের কালীভূষণ মুখোপাধ্যায়ের কন্যা

২১. মিতে : বিভূতিভূষণের বনগাঁবাসী সহপাঠী বন্ধু বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

২২. মণি : সরস্বতী, লেখকের বোন

২৩. পিসিমা : মেনকা দেবী, ইন্দির ঠাকরুণ চরিত্রটির উৎস।

২৪.৩১শে শ্রাবণ : বিভূতিভূষণের সঙ্গে গৌরীদেবীর বিবাহের তারিখ

২৫. ডাঃ রায় : আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়।